চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 176 Monday, 27 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৭৬ সংখ্যা ❋ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, সোমবার, ২৭ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘নিজেদের শুধরে নিন’

সোনারপুরের কাউন্সিলরদের একাংশকে সাবধানবাণী মমতার

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২৬ মেঃ সোনারপুরের বেশ কিছু কাউন্সিলরের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। নিজেদেরকে ‘শুধরে নিন’ বলে নির্বাচনী সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের প্রচারে গিয়ে মমতা বলেন, ‘‘দু-একজন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ আছে। আমি তাঁদের বলবো, হয় শুধরে নেবে, নাহলে আমি শুধরে দেব। আমি কিন্তু খবর রাখি, মনে রাখবেন আমিও জনগণের উর্ধ্বে নই।’’ লোকসভা নির্বাচনের পর এবার আর বিজেপির জোট সরকার আসছে না, একাধিক প্রচার মঞ্চে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের ষষ্ঠ দফা সমাপ্ত হয়েছে শনিবার। শেষ লগ্নে মোদি ‘হারাতঙ্ক’ রোগে ভুগছেন বলেও দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সোনারপুর দক্ষিণের সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলার মাঠের একটি জনসভায় উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষের হয়ে প্রচারে ছিলেন তিনি। সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করেন। ষষ্ঠ দফার পর মোদি ‘হারাতঙ্ক’ রোগে ভুগছেন বলে কটাক্ষ তাঁর। মমতা বলেন, ‘‘আমি জানি না সঠিক ভোট বাক্সে কী আছে? তবে এখনও হারাতঙ্ক রোগে ভুগছেন। নির্বাচনে হারবে বলে হারাতঙ্ক রোগে ভুগছেন।

থরথর করে কাঁপছেন। যেখানে গিয়ে মিটিং করছেন, সেখানেই বাংলার কথা বলছেন। বেনারসে গিয়ে মিটিং, সেখানেও বাংলার কথা। আমি বলবো, মোদিবাবু আপনি একটু পড়াশোনা করুন।’’ মোদিকে নিয়ে কটাক্ষ করার পাশাপাশি, এদিনের মঞ্চ থেকে নাম না করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনা করেন তিনি। এদিনও সভামঞ্চ থেকে পূর্ব মেদিনীপুরে ভোট লুঠের আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন তিনি। মমতা বলেন, ‘‘কাল নন্দীগ্রামে দেখেছেন, লজ্জা নেই গদ্দারের। নিজের এলাকা জিততে পারে না। আমার ভোটের সময়ও তাই করেছে। পুরোটাই লুঠ করেছে।’’ তাঁর দাবি, যখনই ওই এলাকায় নির্বাচন হয়, নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ডিএম-আইসি পরিবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঁড় করিয়ে রেখে পুরো ভোট লুঠ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে এদিন বিশেষ বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৪ সালে এই কেন্দ্রেই প্রথম সাংসদ নির্বাচনে জিতেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘যাদবপুর আমার প্রাণের কেন্দ্র। এখন থেকেই আমার রাজনীতির জন্মলগ্ন শুরু হয়েছিল। এই যাদবপুর আমায় কোনওদিন ফেরায়নি। আমি চাই, আপনাকে আমরা ফেরাবেন না। আপনারা আমায় লড়তে দিন।’’ প্রসঙ্গত, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে শেষ তিনবার জিতে এসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। যদিও, শেষ তিনবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিবারেই কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করা হয়েছে। ডঃ সুগত বসু, কবীর সুমন থেকে মিমি চক্রবর্তী হয়ে এই কেন্দ্রে এবার প্রার্থী করা হয়েছে দলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষকে। এবারেও এই কেন্দ্র ভালো মার্জিনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। আজ হরিনাভির সভা থেকে মমতা যাদবপুরের বিদায়ী সাংসদের নাম না করেই স্বীকার করে নিলেন মিমি সাংসদ থাকাকালীন যাদবপুরবাসী সেভাবে পরিষেবা পাননি। যদিও এর জন্য টলি-নায়িকা মিমিকে দায়ী করছেন না তিনি, বরং তৃণমূলেরই ‘দোষ’ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সায়নীকে পাশে নিয়ে মমতা বলেন, ‘‘তাঁর (মিমির) অবশ্য কোনও দোষ ছিল না। তিনি নিজের ফিল্ম জগতে ব্যস্ত। এটা আমাদেরই দোষ ছিল। সে জন্য আমরা শুধরে নিয়েছি। সায়নী এলাকায় পড়ে থেকে লড়াই করবেন এবং দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করবেন উন্নয়নের কাজে।’’

কলকাতার বিপদও কম নয়, সাংবাদিকদের ফিরহাদ নিজেই জানালেন আশঙ্কার কথা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ আমপান তছনছ করেছে কলকাতাকে। রেমেল নিয়েও কড়া সতর্কতা হাওয়া অফিসের। কলকাতাতে ঝড় হতে পারে ৮০ থেকে ৯০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে। অর্থাৎ তছনছের সম্ভাবনা প্রবল। কলকাতা পুরনিগম, কলকাতা পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর সকলে প্রস্তুত। তবে ঝড়ের পূর্বাভাসে চিন্তায় খোদ কলকাতার মেয়র। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ফিরহাদ জানান, ‘‘আমরা সকলে দুশ্চিন্তায় আছি। এই ঝড় কলকাতা ছুঁয়ে যাবে। আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে এখন যা কথা হয়েছে তাতে ৬০ থেকে ৮০ কিমি বেগে যাবে ঝড়।’’ কলকাতার মেয়র জানান, সকলস্তরের ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। ১৩ হাজার স্থায়ী কর্মী, ৩৩৮ জন ড্রেনেজের কাজে কর্মী তৈরি। প্রায় ১৫ হাজার কর্মী রাস্তায় নামানো হয়েছে এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য। ফিরহাদ জানান, রাত ২টোর আগে গঙ্গায় জল ছাড়া যাবে না। লকগেট বন্ধ করে দিতে হবে। প্রায় ৪৮০টি পাম্প তৈরি রয়েছে। তবে ৪-৫ ঘণ্টা জল জমার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন মেয়র। জেসিবি থাকছে ৭টি। এছাড়াও নামানো হচ্ছে ক্রেন। বড় গাছ পড়লে সেগুলো দ্রুত সরানোর জন্য থাকছে বড় ক্রেনও। আমপান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেমন চেতলা পার্ক স্ট্রিট, সাদার্ন এভিনিউয়ের মতো জায়গায় রাখা থাকছে ক্রেন। আজ ২২টি প্যাম্প সবসময়ের জন্য চলবে। মূলত যেসব জায়গায় জল জমে সেসব জায়গায় এই নিকাশি পাম্প চালানোর কথা। ইতিমধ্যেই দুর্যোগ মোকাবিলায় কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা বিভিন্ন বিপজ্জনক বহুতলগুলি থেকে মানুষজনকে সরাচ্ছেন। আদর্শ হিন্দু বিদ্যালয়ে রাখা হচ্ছে তাঁদের। সমস্ত বরো মিলিয়ে একাধিক ক্যাম্প রয়েছে। ফিরহাদ জানান, প্রত্যেক বরোতে ২টি করে স্কুল নেওয়া হয়েছে মানুষ রাখার জন্য।

বাংলাদেশের সাংসদ খুনে মূল অভিযুক্ত তাঁরই বাল্যবন্ধু ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের খুনে নাম জড়িয়েছে তাঁরই বাল্যবন্ধুর। কলকাতায় এসে এই কথা জানালেন বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান। আজ রবিবার তাঁরা কলকাতা বিমান বন্দরে নামে। সিআইডি তদন্তকারী দলের সঙ্গে তারা বৈঠক করেন। কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান মহম্মদ হারুন অল রশিদ। তিনি জানিয়েছেন, এই অপরাধের পরিকল্পনা বাংলাদেশেই হয়েছিল। সেই মতো কলকাতায় সাংসদকে খুন করা হয়েছে। দেহ যাতে না পাওয়া যায়, সেজন্যই বহু টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলা হয়েছিল। কলকাতা পুলিশের কাছে সহযোগিতা চাইছেন বাংলাদেশের তদন্তকারীরা। দুই দেশের তদন্তকারীরা যে সব তথ্য পেয়েছেন, তাই নিয়েও বৈঠক হবে। তথ্য বিনিময় হবে বলে খবর। আখতারুজ্জামান এই খুনের মাস্টার মাইন্ড। এই কথা দাবি করেছে বাংলাদেশ গোয়েন্দা বিভাগ। একাধিক পথে এই ব্যক্তি আমেরিকা চলে গিয়েছে। তাকে হাতে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইন্টারপোলের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। বনগাঁ সীমান্ত থেকে কসাই জিহাদ হাওলাদারকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। বারাসত আদালতের নির্দেশে সে এখন সিআইডি হেফাজতে। তাকে নিয়ে ভাঙড়ের অকুস্থলে যাওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, মৃতদেহের টুকরো খালের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর প্রতিদিনই খালের জলে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ডুবুরি নামানো হয়েছিল। কিন্তু হতাশ হয়েছেন তদন্তকারীরা। কিছুই পাওয়া যায়নি তল্লাশিতে। আজ রবিবারও ভাঙড় সেতুলিয়া ব্রিজের কাছে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জাল ফেলে তল্লাশি হচ্ছে খালের জলে। কেন খুন করা হল? খুনের মোটিভ কী? বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধানকে এই প্রশ্ন হয়। তিনি জানান, এই উত্তর এখনও নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি।

রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের জের

বাতিল মমতা, অভিষেক, সুকান্ত এবং শুভেন্দুর একাধিক কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রবিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হলেন নেতৃবৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাদবপুর লোকসভা এলাকায় নির্ধারিত মিছিল বাতিল করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে হরিনাভি থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে রাজপুর বাজার পর্যন্ত তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে মিছিল করার কথা ছিল মমতার। সেই মিছিলটি বাতিল করা হয়েছে। তবে পূর্বঘোষিত দুটি জনসভা এখনও হবে বলেই জানিয়েছে তৃণমূলের একটি সূত্র। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার সোনারপুর ইউনিয়ন স্পোর্টিংয়ের ময়দানে এবং যাদবপুর এলাকার বারো ভূতের মাঠে জনসভা করবেন তিনি। অন্যদিকে,

বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় প্রচার কর্মসূচি ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অভিষেককে সড়কপথে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার বিকেলে নির্ধারিত রোড-শোও বাতিল করা হয়েছে অভিষেকের দফতর থেকে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সন্দেশখালিতে নির্ধারিত কর্মসূচিও বাতিল হয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতির কারণে তাঁর কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও মথুরাপুর লোকসভা এলাকায় নির্ধারিত পৃথক তিনটি জনসভা বাতিল করতে হয়েছে। পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, এবং মন্দিরবাজার এলাকায় তাঁর জনসভার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কারণে রাজ্য বিজেপির দফতর থেকে জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শুভেন্দু অধিকারী সভাগুলিতে যোগ দিতে পারছেন না। রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিপর্যস্ত হয়েছে। একাধিক নেতা-নেত্রীর কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় রাজনৈতিক প্রচারের কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন আনতে বাধ্য হচ্ছেন সব পক্ষ। আবহাওয়ার উন্নতির পর পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দলের নেতারা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তিন জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হবে।

কালীঘাটে সিপিএমের প্রচারে ‘বাধা’, সায়রা-মীনাক্ষীদের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে সিপিএমের প্রচারে বাধা পুলিশের। তুলকালাম কাণ্ড এলাকায়। এদিন ওই এলাকায় প্রচারে দিয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। কিন্তু, সেই মিছিলে পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাড়ি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই এলাকাতেই এদিন প্রচারের চেষ্টা করেন এগোনোর চেষ্টা করেন মীনাক্ষীরা। তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এদিকে সায়রা শাহ হালিম বলছেন, ‘‘আমি শুধু ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু পুলিশ তো গুন্ডাদের মতো আচরণ করছে।’’ রেগে লাল হয়ে গিয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও। সাফ বলেন, ‘‘কেন ওদিকে যেতে পারব না সেটা পুলিশকে বলতে হবে। সঠিক কারণ দেখাতে হবে। এই পাড়ায় তো কারও

সায়রা। সঙ্গে ছিলেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ প্রচুর বাম-কর্মী সমর্থকেরা। কিন্তু, রাস্তাতেই ব্যারিকেড করে দেয় পুলিশ। পুলিশ সাফ জানায় এই এলাকায় প্রচার সম্ভব নয়। যুক্তি দেওয়া হয় ১৪৪ ধারার। তখনই বাম সমর্থকদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায় পুলিশের। বচসা রূপ নেয় হাতাহাতিতে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে সর্বদাই থাকে ব্যারিকেড। অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ এতটাও সহজ নয়। ওই এলাকাতে বামেদের লোকজন যেতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ব্যারিকেড ভেঙে জমিদারি নেই।’’ অন্যদিকে তোপ দেগেছেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীও। পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, ‘‘এ রাজ্যের পুলিশ অসভ্য, অপদার্থ। কালীঘাট কী কারও পৈতৃক সম্পত্তি নাকি যে ওখানে কেউ মিছিল করতে পারবে না, প্রচার করতে পারবে না? এর আগে আমাকেও ওখানে প্রচারে আটকে দেওয়া হয়েছিল। আসলে প্রদীপ যেমন নেভবার আগে দপদপ করে তৃণমূলের হাল তাই। ভাজা লুচি, টোকা মারলেই ভেঙে পড়ে যাবে। আসলে তৃণমূলের শেষ দশা এসে গিয়েছে।’’

‘বসিরহাট কেন্দ্রের ফলাফল মে মাসেই বেরিয়ে গিয়েছে’

সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, বাদুড়িয়া, ২৬ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বারেবারে নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কণ্ঠে উঠে এসেছে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারি, মহিলাদের দাবি-বিক্ষোভ নিয়ে তপ্ত হয়েছিল বঙ্গ রাজনীতি। কিন্তু, কয়েক সপ্তাহ আগে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় (এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা)। সেখানে এই নেতাকে বলতে শোনা যায়, সন্দেশখালির ঘটনা ‘সাজানো’। এরপরেই পালটা আসরে নামে তৃণমূলও। আগামী ১ জুন সন্দেশখালিতে নির্বাচন। তার আগে রবিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে বাদুড়িয়াতে সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভা থেকে তিনি গঙ্গাধর কয়ালের ভাইরাল ভিডিয়োকে সামনে রেখে তোপ দাগেন বিজেপিকে। অভিষেক বলেন, ‘‘বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে শেষ দফায় ভোট-১ জুন। আর ভোটের ফলাফল বার হবে ৪ জুন। তবে মে মাসেই সন্দেশখালির প্রকৃত সত্যটা সামনে চলে এসেছে। তাই আমি মনে করি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল ৪

জুন নয়, মে মাসের ৪ তারিখ বেরিয়ে গিয়েছে।’’ অভিষেকের সংযোজন, ‘‘সন্দেশখালির যে ভিডিয়ো জনসমক্ষে এসেছে সেখানে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি স্বীকার করছেন সেখানে কোনও ঝামেলা হয়নি, ধর্ষণ হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ফাঁসানোর জন্য ছক কষা হয়েছে। মহিলাদের ২ হাজার টাকা দিয়ে ধর্ষণের মতো ভুয়ো অভিযোগপত্র থানায় জমা করানো হয়েছে। এভাবে বাংলার পাঁচ কোটি মহিলাদের অসম্মান করেছে বিজেপি।’’ উল্লেখ্য, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে সন্দেশখালির ‘প্রতিবাদী মুখ’ রেখা পাত্রকে। অন্যদিকে, সেলেব মুখ নুসরত জাহানের বদলে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে ‘ভূমিপুত্র’ হাজি নুরুল ইসলামকে। এদিকে সাইক্লোন রিমেলের প্রভাব উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সবথেকে বেশি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই এদিন দলীয় কর্মীদের বিশেষ বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্যোগের সময় সমস্ত দলীয় কর্মীদের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। মানুষের ঢল এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে এদিন সভা বাতিল করেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে নিজের বক্তব্য সারেন সংক্ষেপেই। পাশাপাশি আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে এদিন বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ করেন তিনি। ফের বাদুড়িয়ার আসবেন তিনি, সভার শেষে কথা দিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দাদের।

বিজেডি-কে ভোট না দেওয়ায় হাত ভাঙল মহিলার, তীব্র নিন্দা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ২৬ মেঃ ভোট বাংলায় হিংসা বর্তমানে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশা থেকেও একই রকমের অভিযোগ উঠল। লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোট গ্রহণের সময়, ধেনকানাল জেলার অন্তর্গত হিন্দোল লোকসভা কেন্দ্রের এক বুথের কাছে, বিজেডি কর্মীরা তাঁর উপর হামলা করেছিল বলে, অভিযোগ করেছেন এক মহিলা। তাঁর দাবি, তিনি বিজেডিকে ভোট দিতে রাজি না হওয়াতেই তার উপর এই হামলা হয়েছে। তাঁর ডান হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছে এবং মাথাতেও আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনার নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান। সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্র প্রধান লিখেছেন, ‘এটাই নবীন বাবুর শাসনে ওড়িশার মহিলাদের নিরাপত্তা, সম্মান এবং মর্যাদার অবস্থা। তাদের পক্ষে ভোট না দেওয়ার কারণে, বিজু জনতা দলের লোকজন, মা, মেয়ে এবং বোনদের বিরুদ্ধে গুন্ডামি করেছে। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ এবং নারীর মর্যাদার প্রতি উদাসীনতার ২৫ বছরের রিমোট কন্ট্রোল সরকারের ব্যর্থতার নমুনা। নবীন পট্টনায়কজির ঘনিষ্ঠরা তাঁকে অসহায় ও পণবন্দি করে রেখেছে। এখন তারা গণতন্ত্রকেও পণবন্দি করার চেষ্টা করছে। মাতৃশক্তির এমন অবহেলা, এই গুণ্ডামি এবং এই ধরনের অনৈতিক আচরণ ওড়িশার মানুষ কখনই মেনে নেবে না। শীঘ্রই নবীন বাবু এবং বিজু জনতা দলকে এই উপহাসের জবাব দেবে ওড়িশার মানুষ। আশা করি ওড়িশার ডিজিপি এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিজু জনতা দলের গুন্ডাদের ধরবে।’ হিন্দোল লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে শনিবার (২৫ মে)। মহিলার অভিযোগ অনুযায়ী, হিন্দোলের রাসোল এলাকার এক বুথে, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছিল বিজেডি কর্মীরা। তাদের বিজেডিকে ভোট দিতে বাধ্য করছিল। আক্রান্ত মহিলা বিজেডিকে ভোট দিতে চাননি। মহিলা বলেছেন, ‘‘রাসোল এলাকায় বেআইনি মদের কারবারের সঙ্গে জড়িত এক বিডেজি নেতা মহিলা ভোটারদের শাসক দলকে ভোট দিতে বলছিলেন। আমি আপত্তি করতেই ও আমার উপর চড়াও হয়। আমার ডান হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছে, মাথাতেও আঘাত পেয়েছি। রাসোল থানায় আমি এই বিষয়ে একটি অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশের উচিত অবিলম্বে দোষীদের আটক করা।’’

‘হতবাক’ গুজরাট হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা

রাজকোট, ২৬ মেঃ রাজকোটের টিআরপি গেম জোনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যায় ২৭ জনের মৃত্যুর ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা নিয়েছে গুজরাট হাইকোর্ট। আদালত বলেছে, এটি একটি ‘ম্যানমেড বিপর্যয়’। ২৭ মে সোমবার গুজরাট হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হবে। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, রাজ্যের গেম জোন নিয়ে নির্দেশিকা জারি করতে পারে হাইকোর্ট। শনিবার সন্ধ্যায় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসা লোকজনের ভিড়ে ঠাসা একটি গেম জোনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১২ বছরের কম বয়সী চার শিশুও রয়েছে। বিচারপতি বীরেন বৈষ্ণব ও বিচারপতি দেবন দেশাইয়ের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই এই ধরনের গেমিং জোন এবং বিনোদনমূলক পার্ক তৈরি করা হয়েছে। বেঞ্চ আহমেদাবাদ, ভদোদরা, সুরাট এবং রাজকোট পুর নিগমগুলির আইনজীবীদের নির্দেশ দিয়েছে, আইনের কোন ধারার অধীনে এই ইউনিটগুলি স্থাপন এবং তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সহ সোমবার আদালতের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে। গুজরাট হাইকোর্ট রাজ্য সরকার এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলির জানতে চায়, এই জাতীয় বিনোদন পার্ক তৈরি লাইসেন্স এবং ফায়ার এনওসি দিয়েছিল কিনা। যা এই কর্পোরেশনগুলির এলাকার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই এই বিনোদন পার্কগুলি তৈরি করা হয়েছে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে হাইকোর্ট জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় অনুমতি, অনাপত্তি শংসাপত্র, ফায়ার এনওসি এবং নির্মাণের অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা এড়াতে রাজকোটের টিআরপি গেম জোনে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। শুধু রাজকোট নয়, আহমেদাবাদ শহরেও এই ধরনের গেম জোন তৈরি হয়েছে এবং এগুলি ‘জননিরাপত্তার জন্য, বিশেষত নিষ্পাপ শিশুদের জন্য হুমকির’। আদালত বলে, ‘‘সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের অনুযায়ী এ ধরনের গেমিং জোন বা বিনোদনমূলক পার্কগুলি কোনও অনুমতি ছাড়াই তৈরি হয়েছে।’’ আদালত বলে, ‘‘প্রাথমিকভাবে

রাজকোট গেমিং জোনে অগ্নিকাণ্ড

মনে হচ্ছে, একটি মানবসৃষ্ট বিপর্যয়। যেখানে শিশুদের নিরীহ প্রাণহানি ঘটেছে এবং পরিবারগুলি তাদের ক্ষতিতে শোকাহত, হতবাক।’’ আদালত জানিয়েছে, রাজকোট গেম জোনে যেখানে আগুন লেগেছিল, সেখানে পেট্রোল, ফাইবার এবং ফাইবার গ্লাস শিটের মতো অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের মজুত ছিল। আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটি সোমবার শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনগুলির প্যানেল অ্যাডভোকেটদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোন আইনের বিধানের অধীনে কর্পোরেশনগুলি এই গেমিং জোন বিনোদনমূলক সংস্থাগুলি স্থাপন বা অব্যাহত রাখতে সুযোগ দিয়েছে। অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য অমিত পাঞ্চালের আবেদনও মঞ্জুর করেছে বেঞ্চ। পাঞ্চাল তাঁর নোটে দাবি করেছেন যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড গুজরাট প্রাদেশিক পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৪৯, গুজরাট ফায়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড লাইফ সেফটি মেজার্স অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান এবং সুপ্রিম কোর্ট এবং গুজরাট হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশাবলীর মেনে চলা হয়নি। ঘটনার তদন্ত করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য গুজরাট সরকার গঠিত পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল শনিবার গভীর রাতে রাজকোটে পৌঁছে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে। অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ তথা সিটের প্রধান সুভাষ ত্রিবেদী শনিবার রাতে সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক।’’ তিনি বলেন, ‘‘দোষীদের খুঁজে বের করতে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করা হবে।’’ অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (এসিপি) বিনায়ক প্যাটেল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে ২৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করে সিটি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন এবং তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তিনি। অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, ‘‘মৃতদেহগুলি এতটাই পুড়ে গেছে যে চেনা যাচ্ছে না এবং আমরা মৃতদেহ এবং তাদের দাবিদার স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি যাতে মৃতের পরিচয় নিশ্চিত করা যেতে পারে।’’ মৃতের সংখ্যা আর বাড়ার সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তিনি। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সাথে উদ্ধার ও ত্রাণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

ভোটের প্রচারে ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন নরেন্দ্র মোদীর

মির্জাপুর, ২৬ মে ঃ মির্জাপুরের জনসভা থেকে নিজের ছেলেবেলার ঘটনা উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ছোটোবেলায় তিনি কাপ-প্লেট পরিস্কার করতেন। সকলকে চা পরিবেশন করতেন। তাই চায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।এরপরই তিনি নিশানা করেন সমাজবাদী পার্টিকে। তিনি বলেন, সমাজবাদী পার্টিকে ভোট দিয়ে কেউ নিজের ভোট নষ্ট করবেন না। ইন্ডি জোটের ভবিষ্য ছটি দফাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরা সকলেই নিজেদের ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। পরিবারতন্ত্র নিয়ে এরা সকলেই চিন্তিত। এদের সরকার তৈরি হলে এর উপরেই ভিত্তি করে আগামীদিনে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে। অখিলেশ যাদবকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, মানুষকে বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর শেষে নিজের পরিবারকেই টিকিট দিয়েছে যাদব পরিবার। সমাজবাদী পার্টি সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে মাফিয়ারাজ তৈরি করেছিল যাদব পরিবার।

চারধাম যাত্রায় ১৬ দিনে ৫৮ জনের মৃত্যু

দেহরাদুন,২৬ মে ঃচারধাম যাত্রায় চলতি বছরে ১৬ দিনের মধ্যে ৫৮ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। বেশিরভাগই মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক। ঘটনার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।জানা গেছে, ১৬ দিনের মধ্যে যে ৫৮ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে ৪০ জনের বয়েস ছিল ৫০ এর ঊর্ধ্ব। ৪৭জন মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকের কারণে।উল্লেখ্য, ২০২৩

কোপা আমেরিকাঃ প্রথমবার ম্যাচ পরিচালনা করবেন মহিলা রেফারি ও সহকারী

বুয়েনস আইরেস, ২৬মেঃ প্রথমবারের মতো কোপা আমেরিকায় দুজন মহিলা ম্যাচ পরিচালনা করবেন। টুর্নামেন্টে রেফারি হিসেবে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের মারিয়া ভিক্টোরিয়া পেনসো এবং ব্রাজিলের এডিনা আলভেস। এই দুজনকে সহায়তা করবেন ব্রাজিলের নিউজা ব্যাক, কলম্বিয়ার মেরি ব্লাঙ্কো, ভেনিজুয়েলার মিগডালিয়া রদ্রিগেজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুক মায়ো এবং ক্যাথরিন নেসবিট।দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থা কনমেবল এক বিবৃতিতে বলেছে, এটি ২০১৬ সাল থেকে কনমেবলের নেওয়া একটি উচ্চ প্রতিশ্রুতি, খেলার মাঠে এবং বাইরে আরও বেশি মহিলা বিকাশ এবং পেশাদারিকরণের উপর বাজি ধরা, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সমতার সাথে ফুটবলের প্রচার করা।

গুজরাটের গেমিং জোনে অগ্নিকাণ্ড, গ্রেফতার মালিক

রাজকোট, ২৬ মে ঃ গুজরাটের গেমিং জোনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার মালিক। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট গেমিং জোনের মালিক যুবরাজ সিং সোলাঙ্কি, টিআরপি গেম জোনের ম্যানেজার নিতিন জৈন-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।উল্লেখ্য, শনিবার রাজকোটের গেমিং জোনে ভয়াবহ আগুন লাগে। এদিন বিকেল থেকে রাতভর চলে আগুন নেভানো ও উদ্ধারকাজ। এই অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন প্রায় ৩০ জন। দমকল কর্তারা মনে করছেন, গেমিং জোনের ভিতরে আরও অনেক মৃতদেহ থাকতে পারে।

বাসের উপরে উঠলো ট্রাক, মৃত ১১, আহত কমপক্ষে ১০

লখনউ, ২৬ মে ঃ বাসের উপরে উঠে গেল ট্রাক। চাপা পড়ে মৃত্যু হল ১১ জন যাত্রীর। আহত কমপক্ষে ১০ জন।জানা গেছে, শনিবার রাতে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে একটি বাস-ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি রাস্তার ধারে ধাবায় দাঁড়িয়ে থাকা বাসের উপরে উঠে যায়। চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ১১ জনের। জানা গিয়েছে, বাসটিতে পুণ্যার্থীরা ছিলেন। তারা সকলে সীতাপুরের বাসিন্দা। উত্তরাখণ্ডে তীর্থ ভ্রমণের জন্য যাচ্ছিলেন।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আশেপাশের লোকজন ও ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। বাসে অনেক শিশু ও মহিলাও ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,২৬মেঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

স্বাতী মালিওয়ালের নিশানায় এবার ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি

নয়াদিল্লি, ২৬ মে ঃ ফের বিস্ফোরক অভিযোগ আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালের। তাঁর অভিযোগ, ধর্ষণ এবং খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। পাশাপাশি ইউটিউবার ধ্রুব রাঠির পোস্ট করা ভিডিওর পর তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে স্বাতী লেখেন, তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা ও ভয় দেখানো হচ্ছে। তাঁকে দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, ইউটিউবার ধ্রুব যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা ভিডিও দিয়েছে তাতে তিনি বিব্রত বোধ করছেন। তাঁর দাবি, ধ্রুব যেভাবে আম আদমি পার্টির একজন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে তার তীব্র প্রতিবাদ করছেন তিনি। ধ্রুবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও উত্তর দিচ্ছেন না বলেও জানিয়েছেন স্বাতী।

করিমগঞ্জের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে হিটস্ট্রোকের বলি এক, মৃত্যু নিরাপত্তারক্ষীর

বদরপুর (অসম), ২৬ মে ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরঘাটে অবস্থিত ' বিভিসিএল সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। প্রখর রোদে উকট গরম সহ্য করতে না পেরে হিটস্ট্রোকে তাঁর মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত নিরাপত্তারক্ষী পাথারকান্দির বাসিন্দা বছর ৩৮-এর অমর সিনহা।মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরের দিকে বদরপুরঘাটে অবস্থিত ' বরাক

পূর্ব বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে সতীপীঠ যোগাদ্যা পুজো ও মেলা মহাসমারোহে পালিত হল

নিজস্বসংবাদদাতা,বর্ধমানঃযে ভয়ে পালাও মা তুমি সেই মা যোগাদ্যা আমি কথিত আছে একসময় মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রামে শ্রীশ্রী যোগাদ্যা মায়ের নরবলি হত পালা করে । প্রত্যেক পরিবারের থেকে একজন বলির দেওয়া হতো।রাত পোহালে যে পরিবারের পালা ।সেই পরিবার রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের সীমানার শেষে এক মহিলার তাদের পথ আটকায় । বলে তোমরা কোথায় যাচ্ছো ? তখন সেই পরিবারের সন্তানের মা বলেন আমাদের গ্রামে এক দেবী আছে রাক্ষসী দেবী ।প্রতিদিন নরবলি খায় । তাই এবার কালকে আমার পালা ।তাই আমার সন্তানকে আমি বলে দিতে পারব না। তাই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি পালিয়ে যাচ্ছি ।তখন সেই মহিলা স্বরূপ ধারণ করে বলেন যার ভয়ে পালাও মা তুমি সেই মা যোগাদ্যা আমি। তোমার ভয় নেই তুমি ফিরে চলো আমি নির্দেশ দিচ্ছি, কাল থেকে আর নরবলি হবে না । সেই থেকে নরবলি উঠে গেছে বলে প্রচলিত ।প্রচলিত কাহিনীটা হচ্ছে মঙ্গলকোটে ক্ষীরগ্রাম যোগাদ্যা নিয়ে। পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার । যে কাহিনী আছে তা হলো রামায়নে রাবনের পুত্র মহিরাবন রাম লক্ষণ কে পাতালে নিয়ে যায় বন্দি করে। মা কালী ভদ্রকালী যোগাদ্যা সামনে বলি দেওয়ার জন্য।। রাম লক্ষণ কে বলি দিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি হয়। তখন রাম লক্ষণ কে বলে তোমরা প্রণাম করো ভুমিষ্ঠ হয়ে মাথা হেঁট করে । ওরা বলে আমরা রাজার ছেলে প্রনাম করতে জানিনা ।তুমি দেখিয়ে দাও ।তখন মহিরাবন মাথা নিচু করে ভূমিষ্ঠহয়ে প্রণাম করে ।সেই সুযোগে হনুমান মায়ের হাতে খাড়া নিয়ে মহিরাবন কে বলি দান করে এবং রাম লক্ষণ কে মুক্তি করে নিয়ে চলে আসার উদ্যোগ নেয়। তখন মা যোগাদ্যা বলে তোমরা তো চলে যাচ্ছো । আমাকে এখানে ফেলে গেলে তো হবে না আমাকেও তোমরা নিয়ে চলো। জিজ্ঞাসা তুমি কোথায় যাবে বললে পৃথিবীর মধ্যস্থল সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠা করবে সুরঙ্গপথে হনুমান রাম লক্ষণ কাঁধে ও মাথায় শ্রী শ্রী দেবী যোগাদ্যা কে নিয়ে আসে ক্ষীরগ্রামে ।এবং সেখানেই পূজিত হয় ।সতী পীঠ । সতীর ৫১ পীঠ একপীঠ।এখানে দেবীর বুড়ো আংগুল পড়ে ছিল ।সারা বছরই পাশে ক্ষীরদীঘির জলে নিমজ্জিত থাকেন ।পুজোর সময় ভোরে তুলে পুজো শুরু হয় সারাদিন থাকেন । আবার রাত্রে নিমজ্জিত করা হয় । তিন দিন পরে আবার একবার তোলা হয় এই পূজার বিধান অনুযায়ী ।গ্রামে মা যোগাদ্যা নিয়ে. অনেক প্রচলিত কাহিনী আছে একটু দূরে মন্দির থেকে পশ্চিমে ধামীচ দীঘি সেই দিঘীরপাড় দিয়ে যাচ্ছিল শাখারী ।এক মেয়ে বলে আমাকে তুমি শাঁখা পরিয়ে দাও ।ঘাটে চান করার সময় এক মহিলা শাখা পরে পড়তে চায় শাঁখারী কাছে । শাঁখান্ড পরিয়ে দেয় তারপরে বলে টাকা চাইলে বলে তুমি বাড়িতে গিয়ে আমার বাবার কাছে টাকা নাওগে ।কলঙ্গিতে টাকা রাখা আছে ।কথা মতো শাখারী বাড়ীতে এসে বলে তোমার মেয়ে বড় পুকুর ঘাটে শাখা পড়েছে । বলে দিয়েছে ওই নির্দিষ্ট টাকা আছে কিন্তু ঠাকুর মশাই এর কোন কন্যা সন্তান ছিল না তাই তার সন্দেহ কে তোমাকে বলেছে চলো দেখিয়ে দেবে । কুলঙ্গীত গিয়ে দেখে টাকা রয়েছে।শাঁখারী কে সঙ্গে নিয়ে ধামাচি বিশাল দিঘির ঘাটে যায়। গিয়ে দেখে কেউ নেই ।তখন মা মা করে ডাকে দুজনে। যে নিশ্চয়ই মা যোগাদ্যা কাজ ।তা না হলে এরকম বলে কি করে হয়।তখন তবু সন্দেহ হয় শাঁখারীকে বল তুমি মিথ্যা বলছো ।তুমি আমাকে দেখাও শাখারি বলে এখানেই ছিল, কিন্তু কাহিনী শুনে সন্দেহ দুজনই মা আমাকে মেয়ে দেখা দেয় বলে ডাকে ।যদি পাশে কোথাও থাকে সাড়া দাও দেখা ও তুমি শাঁখা পড়েছ তুমি এসো তুমি ।তখন জল উপর থেকে দুটি হাত নাড়িয়ে দেখায় যে সে নতুন দুটি শাঁখা পড়েছে ।তার পরের ডুবে যায় তখনই বুঝতে পারে এই কাজ শ্রী শ্রী মা যোগাদ্যা র।এরকম নানান কাহিনি আছে যোগাদ্যান্ডদেবীকে নিয়ে । কাহিনী শাস্ত্রীয় এবং নানা রূপকথা আছে ।এবং এর উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে বাংলা রামায়ণ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে এবং ভারত চন্দ্র রায়ের লেখায়। .কয়েক শত বছর আগেও এখানে পুজো হত তার উল্লেখ রয়েছে সেই সময়ে। রচিত রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন লেখকদের প্রাচীন গ্রন্থে। এবং উল্লেখ আছে ৫১পীঠের এক হিসাবেও। গত বৈশাখ মাসে ৩১শে পুজো হয় ।পূর্ব বর্ধমান জেলা মঙ্গলকোট থানার কৈচর থেকে নেমে ক্ষীরগ্রাম ।এ ছাড়াও যোগাদ্যা পুজো হয় অনেক গ্রামে এই দেবীর উদ্দেশ্যে।বৈশাখের শেষ দিনে প্রধান পুজো হয়।ন্ডডএই মূর্তি তৈরি করেছিলেন ন্ডাই হাট এর নবীন ভাস্কর ।যিনি দক্ষিণেশ্বরের কালী মূর্তি তৈরি করেন রানী রাসমণি র অনুরোধে ।সপ্তাহব্যাপী মেলা হয় । বহুদূর থেকে বহু মানুষ পুণ্যার্থী মন্দিরে এসে পুজো দেন বহু বলিদান হয় ।প্রচলিত কাহিনী ছাড়াও বর্তমানে পুজোর নানান রকমের আচার অনুষ্ঠান হয় ২ তা থেকে বোঝা যায় অনেক বিষয় ।এই পুজো নিয়ে নানা ঘটনা যা ইতিহাস প্রাচীন গবেষকদের কাছে খুবই মূল্যবান । এবারে পুজো হয় মহাসমারোহে। মেলা বড়ো মেলা বসে।ছাগ ও মহিস বলি হয় । দূর দুরান্তের থেকে বহু মানুষ আসে পুজো দেখতে।

দিল্লির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে শিশুমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৬ মে ঃ দিল্লির শিশু হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে একাধিক শিশু নিহত ও আহত হওয়ায় শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, শিশু হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা হৃদয়বিদারক। এই দুর্ঘটনায় যারা তাদের নিস্পাপ শিশুদের হারিয়েছে আমরা সবাই তাদের পাশে আছি। সরকার ও প্রশাসন আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, কেউ রেহাই পাবে না।উল্লেখ্য, গত শনিবার গভীর রাতে দিল্লির বিবেক বিহারের নিউ বর্ন বেবি কেয়ার হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পূর্ব দিল্লির বিবেক বিহার এলাকার একটি শিশু হাসপাতালে রাত ১১টা ৩২ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় তারা। আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হলেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের দোতলা থেকে ১২ জন নবজাতককে উদ্ধার করা হলেও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক শিশু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আহত আরও ৫ জন শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

ইন্ডি জোটের কোনও দূরদৃষ্টি নেই, শুধুই আছে বিভ্রান্তিঃনরেন্দ্র মোদী

কারাকাট, ২৬ মে ঃ ইন্ডি জোটের কোনও দূরদৃষ্টি নেই, শুধুই আছে বিভ্রান্তি, গত শনিবার বিহারের কারাকাটের নির্বাচনী জনসভায় কটাক্ষ করে বললেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, দেশবাসী কংগ্রেস, আরজেডি ও ইন্ডি জোটকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের দূরদৃষ্টি নেই, শুধুই বিভ্রান্তি আছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, নীতীশজির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার বিহারকে জঙ্গলরাজ থেকে বের করে এনেছে। সেই গুন্ডা, সেই ডাকাত, সেই লুটেরা এখন লুকিয়ে আছে, সুযোগ খুঁজছে। ভুল করেও, যদি এই ইন্ডি জোট শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলে মনে হয়, তাহলে তারা আবারও ওপর তলার সাহায্য পাবে এবং একসাথে আপনাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এই ইন্ডি জোটের লোকজন নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে যে কোনও কিছুই করতে পারে। এই লোকজন বিহার ও বিহারীদের অপমানের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলে না। পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা আমাদের বিহারী শ্রমিক ভাই-বোনদের অপমান করেছেন, যারা বিহার থেকে সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেন, এখন আমরা বিহারীদের পঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেব না। কিন্তু কংগ্রেসের শাহী পরিবার এই ইস্যুতে মুখ বন্ধ রেখেছে।

তামিলনাড়ুতে স্মার্টফোন বানাবে গুগল, সুখবর দিলেন এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৬মে এবার তামিলনাড়ুতে পিক্সেল স্মার্টফোন উৎপাদন করবে গুগল। গত বৃহস্পতিবার এই সুখবর খবর দিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। ফক্সকনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দক্ষিণের এই রাজ্যে পিক্সেল ফোন তৈরির কাজ শুরু করতে চলেছে গুগল। স্ট্যালিন জানিয়েছেন, গুগলের আধিকারিকরা শীঘ্রই চেন্নাই আসবেন। দীর্ঘদিন ধরেই গুগল ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা চলছিল রাজ্য সরকারের। অবশেষে তামিলনাুতে প্রোডাকশন ইউনিট চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।এদিন স্ট্যালিন বলেছেন, ' চেন্নাইয়ে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের দারুণ সুযোগ রয়েছে। এর ফলে উপকৃত হবেন রাজ্যের যুব সম্প্রদায়।' ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্য রয়েছে স্ট্যালিন সরকারের। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী টি আর বি রাজা আমেরিকায় গিয়েছিলেন। রাজ্যে এই উদ্যোগ শুরু করার জন্য গুগল ও ফক্সকনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন তিনি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন হয়ে গেল

শিয়াখালা, হুগলিঃসিদ্ধার্থের জন্ম বুদ্ধত্ব লাভ ও মহা নির্বাণ এই নিয়ে ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা, এই দিনটিকে স্মরণ করে শহরের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপাসনা স্থল ধর্মোদয় বুদ্ধ বিহারের পরিচালনায় রিষড়া বৌদ্ধ সমিতি মোড়পুকুর, রিষড়ায, এক ভাব গম্ভীর পরিবেশের মাধ্যমে বৌদ্ধ জয়ন্তী পালন করা হলো। এই উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মদয় বুদ্ধ বিহারে ২৫৬৮ তম পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। তারপর বুদ্ধপূজা ও পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যায় পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্মালোচনা সভা হয়। বৌদ্ধ পূর্ণিমার সকাল থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পবিত্র ত্রিপিটক পাঠের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে ভগবান বুদ্ধের ২৫৬৮ তম জন্মজয়ন্তী পালন উৎসবের। এই উপলক্ষে একদিকে যেমন সেজে উঠেছিল রিষড়া বৌদ্ধ সমিতি, তেমনি এই দিনটিকে স্মরণ করে ত্রিপিটক নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলীদের একটি শোভাযাত্রা রিষড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শান্তির বাণী প্রচার করে ফিরে আসে উপাসনা স্থলে। বর্তমান সময়ে ভগবান বুদ্ধের ২৫৬৮ তম জন্মজয়ন্তী পালনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে রিষড়া বৌদ্ধ সমিতির পক্ষে প্রাক্তন সম্পাদক বিজন বড়ুয়া এবং রত্ন প্রিয় থেরো ভিক্ষু উপাধ্যক্ষ, এবং বর্তমান সম্পাদক প্রদ্যু কুমার চৌধুরী এবং বর্তমান সভাপতি সুবীর কান্তি বড়ুয়া বলেন, ভগবান বুদ্ধ বিশ্ব জুড়ে শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন, তাই আজও আমরা এই বিশেষ দিনে শান্তির উদ্দেশ্যে পুজা পাঠ করছি। আজকের দিনে বিশ্বজুড়ে যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পেতে গৌতম বুদ্ধের আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এছাড়াও রিষড়ার পঞ্চানন তলা বুদ্ধমন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এখানে বুদ্ধদেবের পূজা অর্চনা ছাড়াও ধর্ম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে পথচারীদের শরবত ও পায়েস বিতরণ করা হয়। এখানে সংগঠনের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংগঠনের পক্ষে শীকান্ত বড়ুয়া সঞ্জয় বড়ুয়া অভিজিৎ চৌধুরী রঞ্জন বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। এখানে বক্তব্য রাখেন শ্রীম নন্দপ্রিয় ভিক্ষু, তিনি ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানের চেতনা জাগিয়ে তোলেন। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। দুটি অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৭ মে মার্ট ঃসোমবার, ১৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৭ মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ৪, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৭ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ মে মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন-যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে-কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **মীন রাশিঃ**আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। সংসারে শান্তি হতে আজকে এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর সাথে হবে

মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে বিজেপির আঁতাত!

কড়া বার্তা মমতার, আত্মসম্মানের কথা বললেন উষারাণীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয়

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৬ মেঃ মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ভরা জনসভাতেই বিজেপি ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তুলেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর জনসভায় মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক উষারানি মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের অনুপস্থিতি নিয়ে দলনেত্রীর সরব মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমোর সেই অভিযোগ মানতে নারাজ মণ্ডল দম্পতি। শনিবার বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে মিনাখাঁর সার্কাস ময়দানে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত থাকলেও, গরহাজির ছিলেন মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী। এদিনের সভা থেকে মিনাখাঁর বিধায়ককে সরাসরি তোপ দেগে মমতা বলেন, ''তৃণমূলের এমএলএ থাকবেন কিন্তু মিটিংয়ে আসবেন না! বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে দলটাকে বেচে দিতে চাইবেন, এমন মানুষের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'' শনিবারের পর থেকে উষারানি এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে তৃণমূলের আর কোনও সম্পর্ক নেই বলেও জানিয়ে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতার এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মিনাখাঁর বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো

হয়েছে। যার নেপথ্যে রয়েছেন জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। একইসঙ্গে হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ও তৃণমূলের যুব সভাপতি আবদুল খালেক মোল্লার দিকেও অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। বস্তুত, মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে বিজেপি ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ ছিলই। শনিবার তা খোলামঞ্চে হাট করে মমতা সাফ জানিয়েছেন, ''অন্য দল নিয়ে যেমন বলি তেমন নিজের দলকেও রেয়াত করি না। দল আসল, ব্যক্তি নয়। দল কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, দেবেও না'' মনে করিয়ে মমতা বলেন, ''যতক্ষণ ক্ষমা চেয়ে পায়ে না ধরবে, ততক্ষণ উষারানি মণ্ডলের সঙ্গে আমার বা দলের কোনও সম্পর্ক নেই।'' এদিকে উষারাণি মণ্ডলের স্বামীর বক্তব্য, ''আবদুল খালেক মোল্লাকে এলাকার 'ডন, তোলাবাজ'। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে হেনস্থা করে আসছেন।'' সঙ্গে অভিমানের সুরে তাঁর আরও অভিযোগ, ''বসিরহাটের সংগ্রামপুরে হাজী নুরুলের কর্মিসভায় আবদুল খালেক মোল্লা বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলকে গালাগালি করেন। সেই সময়ে মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সুজিত বসু থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকলেও কেউ কোনও প্রতিবাদ করেননি। আমার আত্মসম্মান রয়েছে। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় উপস্থিত হতে পারিনি।'' তবে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চান না বলেও জানিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। তাঁর কথায়, ''তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালবাসি, ১৯৯৮ সাল থেকে দল করি। তাই দল যদি আমাকে মেনে না নেয় একজন পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করব এবং নিজের কর্মজীবন নিয়ে থাকব।'' বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্র। ২০১১ সাল থেকে পরপর তিনবার উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন ঊষারানি মণ্ডল। জয়ের হ্যাটট্রিক করা সেই বিধায়কই তৃণমূল নেত্রীর রোষে পড়েছেন।

গোয়েন্দাদের খবর হল পাক্কা

ভোটের বাংলায় উদ্ধার ১২ কোটির 'সম্পত্তি'!

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ মেঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১২ কোটি টাকার ১৬ কেজি সোনার ৮৯ বিস্কুট-সহ একজন চোরাকারবারীকে আটক করেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হালদারপাদা সীমান্ত গ্রামে বিএসএফ গোয়েন্দা বিভাগের তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। চৌকি গুনারমঠের ০৫ ব্যাটালিয়নের সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা সেখানকার বাসিন্দার বাড়ি থেকে বিভিন্ন আকারের ৮৯টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। চোরাকারবারি এই সোনার চালানটি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার করার পর নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। সোনার মোট ওজন ১৬.০৬৭ কেজি। আনুমানিক বাজার মূল্য ১২ কোটি টাকা। ২৫ মে সীমান্ত চৌকি

গুনারমঠের সীমান্ত গ্রামের হালদারপাড়ের বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর তল্লাশি চালানো হয়। একটি কাপড়ের বেল্টে লুকিয়ে রাখা সোনার চালান ধরা পড়ে। কাপড়ের বেল্ট খুললে বিভিন্ন সাইজের ৮৯টি সোনার বিস্কুট পাওয়া যায়। এরপর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই ব্যক্তিকে সোনার চালানসহ সীমান্ত চৌকি কল্যাণীতে নিয়ে আসা হয়। জেরায় ধৃত স্বীকার করেছে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, তিনি বাংলাদেশ থেকে একজন স্বর্ণ চোরাকারবারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর সোনার চালান বাড়িতে লুকিয়ে রাখার জন্য তিনি তাকে প্রতিদিন ৪০০ টাকা দেবেন। যার জন্য তিনি রাজি হয়ে এ কাজে যোগ দেন। এরপর অজ্ঞাত চোরাকারবারি তার বাড়িতে সোনার চালান নিয়ে আসতে থাকে। ২৫ মে রাত ১২.৪০ নাগাদ একজন অজ্ঞাত চোরাকারবারী তাকে বাড়িতে লুকানোর জন্য ৮৯টি স্বর্ণের বিস্কুট ও সোনার ইট দিয়েছিল। এই চক্রের চাঁইয়ের খোঁজ করছেন তদন্তকারীরা।

বুথের ভিডিয়ো দেবাংশু পেলেন কী করে? তদন্তে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ ওয়েবকাস্টিং-এর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ার প্রকাশ করে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তার অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছে, ওই অভিযোগ সঠিক নয়। এখন

কমিশনের কাছে প্রশ্ন ওয়েবকাস্টিং-এর ভিডিয়ো কী তৃণমূল প্রার্থীর কাছে গেল। কারণ ভিডিয়ো ফুটেজ লক করা থাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে। সেই পাসওয়ার্ড থাকে বিশেষ কয়েক জনের কাছে তা সত্ত্বে কী করে ফুটেজ দেবাংশুর কাছে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন কমিশনের কাছে। কমিশন সূত্রে খবর, কী ভাবে তৃণমূল প্রার্থীর কাছে ওয়েবকাস্টিং-এর ফুটেজ গেল তা খুঁজের বার করার চেষ্টা চলছে। কারণ, ওয়েবকাস্টিং নিয়ন্ত্রিত হয় তিন জায়গা থেকে। দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতর, সিইও-র দফতর এবং জেলায় ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা জেলাশাসকের দফতর থেকে। বাইরের কেউ সেই ফুটেজ খুঁজে বার করতে পারেন না। কারণ, নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে। সেই পাসওয়ার্ড গুটি কয়েক লোকের কাছেই থাকে। যে আধিকারিকরা এই ওয়েবকাস্টিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের কাছে থাকে এই পাসওয়ার্ড। সিইও দফতরের অনুমান, ভিডিয়োটি জেলাশাসকের দফতর থেকেই বাইরে বেরিয়েছে। যদি তেমনটা হয়ে থাকে তবে, সেই অভিযোগ হবে গুরুতর। ওয়েবকাস্টিংয়ের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছে তা খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত শনিবার ভোট শুরু হওয়ার পরই একটি নন্ ভিডিয়ো ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেন দেবাংশু। সেই ভিডিয়ো দিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে। ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। ওই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, ভোটিং মেশিনের সামনে ভিড় করে রয়েছেন বেশ কিছু মানুষ। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য অভিযোগ, নন্দীগ্রামের ১ নম্বর ব্লকের সোনাচুরাতে অবাধ ছাপ্পা ভোট চালাচ্ছে বিজেপি। ২৭৯ নম্বর বুথে গঙ্গা বাসুলি প্রাইমারী স্কুলের ঘটনা। যদিও কমিশনের দাবি, ওখানে ছাপ্পা ভোট হচ্ছিল না। ভিভিপ্যাডটি খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ সেটি সারানো চলছিল। সেই সময় কৌতুহলি কিছ মানুষ সেই কাজ দেছিলেন। এর মধ্যে ছাপ্পার কোনও ব্যাপার নেই।

রেমালের আতঙ্কে সন্দেশখালি, ভোটের আগে তছনচ হওয়ার আশঙ্কা বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৬ মেঃ সুন্দরবনের উপকূলে রেমালের রক্তচক্ষু। কানায় কানায় ভরে গিয়েছে নদীবাঁধ। আর একটু সময় পরেই গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করবে। সপ্তম দফায় ভোট সুন্দরবন সন্দেশখালিতে। তার আগে রেমালের রক্তচক্ষু ভয় ধরাচ্ছে বাসিন্দাদের। ঘর বাড়ি বাঁচবে তো ভোট ভুলে এখন এই আতঙ্কে প্রহর গুণছেন বাসিন্দারা। আগামী ১ জুন রাজ্যে সপ্তম দফার ভোট। গোটা দেশেই শেষ দফার ভোট। কিন্তু তার আগে এই বিপর্যয় ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সপ্তম দফায় একাধিক হেভিওয়েট কেন্দ্র রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি সন্দেশখালিতেও ভোট হবে ১ জুন। হাতে মাত্র ৬টা দিন সময়। তারমধ্যে রেমালের তাণ্ডব চলবে তিনদিন ধরে। সন্দেশখালি এবারের ভোটে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। সেকারণে ভোট এখানে এবার বড় ইস্যু। মোদি থেকে মমতা সকলের নজর রয়েছে সন্দেশখালিতে। সেই সন্দেশখালি এখন বিপর্যয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভোট না দুর্যোগ কোনটা আগে তাই নিয়ে দোটানায় রাজনৈতিক দলগুলি। সন্দেশখালির প্রার্থীরাও এই নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তাতেই রয়েছেন। ভোট তো পরে ঘরটুকু বাঁচাতে পারবেন তো সন্দেশখালির রেখা পাত্র, মাম্পি মণ্ডল, গঙ্গাধর কয়ালরা সেই চিন্তাতেই এখন ঘুম উড়েছে। সমুদ্রের জল বাড়তে শুরু করায় নদীর জলস্তরও বেড়ে গিয়েছে প্রায় ২ ফুট। ফেরি পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাঁধের কানায় কানায় জল। আর কয়েক ঘণ্টা গেলেই বাঁধ উপচে জল ঢুকবে গ্রামের ভেতরে। মাটির বাড়ি, দরমার বেড়ার বাড়ি বাঁচবে কীভাবে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফ্লাড সেন্টারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। স্কুল গুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেই খাবার মজুত রাখা হয়েছে। সিভিয়ার সাইক্লোন রেমাল আসছে, বন্ধ করা হল কলকাতা বিমানবন্দর ভোটের থেকেও এখন বড় সংকট শিয়রে দাঁড়িয়ে সন্দেশখালির।

দুর্যোগের আবহে একেবারে 'হিরো' আরপিএফ, হাওড়া-শিয়ালদহে প্রাণ বাঁচল ৩ যাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ রেমাল আতঙ্কে ইতিমধ্যেই পূর্ব রেলের তরফে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল হয়েছে। রবিবার-সোমবারে হওড়া শিয়লদহে বাতিল বহু লোকাল ট্রেন। এদিকে দুর্যোগের আবহে একেবারে অন্য ভূমিকায় দেখা গেল। বাঁচল গড়িয়েছে ট্রেনের চাকা। এদিকে এরইমধ্যে দেখা যায় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছেন। উঠেও পড়েছিলেন। আচমকা পিছলে যায় পা। ঘটনা দেখে দ্রুত ওই জায়গায় ছুটে আসেন আরপিএফ কর্মীরা। বরাত জোরে

তিনটে প্রাণ। এদিন হাওড়া-আরামবাগ লোকালে ঘটে যায় বিপত্তি। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান এক ব্যক্তি। ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের ফাঁক দিয়ে নিচে চলে যান তিনি। দৃশ্য দেখে ছুটে আসেন হাওড়া নর্থ পোস্টের আরপিএফ কর্মীরা। উদ্ধার করেন ওই যাত্রীকে। অন্যদিকে শিয়ালদহ স্টেশনেও দেখা যায় একই ছবি। শিয়ালদহ-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসটা সব প্ল্যাটফর্মে ছেড়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিল। প্রাণে বেঁচে যান ওই যাত্রী। ঘটনা দেখে ততক্ষণে হতবাক প্ল্যাটফর্মে থাকা অন্যান্য যাত্রীরা। ধন্যবাদও জানান উদ্ধারকারী আরপিএফ কর্মীদের। একই ছবি বালিতেও। সেখানেও তারকেশ্বরহাওড়া লোকাল থেকে নামার সময় পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা যাত্রী। সেই সময় প্ল্যাটফর্মে ডিউটিতে ছিলেন বেশ কিছু আরপিএফ কর্মী। ঘটনা দেখে দ্রুত ছুটে যান তাঁরা। পড়তে পড়তেও বেঁচে যান ওই যাত্রী।

মহা বিপাকে 'সন্দেশখালির বাঘ', শাহজাহানের বিরুদ্ধে এই প্রথম এমন বড় পদক্ষেপের পথে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ রবির সকাল থেকেই মুখ ভার সন্দেশখালির আকাশে। ফুঁসছে নদী। রেমাল-কোটালের জোড়া শঙ্কায় একদিকে যখন তটস্থ সন্দেশখালিবাসী, ঠিক তখনই নিঃ শব্দে নীরবে 'সন্দেশখালির বাঘের' বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজিয়ে ফেলছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এবার প্রথম চার্জশিট জমা দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেবে ইডি। সেই জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে। তারপর থেকে সন্দেশখালির উপর দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গিয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন সন্দেশখালির 'ত্রাস' শেখ শাহজাহান। জমি দখলের অভিযোগ থেকে শুরু করে বিস্তর অভিযোগ উঠে এসেছে সন্দেশখালি থেকে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর তদন্ত চালিয়েছে ইডি। এবার সেই জমি দখল মামলায় শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। সন্দেশখালি

থেকে সাধারণ মানুষজনের জমি দখল সংক্রান্ত একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। ইডির সন্দেহ, এই জমি দখল করেই এক পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে সন্দেশখালির বুকে। সেই সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে ইতিমধ্যেই ২৮৮ কোটি টাকার সন্ধান পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রের দাবি, চার্জশিটে উল্লেখ থাকবে এখনও পর্যন্ত সন্ধান মেলা এই বিপুল পরিমাণ টাকারও। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে দাবি ইডির।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কানে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার, কী বলছেন অনসূয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ 'এন্ড লাইফ চেঞ্জড ওভারনাইট'। এটি অনসূয়া সেনগুপ্তের জীবনের গল্পের সঙ্গে নিখুঁতভাবে খাপ খায়। দ্য শেমলেস সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের মর্যাদাপূর্ণ ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। আন সার্টেন রিগার্ড বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী তিনি। এটি পরিচালনা করেছেন বুলগেরিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা কনস্ট্যান্টিন বোজানভ। জয়ের পর এইচটি সিটির সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় অনসূয়া সেনগুপ্ত জানান, তিনি খুবই অভিভূত। ''আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, যে এটি ঘটতে চলেছে! কিন্তু আমি যখন কাঁপতে কাঁপতে মঞ্চে উঠলাম এবং আমার সহশিল্পীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, এত আপন করে ও ভালোবাসা দিয়ে স্বাগত জানাল যে, অদ্ভুতভাবে তখন সবকিছু স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। আমার কঠোর পরিশ্রম

দেখার জন্য আমি জুরিদের কাছে কৃতজ্ঞ।'' গোটা দেশ এই জয়ের খবর নিতে মেতে উঠেছে। রণবীর সিং, আলিয়া ভাট, অর্জুন কাপুরের মতো অভিনেতারা তাঁকে এবং ছবিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অনসূয়া এই প্রসঙ্গে বললেন, ''দেশের সকলের ভালোবাসা দেখে আমি অবাক, সবাইকে গর্বিত করতে পেরে আমি গর্বিত। আমি এখন বিমানে করে বাড়ির পথে রওয়ানা হয়েছি। বাড়ির লোকের কাছে ফেরার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'' দ্য শেমলেস একজন যৌনকর্মীকে নিয়ে তৈরি, যে একজন পুলিশকে ছুরিকাঘাত করার পরে দিল্লির পতিতালয় থেকে পালিয়ে যায়। অনসূয়া তাঁর পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন এলজিবিটি সম্প্রদায়কে। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন অনসূয়া। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক পাশ করে পা রাখেন শোবিজের দুনিয়াতে। ২০০৯ সালে অঞ্জন দত্তের বাংলা সিনেমা ম্যাডলি বাঙালি-তে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু হয় এবং ২০১৩ সালে চলে আসেন মুম্বই। এরপরে তিনি নেটফ্লিক্সের শো মাসাবা মাসাবা-তে প্রোডাকশন ডিজাইনিং টিমে কাজ করেন। ২০২০ সালে তাঁর কাছে সুযোগ আসে দ্য শেমলেস-এর। ''আমি এটার জন্য অডিশন দিয়েছিলাম। তারপর পরিচালক কনস্ট্যানটিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জানায়, আমি এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে'', জানালেন বাঙালি কন্যে। ''আমি এত দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং আমি বর্তমানে আরও বেশি করে এটি চালিয়ে যেতে চাই। আমি যখন পিছনে ফিরে তাকাই, তখন ওই দিনগুলোকে মূল্যবান বলে মনে হয় এবং সমস্ত টুকরো অবশেষে আমার জন্য আশ্চর্যজনকভাবে একত্রিত হচ্ছে।''

'আমাদের ছাড়া তুমি ভালো নেই জানি'! মা আর নেই, দুঃখ চেপে ঘাটকাজ, শ্রাদ্ধ সারলেন 'মিঠাই'এর 'তোর্সা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ গত ১৪ মে, হঠাৎই মাকে হারান 'মিঠাই'-এর 'তোর্সা' অর্থাৎ টেলিপর্দায় জনপ্রিয় অভিনেত্রী তন্বী লাহা রায়। তারপর থেকে মানসিকভাবে ভীষণই ভেঙে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে কিছু দুঃখ বুকে চেপে রেখে সামলে উঠতেই হয়। তন্বীর ক্ষেত্রেও সেটাই হল। দুঃখ সামলে উঠে মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সহ কিছু রীতিনীতি পালন করলেন তন্বী লাহা রায়। শনিবার একাহাতেই মায়ের ঘাটকাজ সারলেন তন্বী। গঙ্গাস্নান করে রীতি অনুযায়ী পিণ্ডদান করেন। সেই মুহূর্তগুলিই ক্যামেরাবন্দি করেছেন তন্বীর দিদি। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় পোস্ট করে আরও একবার মায়ের স্মৃতিচারণায় ডুব দিয়েছেন তন্বী। লিখেছেন, 'আমাদের ছাড়া তুমি ভালো নেই জানি, তবুও ভালো থেকো মা, ওম শান্তি।' পরে লিখেছেন, 'ছবিগুলো মায়ের বোরো মেয়ের তোলা'। গত মঙ্গলবার মৃত্যু হয় তন্বীর মায়ের। সেদিন মাকে হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তন্বী লাহা রায়। সেই বুক ফাটা যন্ত্রণার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে লেখেন, 'মা ও মা এই হাত দিয়েই তো আগলে রাখতে আমাদের। বেরোলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে

যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গাড়িটা দেখা যেত। সবাইকে নিজের হাতে ইউনিক জিনিস বানিয়ে দিতে। এই হাতেই বছরের পর বছর স্টেরয়েডস, স্যালাইন সব সহ্য করেছ। তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ, কিন্তু আমাদের দেখাওনি। নিজের ভাইকে ছোট বয়সে চলে যেতে দেখেছ, মাবাবাকে হারিয়েছ। এখন তাঁদের সঙ্গেই আছো নিশ্চয়ই? মা ও মা' তন্বী থামেননি, তিনি আরও লেখেন, 'তুমি দেখেছ আমার প্রথম নিঃশ্বাস। আমি দেখলাম তোমার শেষ নিঃশ্বাস। ..নিঃশ্বাস তখনও চলছে, ভাবলাম এই তো আবার লড়াই করে ফিরছ বোধহয়। কিন্তু দেখলাম চোখের পাতা পড়ছে না তোমার। নিঃশ্বাস তখনও চলছে। ডাক্তার এসে বলল, আর কিছু সময়। এত কিছু করেও বাপি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। হাসপাতালের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি তোমার হাতটা শক্ত করে ধরেছিলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা মা করে ডাকছি। ১০ সেকেন্ডে একবার করে গলার শিরাটা উঠছে। মানে মা বেঁচে আছে। মা-এর বেডে আমার চোখের জল পড়তেই নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, শিরাটা থেমে গেল। মা'। এদিকে তন্বীর মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে চুপ থাকতে পারেননি 'মিঠাই' সৌমিতৃষা। তিনি পরদিন পুরনো সহকর্মীকে ফোন করেন।

রেমালের জন্য চালু কন্ট্রোল রুমের নম্বর জানুন, রইল বিদ্যুৎ, পুরসভা, সিইএসসি হেল্পলাইন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ রেমালের জন্য কলকাতা পুলিশের যে হেল্পলাইন নম্বর করা হয়েছে তার নম্বর হল ৯৪৩২৬১০৪২৮। কলকাতা পুরসভার হেল্পলাইন নম্বর হল ২২৮৬-১২১২, ২২৮৬-১৩১৩, ২২৮৬-১৪১৪। এই নম্বরে ফোন করতে পারেন। ডব্লুবিএসইডিসিএল হেল্পলাইন নম্বর হল ৮৯০০৭৯৩৫০৩-০৪। এছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফেও হেল্পলাইন নম্বর করা হয়েছে। কন্ট্রোল রুম সদা সতর্ক রয়েছে। এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে পুলিশ, দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর, মিউনিপ্যালিটি, এনডিআরএফ, এসডিআরএফের সঙ্গে সমণ্বয় রেখে কাজ করবে। কোস্ট গার্ড ও সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে এই কন্ট্রোল রুম। সাইক্লোনের সময় কোনও রকম সহায়তার প্রয়োজন হলে, ১০৭০ বা ০৩৩ ২২১৪৩৫২৬-১০৭০-০৩৩ ২২১৪৩৫২৬ এই নম্বরে ফোন করতে পারেন। সেই সঙ্গেই রেমালের দাপট যদি কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকায় ব্যপক ভাবে হয় তবে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কাও রয়েছে। অনেকেরই এনিয়ে আমফানের ভোগান্তির কথা মাথায় আসছে। এদিকে পরিস্থিতি যদি সেদিকে যায় তবে ভোট পর্বের মধ্যে বড় অস্বস্তিতে পড়বে সরকার। তবে এবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তৎপর রয়েছে দফতর।

বাংলায় কার গর্জন, শুভেন্দু-অভিষেকের দাবি পাল্টা দাবিতে রবি সকালে বাজার গরম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ রেমাল আসছে। তাই অন্য রবিবারের তুলনায় আজ সকাল সকাল বাজার করে ফেলার তাড়া ছিল অনেকেরই। গড়িয়াহাট বাজারে সকাল সকাল অমলবাবুর সঙ্গে বিমানবাবুর (নাম পরিবর্তিত) দেখা। পুঁটি, ট্যাংরা, তোপসের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতেই অমলবাবুর প্রশ্ন, শনিবারের ভোটটা কী বুঝলেন? ৮টার মধ্যে কে কটা পাবে? দুজনেরই যে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে, তা নয়। কলকাতা থেকে এত দূরে পশ্চিমের আসনগুলিতে কোথায় কুর্মি ভোট গেল, কোথায় মাহাতো, কোথায় আদিবাসীর ভোট পড়ল তা ঠাওর করা মুশকিল। বাঁকুড়ার ইন্দাস বা কোতলপুরে আদৌ পরিচ্ছন্ন ভোট হল কিনা সেও এক ব্যাপার। বড় কথা হল, ষষ্ঠ দফায় প্রচুর ভোট পড়েছে। সূত্রের খবর, এমনও বুথ রয়েছে যেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়েছে। আর তাতে এই প্রশ্নও উঠে গেছে যে, ৯১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেই বা হলটা কী! এও কৌতূহলের ব্যাপার,

পাঁচ বছর আগে ১৮টা আসন জিতে এবং তিন বছর আগে বিধানসভার ৭৭টি আসনে জিতে বিজেপি কী সংগঠন তৈরি করল যে, হাজার হাজার বুথে এজেন্টই নেই। ফাঁকা মাঠে গোল কে না দেবে! এই সাত সতেরো অঙ্কের মধ্যে কার দিকে কত আসন যাচ্ছে তা দুই বড় দলও যে পরিষ্কার বুঝতে পারছে তা নয়। সাধারণ মানুষ অনেক পরের কথা। তবু রবিবারের বাজার, চায়ের দোকান, গরম থাকল, এই আলোচনাতেই। এটাই বাংলা। এরই মধ্যে দুই যুযুধান হুঙ্কার ছেড়ে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্য ইনভেডার এবং দ্য ডিফেন্ডার।শুভেন্দুর দাবি, ভোটের প্রতিটা দফা যত এগোচ্ছে বিজেপির সম্ভাবনা ও সংখ্যা ততই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আর অভিষেকের দাবি, ষষ্ঠ দফার ভোটের পর বাংলা বিরোধীরা বুঝতে পারছে, মানুষের শক্তির কাছে টাকা ও পেশী শক্তি অনেক দুর্বল। ওদের বিসর্জন অনিবার্য। রাজনীতি ধারণা তৈরির খেলা। এখন কানাকানির তুলনায় সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত খবর ছড়ায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, শেষ দফার ভোটের আগে দুই শিবিরই মরণকামড় দিতে চাইছে। শেষ দফায় বাংলায় আর ৯টি আসনে ভোট হওয়ার কথা। এই ৯টি আসনই রয়েছে তৃণমূলের দখলে। শাসক দল মনে করছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি আসনে কোনও লড়াই নেই। উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটেও তারা ড্যাং ড্যাং করে জিতবে বলে আশাবাদী। সেই সঙ্গে বারাসতকে দেগঙ্গা বাঁচিয়ে দিতে পারে বলে তাদের ধারণা। তবে কলকাতার দুটি আসনের মধ্যে উত্তরে এবার জমজমাট লড়াই হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৭ সংখ্যা, সোমবার, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

পাঁচ দফার তথ্য প্রকাশ

পাঁচ দফা ভোটের তথ্য প্রকাশ করলো নির্বাচন কমিশন। ষষ্ঠ ভোটের দিনই পাঁচ দফা ভোটের সম্পূর্ণ তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে এলো নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে দেশের শীর্ষ আদালতের রায় কমিশনকে মজবুত করেছে। পাশাপাশি কমিশন এই দাবি করেছে যে তারা ভেটের হিসাব দিতে দেরি করেনি। কমিশন থেকে বলা হয়েছে ভোটের তথ্য জানার অধিকার ভোটারদের রয়েছে। সেই কারণে সংসদীয় এলাকায় কত ভোট হয়েছে তা জনসমক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। ভোটে কারচুপি হয়েছে বলে বিরোধীরা যে ধরনের অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে তাকে একবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে কমিশন। কমিশন থেকে বলা হয়েছে যে এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। পাঁচ দফায় ভোট পড়েছে ৫৯.৭৭ শতাংশ। বড় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে বিহার এবং উত্তর প্রদেশে। এই দুই রাজ্যে অধিকাংশ আসনে জিতেছিল এনডিএ জোট। এবারে ভোট কম পড়ায় চিন্তিত বিজেপি শিবির। তবুও বিজেপি দলের নেতারা আশা করেছেন য তারাই সরকার গঠন করছেন। তারা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন যে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক সংখ্যাকেও অতিক্রম করে যাবে বিজেপি আসন। অন্যদিকে কংগ্রেস তথা ইণ্ডিয়া মঞ্চ সাড়ে তিনশো আসন পাওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। জয়রাম রমেশ বলতে শুরু করেছেন যে জোট ইণ্ডিয়া আগেই ম্যাজিক সংখ্যা ছুঁড়ে ফেলেছিল। এবার সাড়ে তিনশোর দিকে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। সাত দফার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত। তখন বিজেপি দলকে অতিক্রম করে যাবে। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লিতে ইণ্ডিয়ার শরিক দলগুলি পারস্পারিক স্বার্থ ত্যাগ করে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে বিজেপি দলের পরাজয় নিশ্চিত। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে এআইসিসির বিরোধ মাথা চাড়া দিতে উঠতে শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে যে এআইসিসি র পক্ষ থেকে প্রদেশ কংগ্রেসকে জানানো হয়নি যে দিল্লি থেকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদ আসছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এখন কলকাতায়। তিনি জানান এখন এআইসিসি প্রদেশ কংগ্রেসকে না জানিয়ে কর্মসূচি তৈরি করছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের ঘিরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তার ফলে কখনও মহম্মদ সেলিম এবং অধীর চৌধুরীকে ঘিরে রাখা হয়েছিল তৃণমূল সমর্থকদের দিয়ে। এদিকে ঘিরে রাখার প্রসঙ্গেবক্তব্য প্রকাশ তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। তিনি বলেছেন যে বিক্ষোভ তৃণমূল সংগঠিত করেনি। বিজেপি নেতা এবং সাংসদেরা পাঁচ বছর এলাকায় যাননি। একশো দিনের কাজের প্রাপ্য এবং আবাস যোজনার প্রকল্প আটকে রয়েছে। মানুষ ভোটের দিন তাদের দেখতে পেয়ে জবাদিহি করার চেষ্টা করছে। আসলে বিজেপি দল যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটি কাজ সঠিকভাবে করতে পারেনি। কিছুদিন করার পর তার গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তার ফলে বিজেপি দলের ওপরে কেউ ভরসা করতে পারছে না।

একটি ছোট সাম্রাজ্য

সময়টা ২০১২ সাল। ইউরোপের কিছু আগ্রহী মানুষ হঠাৎ গিয়ে হাজির হলেন সিসিলিয়ান আইল্যান্ডে। যাবার আগে তারা শুনেছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা খুঁজে পেলেন তা জন্ম দিল এক নতুন ইতিহাসের। ইউরোপিয় অভিযাত্রীরা চাক্ষুস করলেন হারিয়ে যাওয়া এক প্রাচীন গ্রাম, শুধু গ্রামই নয় এক হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্য। অনেক বছর আগেই এই সাম্রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, হিসেব মতন তাও প্রায় একশো বছর আগে। তবে তা প্রচারের আলো পায়নি, ২০১২ সাল পর্যন্ত। ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের সেই অভিযান থেকেই শুরু হয়েছিল সারা পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে ছোট প্রাচীন সাম্রাজ্যের নিদর্শন তুলে ধরার যাত্রা। মাত্র তেইশটা বাড়ি ছিল সেই আশ্চর্য সাম্রাজ্যে। এখনো অবধি খুঁজে পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের মার্বেলের নমুনা রয়েছে সেই সবকটা বাড়ির আনাচে কানাচে। সিসিলিয়ান গ্রাম্য পরিবেশে ১৯শো শতকের গোড়ার দিকে আরকিওলজিস্টরা খুঁজে পেয়েছিলেন এই সাম্রাজ্য। পাহাড়ের ঢালে মাটি চাপা পড়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করেই একদিন নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় এই ছোট্ট সাম্রাজ্য, যার নাম ভিলা রোমানা দেল কাসাল। ঐতিহাসিকদের অনুমান আশ্চর্য এই সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল আনুমানিক তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে। ধ্বংস হয়ে যাবার পর প্রায় সাতশো বছরেরও বেশি সময় ধরে তা মাটি চাপা অবস্থায় পড়েছিল সিসিলিয়ান আইল্যান্ডের পাহাড়ের ঢালে। প্রাচীন রোমের সবচেয়ে ধনী কয়েকটি পরিবার মিলে স্থাপন করেছিল এই সাম্রাজ্য, গোপনে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের গোপন ধনসম্পত্তি এবং অনৈতিক জীবন যাপনকে রোমান সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রাখা। সেই সময়ের পৃথিবীর অন্যান্য বেশিরভাগ অঞ্চলের তুলনায় সিসিলিয়ান এই ছোট্ট গ্রামের বৈভব ছিল চোখে পড়ার মতন। পরবর্তীকালে রোমান সিনেট এবং সাম্রাজ্যের নজর পড়ে এই ছোট্ট গ্রামটির উপর। বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে, ক্ষমতা দখলের ঠান্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে। পাহড়ের গায়ে গড়ে ওঠা এখানকার অট্টালিকাগুলি ক্ষমতাশালী রোমানদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। তারাও এখানকার অপরূপ প্রকৃতির মোহে আবিষ্ট হয়ে ছুটে আসে এই গ্রামে। ইতিহাস জানে, এই সাম্রাজ্য দেখেছে বিখ্যাত সেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন। নিজের শরীর দিয়ে সহ্য করেছে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প, বন্যা এবং আগুনের প্রতাপ। যদিও রোমান সাম্রাজ্যের শত্রুরা এর খোঁজ পায়নি কখনও।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, সৃজনশীল চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। আজকের অধিকাংশ তরুণরা মেধা শক্তি ধারক হলেও তারা ক্রমশ দিশাহারা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তারা কি করবে সেটা বুঝতে পারছে না। কোথায় গিয়ে তাদের পথ শেষ হবে সেটাও বুঝতে পারছে না। এই অসহায় সময়ে কারোর সহযোগিতা পাচ্ছে না তরুণরা। বিপথে চালিত হতে শুরু করেছে গোটা তরুণ সমাজ, ছাত্র সমাজ। ছাত্র দরদী শিক্ষক পাওয়া ফলে স্কুল কলেজে পঠনপাঠন ঠিক মতো হচ্ছে না। া সেই অভাব পূরণ করার পথ ধর এগিয়ে চলতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

গিনী নিবেদিতা বলতন, মানবিক চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রুচিশীল পরিবর্তনের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কোনও সময়ে চাননি সাধারণ মানুষ দরিদ্র মানুষ চিরকাল দরিদ্র অবস্থায় থাকুক। তিনি তাদের উন্নতি চেয়ে ছিলেন। এক মাত্র শিক্ষাই পারে অন্ধকার দূর কর আলো নিয়ে আসতে। সেই কারণে তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ওপরে তিনি জোর দেন। বিজ্ঞান চেতনার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। প্রাথমিক স্তরে অতি সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালানোর পক্ষে ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর মেয়েদের স্কুলে একটি বিজ্ঞান ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতেন। সেখানে মেয়েদের কাছে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশুনা করাতেন। বিজ্ঞানই পারে অন্ধকারকে দূর করতে। আর কারোর ক্ষমতা নেই দ্রুত আলো নিয়ে আসার। বিজ্ঞান যেমন অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে। আবার তীব্র আলোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন তিনি প্রকৃত দেশের উন্নতি চর্চা করেন।

আমি বিদ্রোহী কবি নজরুলকে দেখেছি

রবীন্দ্রকুমার শীল

(কবি কাজি নজরুল ইসলাম অসুস্থ হওয়ার আগে যে সব ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সেতু বন্ধন হয়েছিল তাঁদেরকে নিয়েই আজকের প্রবন্ধ " আমি কাজী নজরুল ইসলামকে দেখেছি"। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। । তাঁর কাছেও তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। নজরুল অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে বাংলার সাহিত্যর কবিমহল শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারই কথা এখানে বিস্তৃত আকারে জানানোর চেষ্টা করেছি। তবে স্থানাভাব থাকার জন্য সম্ভবত পুরো বিষযটি সংক্ষেপে আলোচনা সমাপ্ত করতে হবে। এর জন্য আমি দুঃখিত)।

কবি নজরুলের স্কুল বন্ধু ছিলেন কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৭ সালে কলকাতায় এসেছিলেন নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দের হাত ধরে। কলকাতায় কোথাও চাকরি না পেয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তারা ইংরেজ সেনা বিভাগে নাম লেখাবেন। নজরুল এবং শৈলজানন্দ সেনা বাহিনীতে নাম লেখালেও নাম কাটা পড়েছিল শৈলজানন্দের। তিনি সেনা বাহিনীতে যোগদান করতে পারেননি। নজরুল সেনা বিভাগে ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট'-এ যোগ দিলেন। সেনা বাহিনীতে থাকার সময়ে নজরুল প্রচুর বই যেমন পড়েছেন আরা তিনি সাহিত্য চর্চাও করে গিয়েছেন। লাহোরে সেনা শিবিরে থাকার সময়ে তিনি সেখান কবিতা লিখতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে গানের আসরে অংশ গ্রহণ করতেন। । সেই স্কুল বন্ধু শৈলজানন্দ নজরুলের অসুস্থার সংবাদ পেয়ে শোকে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই কবিতার নাম 'কবি নজরুল ইসলাম'। তিনি লিখছেন," হে বন্ধু, চোখ চাও /তাকাও তোমার সেই স্বপ্ন জাগাানো মন্ত্র জাগানো চোখে, /যে -চোখে দেখেছিলে ধূমকেতুকে, সাতিল-আরবকে- / এই পারের গঙ্গা আর ও পারের গোমতীকে, /অজানিতা অনামিকা দোলন -চাঁপাকে।" কবি নজরুল জীবনে বহু বন্ধু পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁর জীবনে সাফল্যকে এনে দিয়েছিল। বন্ধু ভাগ্য ভালো ছিল নজরুলের। কিন্তু বন্ধু ভাগ্য ভালো থাকলে কী হবে তাঁর যে পোড়া কপাল। তার ফলেই অকালে ঝরে যেত হল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধুরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করতে। কিন্তু পারেনি। তার ফলে আজীবন নজরুল বাকহারা হয়ে থাকলেন। কোনও অনুভূতি কাজ করছিল না। নজরুলের এই শরীর খারাপের খবর দ্রুত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশেও চিকিৎসার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। তারপর থেকে কবি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। যা সাহিত্যমহলকে হতবাক করে দেয়। কবির দ্বিতীয় পরম বন্ধু ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা মুজফর আহমেদ। তিনি তো কবির অন্তরের বন্ধু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার সময়ে তালতলার বাড়িতে এক রাতেই কবি নজরুল বিদ্রোহী কবিতা রচনা করেছিলেন। তলতলা লেনের যে ঘরে বসে সারা রাত ধরে নজরুল কবিতাটি লিখেছিলেন। রচনা সাল ছিল ডিসেম্বর মাস ১৯২১ সাল। এই কবিতাটি কবিতাটি রচনার ব্যাপারে মুজফফর আহমেদ লিখছেন, "In this room Kabi Nazrul Islam composed his famous creation 'Bidrohi'.He composed it in the nigh.But at what hour I do not know beacause I got asleep after 10 O'Clock. In the morning I woke up after washing my face sat Nazrul informed me that he was composed a poem. He read out the whole poem and probably I was the first listener of the poem 'Bidrohi'. Muzffer Ahmed informed- I think that Nazurl woke up in the small hours of night and composed it otherwise he could not read it so early in the morning. Generally he was later raiser and he could not wake up so early like me.' 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশ লাভ করেছিল 'বিজলী' পত্রিকায় ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারিতে। বাংলার তারিখটা ছিল ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 'বিদ্রোহী' কবিতার সংবাদ গিয়ে পৌঁছায়। তিনিও কবি নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দালানে কবিগুরুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নজরুল নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাতে কবিগুরু আপ্লুত হয়ে পড়েন। সেই দিন থেকে গুরু -শিষ্যের মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। কবি নজরুলকে কবি বলে যখন কেউ স্বীকৃতি দিতে চাইছিলেন না তখন রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কবি বলে স্বীকৃতি দিলেন। তার ফলে নজরুলের বিরোধীরা একেবারে কুপোকাত। তাঁরা আর নজরুল বিরোধিতা করতে সাহস পান নি।

মণিলাল ছিলেন ঠাকুরবাড়ির জামাতা আর সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর বন্ধু হলে ঠাকুবাড়ির বহির্ভূত ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও দুই জনের ওপরে পড়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই সমসাময়িক কবি এবং লেখকদের নিয়ে তাঁরা নিয়মিত আড্ডার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনও সময়ে সাহিত্য আড্ডা আনন্দমুখর হয়ে উঠত আবার কোনও সময়ে বাকবিতণ্ডায় পরিণত হতো। একদিন সেই আড্ডায় মোহিতলাল মজুমদার হঠাৎ করে গুরুতর অভিযোগ আনলেন। তিনি অভিযোগ করে বলেছিলেন, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁর রচিত কবিতা 'আমি' প্রবন্ধ থেকে চুরি করে নজরুল লিখেছেন। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে পত্রিকায় 'আমি' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল সেই পত্রিকাটিও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত সরকারসহ আরও অনেকে। মোহিতলাল মজুমদারের অভিযোগটা একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে করলেন নলিনীকান্ত সরকার। তাই তিনি সেদিন এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তবে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল পরম উপভোগ্য। নলিনীকান্ত সরকার ভারতীর আড্ডা নিয়ে পরবর্তী কালে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। উদ্বৃতি দীর্ঘ হলেও সরসতায় ভরপুর ছিল সেই প্রবন্ধটি। নলিনীকান্ত লিখেছেন, 'মোহিতলাল পাঠান্তে জোর গলায় সকলকে বললেন- বলুন আপনারা নজরুলের বিদ্রোহী আমার এ লেখা থেকে চুরি কিনা না। এই বলে তাঁর প্রবন্ধের যে তিনটি শব্দ নজরুলের 'বিদ্রোহী'র কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে এসে পড়েছে, সেই দু-তিনটি পঙক্তি গুলি আবৃত্তি করে যেন বামাল সময়ে চোর ধরিয়ে দিলেন। আমি বললাম,-'এরকম চুরি রবীন্দ্র নাথও করেছেন। বলামাত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ ফোঁস ফণা তুললেন। আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন,- কোথায় দেখলেন রবীন্দ্রনাথের চুরি করেছেন? আমি উত্তরে জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, বললাম- 'ঐ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনেরই আঙিনায় গানটি চুরি?' 'কোত্থেকে চুরি?' আমি সত্যেন্দ্রনাথের মুখে ওপর জবাব দিলাম-'এই গানটি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা থেকে চুরি করেছেন। পঞ্জিকায় শ্রাবণ- আশ্বিন দুটো কথাই আছে। অন্য সকলের হাসতে মোহিতলালের চক্ষু রক্তবর্ণ।' মোহিতলালের এই অভিযোগ এবং তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বার্তা পৌঁছাতে বেশি দেরি করেনি নজরুলের কাছে। কবি নজরুল বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বেদনায় দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাঁর হৃদয়। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিপন্ন বোধ করতে শুরু করে দিলেন নিজেকে। কবি মোহিতলাল ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ। গুরু মানতেন তাঁকে। কবি মোহিত লালের সঙ্গে নজরুলের মতবিরোধী থাকলেও নজরুল অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি কবি সাথী নজরুলকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই কবিতার নাম 'কবি-বিদ্রোহীর প্রতি'।

এক ফারাওয়ের অভিশাপ মিশর রহস্য

বিশেষ প্রতিবেদন

সাড়ে পাঁচহাজার বছরেরও বেশি পুরনো সভ্যতা আর আশ্চর্য সব নিদর্শন নিয়ে আম বাঙালির মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে নীল নদের দেশ মিশর। লটারিতে যদি কোনদিন ফার্স্ট প্রাইজ পাই তবে ইউরোপ আমেরিকা নয়, ঘুরতে যাবো ওদেশেই। হালে আবার দুই ফেবু বন্ধু মিশরের ছবিটবি পোস্ট করে ইচ্ছেটা বাড়িয়ে দিলেন বহুগুণ। সে যাক, ওদের দেবতা 'রা' যখন টানবে তখনই নাহয় যাবো। তার আগে শুনে নিন এক রহস্যময় কাহিনী। মিশর বলতেই অবধারিত ভাবে চলে আসে ফারাও - মমি- পিরামিড- স্ফিঙ্কস। আজকের কাহিনী এদের নিয়েই....। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতো মিশরীয়রা আর তাই ফারাওদের মৃতদেহ মমি বানিয়ে রেখে দিতো লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি বিশেষ এক ধরনের কফিনে যার নাম সারকোফেগাস। সারকো মানে মাংস আর ফেগাই মানে খাওয়া। পুরো শব্দটির অর্থ হলো মাংস খেকো। আসলে বিশেষ এই কফিনের ভেতর যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তাতে মাংসপেশী গুলো শুকিয়ে মিলিয়ে যেতো, পচন ধরতে দিত না। মমির ওপরে থাকতো সোনা দিয়ে বাঁধানো একটা মোটকা বই, বুক অফ ডেড। কেউ বইটা পড়লেই প্রাণ ফিরে আসবে মমিতে। Mommy Returns সিনেমাটা দেখে থাকলে বুঝবেন। অগাধ সোনাদানা ধনদৌলত সমেত সারকোফেগাসটি রাখা থাকতো পিরামিডের ভেতর একটি কক্ষে, যার নাম Kings chamber. অন্যান্য কক্ষে থাকতো তার ব্যাবহার্য জিনিসপত্র। মূল দরজাটি থাকতো লোকচক্ষুর আড়ালে আর তার ওপরে লেখা সাবধান বাণী...'ফারাও রাজার সমাধিতে যে অনধিকার প্রবেশ করবে তার জন্য অপেক্ষা করছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি!' প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো সেখানে পাহারায় আছেন মমির দেবতা শেয়াল মুখো আনুবিস ও নরকের দেবতা ওসাইরিস। কেটে যায় এরপর বেশ কয়েক হাজার বছর, মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাসে আসে পরিবর্তন। আর তারপরেই ঐ পিরামিড গুলোতে শুরু হলো চোরদের উপদ্রব। গোপন দরজা খুঁজে বা পাথর ভেঙে বের করে নেয় কোটি কোটি টাকার অমূল্য সম্পদ। রেহাই পায়নি মমি গুলিও। তখন মিশর বৃটিশদের অধীনে, তাঁরা ঠিক করলো এগুলোকে ঠিকঠাক সংরক্ষনের। অবশ্য ততদিনে চোদ্দ আনা ফারাওদের সমাধির অভ্যন্তরে পা পড়ে গেছে লুটেরাদের।

সন ১৮৯১, সতেরো বছর বয়সী হাওয়ার্ড কার্টার নামে এক ইংরেজ তনয় কেনসিংটন থেকে বৃটিশ আর্কিওলজিস্ট কোম্পানির চিত্রকরের চাকরি নিয়ে কায়রোয় পৌঁছায়। তাঁর কাজ ছিল উদ্ধার করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গুলোর ছবি আঁকা। বেনি হাসান সমাধি ক্ষেত্র দিয়ে কাজ শুরু করে পরবর্তী সময়ে কার্টার বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে খনন কাজে ভাগ নিয়েছিলেন আমারনা, দার-এল-বাহারি, থিবস, এডফু এবং আবু সিমবেলে। খনন কাজের নতুন পদ্ধতি এবং আবিষ্কৃত নিদর্শনের আধুনিক সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করে ততদিনে বেশ নামডাক হয়েছে তাঁর। নীল নদের পশ্চিম পাড়, শহরের নাম লাক্সর। আগে অবশ্য নাম ছিলো থিবস। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৩৯ সাল থেকে পাহাড় কেটে এখানেই ফারাওদের সমাধি দেওয়া হতো। প্রচলিত নাম) alley of the Kings. রাণী হাতসেপসুত এবং ফারাও চতুর্থ তুতমস থেকে ষষ্ঠ রামেসিস এর সমাধি এখানেই আবিষ্কার হয়। প্রতিটি অভিযানেই ছিলেন কার্টার যদিও তাদের পৌঁছানোর অনেক আগেই চোরেরা ধনদৌলত সব সাফ করে ফেলেছিল। ১৯১৪ সালে লর্ড কারনাভন নামে এক খানদানি বৃটিশ ভ্যালি অফ কিংসে খননের অনুমতি পেলেন। তিনি আবার পুরো কাজটির দায়িত্ব দিলেন হাওয়ার্ডকে। সাহেব নামেই লর্ড, এদিকে বাজারে বিশাল দেনা। নিজের শেষ সম্বল দিয়ে জুয়া খেললেন মিশরের ওপর। কাজতো শুরু হলো কিন্তু বেশ কয়েকবছর খোঁড়াখুঁড়ি করার পরেও সেরকম কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেল না। এদিকে লর্ড সাহেবের তহবিল ফাঁকা, কাজ চালানোর মতো আর কোন টাকা নেই। বাজারেও তখন খবর, এখানে খননকাজ চালিয়ে আর কোন লাভ নেই। একজন শুধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এখানেই পাওয়া যাবে অখ্যাত কোনো ফারাওয়ের সমাধি যা আজও চোরেদের নাগালের বাইরে। ২৮শে অক্টোবর ১৯২২। হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন কার্টার, ওদিকে লর্ড কারনাভনও নোটিশ দিয়ে রেখেছেন পাততাড়ি গুটিয়ে নেবার জন্য। দীর্ঘদিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করার জন্য একটা বড়ো রাবিশের ঢিপি তৈরি হয়েছিল ভ্যালিতে ঢোকার মুখে, সেটাই সেদিন সাফ করছিল লেবাররা। তাঁবুতে বসে সবে সিগারেট ধরিয়েছেন, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো এক লেবার। বালির নীচে মসৃণ পাথরের একটা স্ল্যাব দেখা গেছে। কার্টার দেখলেন সত্যিই সেটা একটা সিঁড়ি।

'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে

বিশেষ প্রতিবেদন

রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত একটি গান, 'আমরা সবাই রাজা'। ১৩১৭ সালে রচিত 'রাজা' নাটকে গানটি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কালে 'রাজা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন' নাটকেও গানটি রেখে দেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক সময়ই মনে হয়, এই গানটিতে যেন রবীন্দ্রনাথ রাজত্ব বা 'রুল' নিয়ে তাঁর আদর্শগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। গানটির প্রথমেই তিনটি অমোঘ শব্দ, 'আমরা সবাই রাজা'। কোনও সামন্ততান্ত্রিক কল্পনা নয়, ঘোষণাটির মধ্যে সাম্যভাব ও গণতান্ত্রিক চেতনা মিলেমিশে আছে; 'আমরা সবাই রাজা'। কিন্তু অবস্থাটা নৈরাজ্যের নয়। এমন নয় যে সবাই নিজেকে রাজা মনে করে যথেচ্ছাচার করছেন। কারণ সবাই রাজা হওয়া সত্ত্বেও এক জনই রাজা 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' কিন্তু রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক এখানে শর্তসাপেক্ষ 'নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?' 'স্বত্ব' কথাটির অর্থ অধিকার। কিছুটা সার্বভৌমত্বেরও আভাস দেয় কথাটি। এখানে স্বত্ব প্রায় শর্তই। সকলেরই রাজা হওয়ার হক না থাকলে রাজার সঙ্গে মেলার স্বত্ব থাকে না। তাই 'নইলে' কথাটির প্রয়োগ। যেন অধিকার-তত্ত্বের সঙ্গে টমাস হব্‌স বা জন লক-এর কন্ট্র্যাক্ট থিয়োরিরও খানিকটা মেলালেন রবীন্দ্রনাথ। রাজা-প্রজার সম্পর্ক সচরাচর চুক্তি বা শর্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। রাজা প্রজাপালক, প্রায় পিতার মতো। চলতি কথায় আমরা যাকে বলি, 'হুজুর মা-বাপ'। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে দেশে 'আমরা সবাই রাজা' হতে পারি, সেখানে একসঙ্গে সকলের রাজা হওয়ার ও রাজ্যে নৈরাজ্য না-আনার জন্য দুটি শর্ত যুগপৎ পূরণ হওয়া প্রয়োজন, ১) এক জন 'রাজা' থাকবেন, ২) কিন্তু তিনি রাজা হবেন শুধুমাত্র এই শর্তেই যে আমরাও সবাই রাজা হব। রাজা নিজেও এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন না। এই রাজা তবে কে? ইনি কি রাষ্ট্র বা আমাদেরই গড়া 'রুল অব ল'? অর্থাৎ একটি আইনি বা সাংবিধানিক শাসন সবাই মিলে সৃষ্টি করছি ও মেনেছি বলেই সে-মোতাবেক আমাদের সবার রাজত্ব? এই রাজা কি তবে রুসো বর্ণিত 'জেনারেল উইল'? রাজার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কেমন রাজা? না, এমন রাজা, যাঁর রাজত্বে আমরা নিশ্চিত জানি 'আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে।' অর্থাৎ, এই রাজার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি ত্রাসেরও নয়, দাসত্বেরও নয়। পশ্চিমি চিন্তায় 'দাসত্ব' ও 'স্বাধীনতা'র আইডিয়া দুটি বৈপরীত্যের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। তাদের দুই মেরুতে রেখে পশ্চিমি রাজনৈতিক চিন্তা এগিয়েছে। এই গানেও তা-ই। আমরা রাজার দাস নই, তাঁর শাসন ভিত্তি ত্রাস নয়, এই কথাটা বলে স্বাধীনতার একটি পরিচিত তত্ত্বেরই আভাস দিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাজা ও প্রজা-রাজার সম্পর্কের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রজা (-রাজা)রা অঙ্গীকারবদ্ধ যে, তাঁরা কেউ 'বিফলতার বিষম আবর্তে' মারা পড়বেন না। রাজাও প্রজাদের 'খাটো করে রাখেননিকো কোন অসত্যে।' 'অসত্য' ও 'বিফলতা'; এই কথাগুলি কী ভাবে বুঝব? অসত্য কেন মানুষকে 'খাটো' করবে? কী অর্থে? যিনি 'খাটো' নন, তিনি কেমন? মনে হয় এখানে সত্যের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের বিকাশের সম্পর্কের কথা তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই 'খাটো' নন, যিনি বিকাশশীল মানুষ। অর্থাৎ, যে মানুষ নিজেকে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করে এবং অন্যের বিকাশ ও স্বাধীনতার শর্তকে লঙ্ঘন না করে বাঁচতে পারেন। বলা যেতে পারে যে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হয়নি। এর সঙ্গে সত্যের কী সম্পর্ক? এই প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যায়, যদি 'অসত্য' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তার দিক থেকে অনুধাবন করি। 'সত্য' বলতে এখানে ধ্রুব কোনও সিদ্ধান্ত বুঝলে ভুল হবে মনে হয়। যে কোনও অনুসন্ধানের শেষে আমরা একটি সাময়িক 'সত্যে' পৌঁছতে পারি, কিন্তু কোনও সত্যই তো আর শেষ সত্য হতে পারে না। যদি তা কেউ মনে করেন, সেটা গোঁড়ামি। ফলে সত্য বলতে এখানে যুক্তির, পরীক্ষার, বিচারের স্বাধীনতা বলেই ধরতে হবে। এই স্বাধীনতার অভাবই সেই 'অসত্য', যা আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব খর্ব করে আমাদের বিকাশকে ব্যাহত করে আমাদের 'বিষমতার বিফল আবর্তে'র মধ্যে ঠেলে দেয়। এখানেও একটি পশ্চিমি চিন্তার সাক্ষাৎ পাই। মার্কসের ১৮৪৪ সালের সেই বিখ্যাত 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিক ম্যানুস্ক্রিপ্টস' বা জন স্টুয়ার্ট মিল থেকে শুরু করে আজকের সময়ে অমর্ত্য সেনের তত্ত্বের কথা মনে পড়বে। তা হলে দাঁড়াল, এই রাজার রাজত্বটি এমন যে, আমার যুক্তি-বিচার বা সত্যানুসন্ধানের পথে কোনও বাধা নেই। এ বারে গানটির মধ্যে বিধৃত শেষ চিন্তাটিতে আসা যাক। এই গানের রাজা যেন এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে 'আমরা' অর্থাৎ, (রাজা-) প্রজারা এসে রাজার সঙ্গে মিলতে পারি। 'আমরা যা খুশি তাই করি', এমনকী চলিও 'আপন মতে', কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, আমরা তাঁর 'খুশিতেই চরি' ও তাঁর পথেই এসে মিলিত হই। আমাদের স্বাধীনতা ও রাজার নিয়মের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। যেন আমাদের স্বাধীনতাতেই তাঁর ইচ্ছের পরিপূরণ এবং নিয়মের সার্থকতা। অথচ গানটি এ কথাও জানিয়ে দেয় যে, মিলিত হলেও আমরা ও রাজা এক নই। রাজা আমাদের কোনও সাধারণ সত্তা নন। রাজা এখানে মানুষের সমষ্টিও নন। কারণ গানটিতে যাঁরা 'আমরা', তাঁরা ও রাজা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে কাজ করেন। 'আমরা' যাঁরা, তাঁদের স্বত্ব ও উপরে আলোচিত অর্থে, শর্ত আছে। 'সবাই রাজা', এই স্বত্ব স্বীকারের পথেই তাঁরা রাজার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। রাজারও কিছু কাজ আছে, যার কর্তা রাজা স্বয়ং। 'রাজা সবারে দেন মান' বলেই না সে মান 'আপনি ফিরে পান'। কাউকে কোনও অসত্যে খর্ব না করার দায়িত্বটিও তাঁরই। আমরা শুধু আমাদের স্বাধীনতার ফল হিসেবে তাঁর সঙ্গে মিলি। কিন্তু তিনি স্পষ্টতই আমাদের চেয়ে বড় কেউ, যদিও তাঁর সঙ্গে 'সবাই রাজা' হওয়ার শর্তেই আমাদের মিলন। এই মিলনের অর্থ রাজাতেই 'আমাদের' লীন হয়ে যাওয়া, ভক্তিতে ভক্ত যেমন আরাধ্য দেবসত্তার অংশবিশেষ হতে চান। আমাদের স্বাধীনতার রাজাই যেন জার্মানরা যাকে বলেন 'গ্রুন্দ' বা যুক্তির উৎসভূমি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক চিন্তা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দার্শনিকদের চিন্তা থেকে সরে এসে তাঁর নিজস্ব গহিন পথে এগোয়। এই প্রসঙ্গটি বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে, কারণ 'রাজা'র কল্পনা রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন করেছেন

পাঠকের দরবার

বাংলার ছড়ার ব্যাখ্যা

"ইকড়ি মিকড়ি চাম-চিকড়ি, চামের কাঁটা মজুমদার, ধেয়ে এল দামোদর। দামোদরের হাঁড়ি-কুঁড়ি, দাওয়ায় বসে চাল কাঁড়ি। চাল কাঁড়তে হল বেলা, ভাত খাওগে দুপুরবেলা। ভাতে পড়ল মাছি, কোদাল দিয়ে চাঁছি। কোদাল হল ভোঁতা, খা কামারের মাথা।" ছোটবেলায় আমরা অনেকেই এই ছড়াটি পড়েছি। কিন্তু কখনও কি ভেবেছি নান্দনিক ছন্দের এই ছড়াটির অর্থ কি? এই ছড়া কোন ইতিহাস বয়ে বেড়ায় কিনা? এই প্রশ্ন করলে হয়তো এই উত্তরই আসবে যে শিশুদের নির্ভেজাল আনন্দের জন্য এই ছড়ার রচনা হয়েছে। কিন্তু সত্যটা বেশ করুণ। আদতে আনন্দের ছিঁটেফোঁটাও নেই এই ছড়ায়, শিশুদের জন্য তো না বটেই। মূলত এই ছড়ায় ছড়াকার অসাধারণ দক্ষতার সাথে চিরন্তন বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। চলুন এবার ছড়াটির প্রতিটি শব্দ ও পংক্তি ধরে বিশ্লেষণ করে দেখি। 'ইকড়ি' অর্থ সংসার পরিপালনের জন্য সারাদিন খেটেখুটে কঠোর পরিশ্রম করা। কিন্তু তাতেও যখন সংসার চলে না, তখন প্রয়োজন হয় 'মিকড়ি', অর্থাৎ আরও কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের চেষ্টা করা। 'চাম' অর্থ রুজি-রোজগারের এলাকা। আর 'চিকড়ি' অর্থ সেই রোজগারের এলাকায় ঘুরে ঘুরে কিছু (অর্থ বা ফসল) উপার্জন করে তা ঘরে নিয়ে আসা। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই চামের কাঁটা মজুমদার। 'মজুমদার' মূলত এক প্রকার রাজকর্মচারীর পদবী যার কাজ ছিল খাজনা বা রাজস্ব আদায় ও হিসেব রাখা। আর তাই অনেক সময় খাজনা আদায়ের নামে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেত বলে তাকে পথের কাঁটা বলা হয়েছে। আর অতঃপর ধেয়ে এল দামোদর। এই 'দামোদর' হলো মূলত ফড়ে-পাইকারের দল, যারা সাধারণ কৃষকের উৎপাদিত ফসল অথবা কুমারের বানানো তৈজসপত্র স্বল্প দামে কিনে নিয়ে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতো। কিন্তু এই দামোদর শুধু এসেই ক্ষান্ত হয় না। এখানে বলা হয়েছে দামোদরের হাঁড়ি-কুঁড়ি। এর অর্থ হলো, তারা যখন আসে তখন সাথে করে হাঁড়ি কুঁড়ি নিয়ে আসে। অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষের উৎপাদিত সব দ্রব্য সাথে করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আসে। এরপর বলা হয়েছে দাওয়ায় বসে চাল কাঁড়ি, অর্থাৎ মজুমদার আর ফড়ে পাইকারের থেকে লুকিয়ে যেটুকু চাল বাঁচানো গিয়েছে, এবার সেটা দিয়েই ঘরের দরজায় বসে ভাত রাঁধার প্রস্তুতি শুরু। কিন্তু চাল কাঁড়তে হল বেলা, অর্থাৎ এতসব ঝামেলা ঝক্কি সামলাতে সামলাতে ভাত রাঁধায় দেরী হয়ে যায়। তাই ভাত খাওগে দুপুরবেলা, অর্থাৎ প্রথম প্রহরে বা সকালে খাওয়া আর সম্ভব হয় না। একেবারে দ্বিপ্রহরে বা দুপুরে খেতে হয়। কিন্তু খাবে কী করে! কারণ ভাতে পড়ল মাছি। এখানে 'মাছি' বলতে আসলে চোরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গরীবের যে যৎসামান্য খাদ্য, তারও শেষ রক্ষা হয় না। ছিঁচকে চোর সেটাও চুরি করে নিয়ে যায়। তাই কোদাল দিয়ে চাঁছি। এই 'কোদাল'ও আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং কোদাল বলতে এখানে কোতোয়াল বা পুলিশের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পুলিশের কাছে গিয়ে চোরের ব্যাপারে নালিশ করা হয়েছে। তবে তাতেও যে গরীব মানুষের হয়রানি কম হয়, তা কিন্তু নয়। কারণ কোদাল হল ভোঁতা। অর্থাৎ পুলিশ বা কোতোয়াল কোন কাজই করে না। আর তাই খা কামারের মাথা। অর্থাৎ এই কোদাল যে কামার বানিয়েছে, মানে পুলিশ কোতোয়াল সৃষ্টিকারী গ্রামের উচ্চপর্যায়ের লোকেরা, শেষমেশ তাদের কাছে গিয়েই এই হতদরিদ্র মানুষ গুলোর মাথা কুটে কাঁদতে হয়। - **ব্রততী ব্যানার্জি।**

ঝাড়খণ্ড থেকে ফোনে জাকির হোসেনকে খুনের হুমকি!

পুলিশের দ্বারস্থ তৃণমূল বিধায়ক

জঙ্গিপুর, ২৬ মেঃ মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ককে ফোনে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল বিধায়কের দাবি, হোয়াটস অ্যাপে বোমা মেরে খুনের হুমকি পেয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে সুতি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরও করেছেন জাকির। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। গত কয়েকদিন ধরে জাকির হোসেনকে ফোন করে গালাগালি এবং 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, ঝাড়খণ্ড থেকে একটি উড়ো ফোন এসেছে। ফোনে বিধায়ককে প্রাণে মেরে ফেলার 'হুমকি'ও দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন রাজ্যের শ্রম দফতরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন।

এপ্রসঙ্গে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, ''তৃণমূল বিধায়কের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের কোনও একটি নম্বর থেকে বিধায়ককে ফোন করা হয়েছিল।'' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক বলেন, ''আমার হোয়াটস অ্যাপে বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজের মেসেজ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে বোমা মেরে দেব। সুতি থানায় আমি অভিযোগ করেছি।

চাইব পুলিশ প্রশাসন যেন কড়া পদক্ষেপ নেয়।'' তাঁর আরও অভিযোগ, ''আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি। সেই কারণে আমাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। কিছু দালাল বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে রেইড করিয়ে দেব। মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দেব। আমরা যেহেতু তৃণমূল করি সেই কারণে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। গালাগালি করা হচ্ছে।'' এর আগে ২০২১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি নিমতিতা রেল স্টেশনে জাকির হোসেনকেই লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছিল। কলকাতা যাওয়ার জন্য সুতির নিমতিতা স্টেশন থেকে যখন তিনি ট্রেন ধরতে যান, সেই সময় ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছিলেন জাকির হোসেন সহ আরও বেশ কয়েকজন। বর্তমানে সেই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। বিস্ফোরণের পর জাকির হোসেনের হাতে এবং পায়ে একাধিকবার অপারেশন হলেও এখনও তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। ওই ঘটনায় আহত হওয়ার পর জাকির হোসেনকে রাজ্য সরকারের তরফে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই মধ্যে ফের একবার ফোনে খুনের হুমকি আসায় কার্যত চিন্তায় ঘুম উড়েছে তৃণমূল বিধায়কের। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

শেষ দফার নির্বাচনের আগে দুদিনের সফরে কলকাতায় মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মেঃ সপ্তম দফার নির্বাচনের আগে ফের বঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, ২৮ এবং ২৯ মে রাজ্যে তিনটি সভা এবং রোড শো করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক সভার পাশাপাশি বাগবাজারে সারদা ভবনে যাওয়ার

কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। ২৮ মে কলকাতায় এসে সেখানে যেতে পারেন তিনি। ওইদিন দুপুর ২.৩০ নাগাদ অশোকনগরে সভা করার কথা রয়েছে মোদির। বিকেল ৪টে নাগাদ সভা রয়েছে বারুইপুরে। সেই সভা সেরে বাগবাজারে যেতে পারেন মোদি। সেদিন কলকাতায় থেকে ২৯ তারিখে রোড শো রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধারাল অস্ত্রের 'কোপ'

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৬ মেঃ তৃণমূল পঞ্চায়েতের সদস্যার স্বামী সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ। শান্তিপুর থানার গয়েশপুর পঞ্চায়েতের সওনা এলাকার ঘটনা। শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার চিকিৎসাধীন। রাজনৈতিক বিবাদের কারণেই তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওই ভলেন্টিয়ার্সের। আক্রান্তের দাবি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী তৃণমূল দলের প্রার্থী ছিলেন। অপরদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্দল প্রার্থী তকবিরা বিবির স্বামী শাকিব শেখের ভোটের পর মৃত্যু হয়। শাকিব শেখের পরিবারের দাবি, ষড়যন্ত্র করে কবিরাজি ওষুধ খাইয়ে শাকিব শেখ হত্যা করা হয়েছে। আর সেই সন্দেহের তির বর্তমান গয়েশপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যার স্বামী শরিয়ত মণ্ডলের ওপর গিয়ে পড়ে। শরিয়ত মণ্ডল শান্তিপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার্স কর্মরত। আক্রান্তের দাবি, সন্দেহবশতই তাঁকে ফোন করে ডেকে হামলা চালানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দল প্রার্থীর পরিবারের বিরুদ্ধেই অভিযোগ। সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের পরিবারের দাবি, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না মেলায় নির্দল প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আর সেই নির্বাচনেই সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের স্ত্রী ইসমাতারা বিবির কাছে ভোটের পরাজয় হয়। আর তারপর থেকেই ক্ষোভ বাড়ে ওই পরিবারের উপর। নির্দল প্রার্থীর পরিবার অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কম্বোডিয়ায় অস্বাভাবিক মৃত্যু বীরভূমের যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ মেঃ ভিন দেশে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক বীরভূমের এক যুবকের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়ায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বীরভূমের মাড়গ্রামের আব্দুল হামিম নামে বছর পঁয়ত্রিশের যুবকের। মৃত ছেলের শবদেহ ফিরে পেতে দুশ্চিন্তায় পরিবার। বীরভূমের মাড়গ্রামের মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল হামিম গত ৫ ফেব্রুয়ারি কম্বোডিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে একটি বেসরকারি সংস্থায় ডাটা এন্ট্রি পদে কর্মরত

ছিলেন তিনি। গত ২০ মে তাঁর সঙ্গে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে মোবাইলে শেষ কথা হয় আব্দুল হামিমের। গতকাল ২৫ তারিখ মাড়গ্রাম থানার পুলিশের মাধ্যমে তাঁর বাড়িতে খবর দেওয়া হয় কম্বোডিয়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে আব্দুল হাকিমের। মৃত্যুর খবর পেতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন তাঁর পরিবারের সদস্যরা ও আত্মীয় স্বজনরা। সুদূর কম্বোডিয়া থেকে মৃতদেহ নিয়ে আসতে প্রায় ছ'লক্ষ খরচ হবে। সেই টাকা কীভাবে জোগাড় করবেন সেটাই ভাবাচ্ছে মৃত আব্দুল হামিমের পরিবারকে। এদিকে মৃত ছেলে শবদেহ ফিরে পাওয়ার আশায় দিন গুনছেন তাঁর পরিবারের লোকজন। সুদূর কম্বোডিয়া থেকে কীভাবে ছেলের মৃতদেহ বাড়িতে ফিরবে সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তার পরিবার।

একরত্তির শ্বাসনালীতে আটকে লিচুর বিচি, হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ মেঃ শ্বাসনালীতে লিচু আটকে মৃত্যু একরত্তির। বাড়ির লিচু গাছের নিচে ছোট ভাইকে নিয়ে খেলছিল বছর আড়াইয়ের সামিম। বাড়ির লোকেরা জানাচ্ছেন সেই সময় একটি গাছ পাকা লিচু মাটিতে পড়েলে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে সামিম তা মুখে পুড়ে দেয়। এরপরেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। জানা গিয়েছে শনিবার বিকালে রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের আলতাবুল রহমানের বছর আড়াইয়ের শিশুপুত্র সামিম আকতার। বাড়ির উঠোনে থাকা লিচু গাছের নিচে ভাইকে নিয়ে খেলতে থাকার সময় গাছ থেকে একটি পাকা লিচু পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে লিচুটির খোসা ছাড়িয়ে মুখে দেয়। এরপর আচমকাই তা শিশুর গলায় আটকে গেলে

চিৎকার শুরু করে দেয়। ছুটে আঅসে পরিবারের লোকজন। তড়িঘড়ি এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত শিশুর বাবা আলতাবুল রহমান বলছেন, ''শনিবার আমি বাড়ি ছিলাম। বিকেলের দিকে মসজিদে যাওয়ার আগে হঠাৎ এই ধরনের ঘটনা ঘটে যায়। এর আগেও লিচু খেয়েছে আমার ছেলে। বাড়িতে গাছ থাকায় প্রতিদিন বাড়ির লিচু খায়। কিন্তু গতকাল বিকেলে হঠাৎ করে গলায় আটকে যায়। তড়িঘড়ি ফুলবাড়ী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে।'' গ্রামবাসী হাবুল আলি বলেন, ''এই ধরনের ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি। লিচু আটকে গিয়ে এই ভাবে মর্মান্তিক মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। শান্তনা দেওয়ার কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।''

ভোট মিটতেই বাঁকুড়ায় পুড়ল তৃণমূলের একের পর এক পতাকা

দুরন্ত বার্তা, ইন্দাস, ২৬ মেঃ শনিবার শেষ হয়েছে ষষ্ঠ দফার নির্বাচন। তার আগেই ভোট পরবর্তী হিংসার খবর প্রকাশ্যে। বাঁকুড়ার ইন্দাসের ঘটনা। জানা যাচ্ছে সেখানে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তৃণমূলের পতাকা। গতকাল রাত্রিবেলা ভোট মিটতেই ইন্দাস ব্লকের জয়নগর গ্রামে পুড়িয়ে ফেলা হয় তৃণমূলের অসংখ্য পতাকা। গোটা ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির অভিযোগ এই ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের ফল। বাম আমল থেকেই বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লক সন্ত্রাস কবলিত এলাকা হিসাবেই পরিচিত। লোকসভা নির্বাচনের সময় ইন্দাসে সে অর্থে সন্ত্রাস না হলেও ভোট মিটতেই সন্ত্রাসের আবহ তৈরী হল ইন্দাসে। বাঁকুড়ার ইন্দাসের জয়নগর গ্রামে গতকাল রাতে একদল দুস্কৃতি হানা দিয়ে বুথের সামনে সাজানো তৃণমূলের সমস্ত পতাকা পুড়িয়ে ফেলে। এলাকার তৃণমূলের দাবি, বিজেপি পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও, বিজেপির পাল্টা দাবি বিষ্ণুপুর লোকসভায় তৃণমূলের হার নিশ্চিত। তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের কোনও সম্পর্ক নেই।

স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বাইকে যাচ্ছিলেন, ট্রাকে পিষে গেল স্ত্রীর মাথা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ মেঃ স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বাইকে যাচ্ছিলেন। উল্টো দিক থেকে ঝড়ের গতিতে আসছিল ট্রাক। মুখোমুখি হয়ে পড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাইক চালক। সাতসকালেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বাসন্তী রাজ্য সড়কে নলমুড়িতে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বাইক চালক ও তাঁর ছেলে। পুলিশ মৃত ও আহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা

করছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ঘটকপুরের দিকে ভোজেরহাটের দিকে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, তিন জনের কারোর মাথাতেই হেলমেট ছিল না। সকালে ফাঁকা রাস্তায় বাইকের গতিবেগও স্বাভাবিকের থেকে বেশি ছিল। সেই সময় কলকাতা থেকে একটি ট্রাক আসছিল ঘটকপুকুরের দিকে। নলমুড়ির কাছে মোড়ের বাঁকে ট্রাকটিকে দেখতে পাননি বাইক চালক। ট্রাক যখন কাছাকাছি চলে আসে, তখন পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তখনই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তিনজনেই বাইক থেকে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। ভদ্রমহিলার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগে। তিন জনকেই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় মহিলার। পুলিশ ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। চালক পলাতক।

জলে খেয়ে বমি, পায়খানা! দলে দলে হাসপাতালে ভর্তি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ মেঃ গ্রামপঞ্চায়েত থেকে ট্যাঙ্কারে পানীয় জল পাঠিয়েছিল। সেই জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রায় ২০ জন। এরমধ্যে গুরুতর অবস্থা তিনজনের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভোটের দিন স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েতের তরফে ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়। সেখান থেকেই জলপান করেন গ্রামের লোকেরা। অভিযোগ, সেই জল খেয়েই অসুস্থ হতে শুরু করেন লোকজন। বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের লক্ষ্মীসাগর দাসপাড়ার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রীষ্মের কারণে লক্ষ্মীসাগর দাসপাড়া এলাকায় জলের সমস্যা চলছিল। স্থানীয় মানুষের দাবি মেনে এলাকায় আনা হয় জলের

ট্যাঙ্কার। স্থানীয় সিমলাপাল গ্রামপঞ্চায়েতের গ্রামের বাসিন্দারা সেই জল খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা, বমির উপসর্গ দেখা হয়। হাসপাতালে ভর্তি মমতা দাস বলেন, ''গাড়ির জল খেয়ে এরকম হয়েছে। ট্যাঙ্কের জল আসে এখানে। ১৫-২০ জন হাসপাতালে ভর্তি। বমি, পায়খানা, পেটে ব্যথা। বাচ্চাদেরও হয়েছে।'' জানা গিয়েছে, একের পর এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনজনের অবস্থার অবনতি হলে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এলাকার বিজেপি কর্মীদের দাবি, পাইপ লাইন থাকলেও জলের বালাই নেই। ভোটের আগে জলের ট্যাঙ্কার এনে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাতেই এমন কাণ্ড! যদিও শাসকশিবির এসব আমল দিতে নারাজ।

ভোট মিটতেই এগরায় তৃণমূলের মহিলাদের মার, হাসপাতালে ভর্তি দু'জন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ মেঃ ভোট মিটলেও অশান্তি থামেনি এগরায়। ভোট শেষ হওয়ার পর তৃণমূলের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। মহিলাদের মেরে হাসপাতালে পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ২ ব্লকের পানিপারুল গ্রামপঞ্চায়েতের সরিষা গ্রামের ঘটনা। ষষ্ঠ দফায় ভোট ছিল মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পড়লেও এগরা মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। এগরার সরিষা গ্রামের দুই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য এদিন ভোট থেকে বুথ থেকে ফিরছিলেন। অভিযোগ, কয়েকজন রাস্তার ধারে তাঁদের দেখে খারাপ কথা বলে। এমনকী গায়ে হাত তোলারও অভিযোগ ওঠে। তাতেই দু'জন আহত হন। এরপরই হইচই শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। তৃণমূলের লোকেরাও হাজির হন সেখানে। দু'জনকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি পানিপারুল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিতা প্রধান ও তৃণমূল নেতা বাবুল সাহা। স্থানীয় এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান জানান, এভাবে মহিলাদেরও উপর হামলা করা হচ্ছে। কারা করছে সকলেই বুঝতে পারছেন। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।

ভোট পরবর্তী হিংসা

জোট সমর্থকের জমির ফসল নষ্টের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মেঃ ভোট পরবর্তী হিংসা ডোমকলে। রাতে জোট সমর্থকের জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের মুক্তারপুর মাঠ এলাকায়। জমসেদ আলি নামের এক চাষির ৮ থেকে ১০ কাঠা পটলের জমি নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কাঠগড়ায় তৃণমূল। যদিও অভিযুক্ত ওই চাষির দাবি, শুধুমাত্র তিনি বাম কংগ্রেস করার কারণেই রাতের অন্ধকারে চাষের ফসল নষ্ট করে দিল তৃণমূল। ভোটের আগে থেকেই ওই এলাকায় অশান্তি চলছিল। এলাকায় ভয় ভীতির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছিল। ভোটেও বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তবে এই বিষয়ে রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এর রেন্টু মণ্ডল বলেন, ''আমাদের দলের কেউ এইরকম কাজ করে না। পুরনো আমলের সিপিআইএম করতো। শুধুমাত্র তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ দেওয়ার কারণে নিজেদের জমি নিজেরাই নষ্ট করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমা লিপ্ত করছে।'' এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পটল চাষি জমসেদ আলি ডোমকল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্বামী ঘুমোচ্ছিলেন

বাইরে থেকে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে গেল বৌ

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৬ মেঃ বাড়ির ভিতরে শুয়েছিলেন স্বামী। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগালেন স্ত্রী। দরজা বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল গোটা বাড়ি। তবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে আজ দুপুরে বীরভূমে নলহাটি থানার ছোট হাজারপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির মালিক মান্নার শা'র। তাঁর দাবি, তিনি ঘরের মধ্যে ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী রোজিনা বিবি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। আর তারপর তালা লাগিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। এ দিকে, আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পর আর দেখা মেলেনি অভিযুক্ত রোজিনার। আগুন লাগার খবর পৌঁছয় দমকলে। সেখানে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নলহাটি থানার পুলিশ। মান্নার শা বলেন, ''আমি ঘুমোচ্ছিলাম। সেই সময় বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তালা মেরে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমি চিৎকার করছি। আশপাশের ছেলেরা দৌড়ে চলে আসে। তারপর আমায় তাঁরা বাঁচায়।''

বিছানায় শুয়ে দম্পতি, আসছিল সেই শব্দ, দেখেই শরীরে বয়ে গেল হিমস্রোত!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ মেঃ রাতের খাওয়া সেরে সবে বিছানায় শুতে গিয়েছিলেন। তখনই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। আঁতকে উঠলেন ময়নাগুড়ির ফার্ম শহিদ গড় এলাকার এক দম্পতি। বিছানা লাগোয়া স্টিল আলমারির পেছনে থেকে ভেসে আসছে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ। তড়িঘড়ি মোবাইলের আলো জ্বেলে ভাল করে দেখতে গেলে দম্পতি দেখতে পান স্টিল আলমারির নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে একটি গোখরো সাপ। দৃশ্য দেখে রীতিমতো তাঁদের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঘরের বাইরে চলে যান। এরপর দড়জা বন্ধ করে দিয়ে খবর দেন ময়নাগুড়ি পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্য অমল রায়কে। খবর পেয়ে রাত ১২ টা নাগাদ ওই বাড়িতে যান অমল রায় এক ব্যক্তি। এরপর বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় সাপটিকে উদ্ধার করেন। অমল রায় বলেন, ''এটি একটি স্পেকটিক্যাল কোবরা ছিল। এই সাপ বিষধর। এই সময় সাপের উপদ্রব এমনিতেই বেশি হয়। পাশাপাশি প্রচণ্ড গরম পড়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবে সাপ ঠান্ডা জায়গায় খোঁজ করছে। তাই আমাদের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে অজথা আবর্জনা জমিয়ে রাখা যাবে না। রাতে রাস্তায় যাতায়াতের সময় টর্চ লাইট ব্যবহার করতে হবে।''

মাঠে নিয়ে গিয়ে যুবতীকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার ২ জন, চার দিনের পুলিশ হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২৬ মেঃ সিউড়িতে এক মূক ও বধির যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। একটি মাঠে তাঁকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতার দু'জন। অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, বীরভূমের সিউড়ি আদালতের সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার সিউড়ির একটি মাঠে এক মূক ও বধির মেয়েকে তুলে নিয়ে এসে ধর্ষণ করা হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজন যুবককে গ্রেফতার করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। আজ দুজনকে তোলা হয়েছিল সিউরি আদালতে বিচারক সমস্ত দিক বিবেচনা করে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা মেয়েটির সঙ্গে ওই যুবকদের ফেসবুকে আলাপ হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে মেয়েটির অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করছেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী সুকুমার ঘোষ।

মুর্শিদাবাদে রেলের জমিতে ডাকাতি করতে এসে পুলিশের হাতে ধৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গিপুর, ২৬ মেঃ রেলের সামগ্রী চুরি করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশের হাতে ধরা পরল ৫ জন ডাকাত। শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদে সুতি থানার পুলিশ আহিরণ ব্রিজ এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে আহিরণ ব্রিজ এলাকা থেকে চুরি যাওয়া রেলের বহু জিনিসপত্র, ভোজালি, রড সহ একাধিক ধারাল অস্ত্র। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় জানান, ''ধৃত ব্যক্তিরা সংগঠিতভাবে ডাকাতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে জড়ো হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে রেলের মালপত্র চুরি করার অভিযোগ রয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে রেলের চুরি যাওয়া বেশ কিছু জিনিসপত্র। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুতি থানার পুলিশ।'' স্থানীয় সূত্র জানা গেছে সুতি থানা এলাকায় ফিডার ক্যানালের উপর রেল দপ্তর আহিরণ ব্রিজ নির্মাণ শুরু করার পর থেকেই স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির এনে রেলের দামি যন্ত্রাংশ ছাড়াও বড় লোহার এবং ইস্পাতের পাত, রড তুলে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায়

বিরুদ্ধে সংঘটিত হবে রেলের মালপত্র চুরির অভিযোগ উঠছিল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ- রাজনৈতিক মদদপুষ্ট ওই ব্যক্তিরা রাতের বেলায় ছোট পণ্যবাহী গাড়ি বিক্রি করে দিত। জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন-''শনিবার রাতে আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই সুতি থানার আজগরপাড়া এবং মধুডিহি গ্রামের বাপন ঘোষ নামে দুই ব্যক্তি ছাড়াও সুতি থানার নুতন ঘোষ, লিলু ঘোষ এবং রঘুনাথগঞ্জের রকি ঘোষ নামে মোট পাঁচ জন ব্যক্তি আহিরণ ব্রিজের কাছে রেলের মালপত্র চুরি এবং ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এই খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে সুতি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই এলাকাতে অভিযান চালায়।'' স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ-ওই দুষ্কৃতী দল গত কয়েক বছরে ব্রিজ তৈরির সময় রেলের 'সাইট' থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি করেছে। জেলা পুলিশের ওই শীর্ষ আধিকারিক জানান, ধৃত ব্যক্তিদের জেরা করে ইতিমধ্যেই চুরি যাওয়া বেশ কিছু মালপত্র উদ্ধার হয়েছে। বাকি সামগ্রী কোথায় বিক্রি করা হযেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃত ৫ ডাকাতকে রবিবার জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে।

স্বামীকে বাড়ির মধ্যে আটকে আগুন 'ধরিয়ে দিলেন' স্ত্রী, সব পুড়ে খাক, শুধু অক্ষত 'টার্গেট'ই

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ মেঃ স্বামীকে বাড়ির মধ্যে তালাবন্ধ করে আটকে রেখে, বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল সম্পূর্ণ বাড়ি। পুড়ে ছাই হয়ে গেল মোটর সাইকেল সহ আসবাবপত্র। তবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন স্বামী। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে বীরভূমে নলহাটি থানার ছোট হাজারপুর গ্রামে। বাড়ির মালিক মান্নার শা'র আভিযোগ, তিনি বাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তাঁর স্ত্রী রোজিনা বিবি

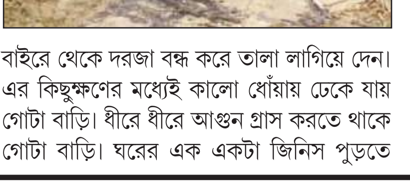

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা বাড়ি। ধীরে ধীরে আগুন গ্রাস করতে থাকে গোটা বাড়ি। ঘরের এক একটা জিনিস পুড়তে থাকে। এদিকে আগুন ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রথমে বালতি, গামলা করে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীই আগুন ধরিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আগুন লাগার পরও অভিযুক্ত রোজিনা বিবিকে আর দেখতে পাননি স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

ফ্যাশনরূপচর্চা

গরমেও পা ফাটছে? রইল কোমল পা-র কিছু কথা

পা শুধু শীতকালেই ফাটে, এটা একপ্রকারের ভ্রান্ত ধারণা। গরমকালেও এই জ্বালায় ভুগতে অনেককে। কারও আবার গোড়ালি না ফাটলেও পায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যায়। মূলত শরীর যথাযথ হাইড্রেট না থাকলে, বা শরীরের জলের অভাবেই এমন সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও পায়ের ঠিকমতো যত্ন না নিলে এই ধরণের সমস্যা হয়। কী করলে কোমল 'শ্রীচরণ পাওয়া যাবে রইল কিছু কথা।

পেট্রোলিয়াম জেলিঃ গ্রীষ্মকালে ভারী ময়েশ্চারাইজার মাখা যায় না ঠিকই, কিন্তু পায় থেকেও ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে হবে। আর এই কাজটা করতে পারে পেট্রোলিয়াম জেলি। পায়ের ফাটা ত্বকের উপর রাতে শোওয়ার আগে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে নিন। এতে মসৃণ ত্বক পাবেন।

স্ক্রাব ব্যবহার করুন- শুধু মুখ বা শরীরের অন্য জায়গার পাশাপাশি পায়েও নিয়ম করে স্ক্রাব করা দরকার। এতে পায়ের ত্বকে জমে থাকা ময়লা, জীবাণু ও মৃত কোষ পরিষ্কার হয়। কী করবেন? প্রথমে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখুন। তারপর স্ক্রাব দিয়ে পা এক্সফোলিয়েট করুন। এরপর ঈষদুষ্ণ জলে পা ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। ফুট ক্রিম ঃ ফুট ক্রিমের মধ্যে গ্লিসারিন, হাইলরোনিক অ্যাসিড, ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড ও মিনারেল অয়েলের মতো উপাদান রয়েছে, সেটা ফাটা পায়ের ত্বক ঠিক করতে সাহায্য করে। তাই পায়ের যত্ন নিতে রাতে প্রতিদিন ফুট ক্রিমও ব্যবহার করতে পারেন। কিংবা কোথাও যাওয়ার আগে জুতো পরার আগে ফুট ক্রিম লাগান। সঠিক জুতো ব্যবহার করুন - পায়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে অতি অবশ্যই ভালো মানের জুতো ব্যবহার করা দরকার। এতে পায়ের ত্বক ভাল থাকে। পা ঢাকা জুতো পরে রাস্তায় বেরোবেন। ফলে ধুলোবালি, জীবাণুর সংস্পর্শে কম আসবে পায়ের ত্বক। পা ঠিক করতে সুতির মোজার জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি হাঁটতেও স্লিপার ব্যবহার করুন। খালি পায়ে হাটবেন না। হাইড্রেটেড থাকুনঃ ফাটা পা ঠিক করতে শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক থাকা দরকার। এতে ত্বক শুকিয়ে গিয়ে ফেটে যাবে না। পায়ের যত্ন নিতে গেলে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে গেলে ভিতর থেকে হাইড্রেটেড থাকতে হবে। ১৩৫-ধলাবড়ো পোলিং বুথে যাচ্ছিলেন ভোট দিতে। গোবরবানি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় হাতির হামলার কবলে পড়েন তিনি।সেই সময় তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং পোলিং বুথের থেকে ১০০ মিটার দূরে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ঠ হয়ে মারা যান। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং তাঁরাই বন দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও বন দপ্তরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করেন। ময়নাতদন্তের পরে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মৃত বৃদ্ধের ছেলে জানান, বনদপ্তরের তরফ থেকে মৃতদেহের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য তাক্ষণিক ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

ত্বকে ফিরবে জেল্লা, বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হলুদের টোনার

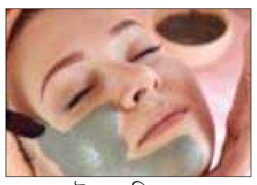

২৫ মে ঃ কাজের চাপে বেহাল দশা ত্বকের। অফিসে সারাক্ষণই ঘুম পায়। উপায় কি। একাধিক কাপ চা খাওয়া। ঘুম না হয় কাটাচ্ছেন, কিন্তু জানেন কি? অত্যধিক স্ট্রেস নেওয়ায় আপনার ত্বকের হালাত একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে পড়ছে! ভাবছেন উপায় কি? আপনার ব্যস্ত সময় থেকে মাত্র ৫ মিনিট ব্যয় করুন। দেখবেন চটজলদি ত্বকে ফিরবে জেল্লা। কীভাবে? রইল উপায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝটপট ত্বকে জেল্লা ফেরাতে হলুদের কোনও বিকল্প নেই। তবে শুধু হলুদ বাটা নয়, বরং বাড়িতেই খুব সহজে বানিয়ে ফেলুন হলুদ টোনার। আর এই হলুদ টোনারই ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। হলুদ টোনার বানানো খুবই সহজ। এটা বানাতে লাগবে কাঁচা হলুদ বাটা, অ্যালোভেরা জেল, গোলাপ জল, লেবুর রস ও অল্প পরিমাণ জল। প্রথমে এক গ্লাস জল গরম করে নিন। জল একটু ঠান্ডা হলে, তার মধ্যে দু'টেবিল চামচ কাঁচা হলুদ বাটা, পরিমাণমতো অ্যালোভেরা জেল, পরিমাণমতো গোলাপ জল এবং অল্প লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটিকে একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। তবে মাথায় রাখবেন, এক্ষেত্রে ব্যবহার করুন কাচের বোতল। প্লাস্টিকের বোতলে কিন্তু একেবারেই এই মিশ্রণ রাখবেন না। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে ভাল করে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। তারপর মুখে এই হলুদ টোনার স্প্রে করুন। ইচ্ছে করলে টোনারে তুলো ভিজিয়েও মুখ মুছে নিতে পারেন। দেখবেন মাত্র ৫ মিনিটেই তাজা অনুভব করবেন। তবে শুধু স্প্রে নয়। বেসন, মধুর সঙ্গে এই মিশ্রণ মিশিয়ে ফেসপ্যাকও তৈরি করতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এই ফেসপ্যাক লাগান। দেখবেন ত্বকের মরা কোষ দূরে হয়ে ত্বক তরতাজা হয়ে উঠবে। ইচ্ছে করলে এই স্প্রে বোতল ব্যাগে রেখে দিন। অফিস থেকে কোনও পার্টিতে যাওয়ার আগে মুখে স্প্রে করে নিন এই টোনার। ঝটপট ঝকঝকে হয়ে উঠবেন। রূপচর্চায় ডিম ব্যবহার নতুন নয়। তবে মূলত, চুলের যত্নেই ডিম ব্যবহার করতে দেখা যায় বেশি। কিন্তু রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিমের কুসুম কিন্তু ত্বক ঝকঝকে করতে দারুণ কাজে লাগে। রইল এমনই কিছু ডিম দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাক।

১) শুষ্ক ত্বকের জন্য প্রথমে একটি ডিম নিয়ে তার থেকে কুসুম আলাদা করে নিন। এবার এই কুসুমটির সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখে ভালো করে ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলে এই প্যাকটি মুখে লাগিয়ে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট বাদে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এটি শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে।

২) মুখের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল ব্ল্যাকহেডস। এরজন্য একটি ডিমের কুসুমকে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এরপর তা ব্রাশ করে নাকের উপর চামচে লাগিয়ে নিন। এরপর একটি টিস্যু পেপার লাগিয়ে নিন নাকের উপর। ডিমের প্রথম লেয়ারটি শুকিয়ে গেলে আরেকটি লেয়ার লাগিয়ে নিন। এরপর শুকিয়ে গেলে কাগজ গুলিকে ধীরে ধীরে তুলে ফেলুন। দেখবেন কাগজের সঙ্গে ব্ল্যাকহেডসও উঠে আসবে।

উত্তর পূর্ব রেল পুনঃশিডিউলিং, নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি উৎপত্তি নিম্নরূপ

গোরখপুর, ২৬ মে ঃ রেলওয়ে প্রশাসন সিওয়ান-পাচরুখী স্টেশনগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য ব্লক নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পুনঃশিডিউলিং, নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি উৎপত্তি নিম্নরূপ করা হচ্ছে।পুনর্নির্ধারণ-- ১৫০৪৮ গোরখপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস, ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে গোরখপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, গোরখপুর থেকে ১২০ মিনিটের মধ্যে পুনরায় নির্ধারিত হবে। নিয়ন্ত্রণ-৪৬৭৪ অমৃতসর-জয়নগর এক্সপ্রেস, যা ২০২৪ সালের ২৬ মে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল, লখনউ বিভাগে ৬০ মিনিট বিলম্বে চালানো হচ্ছে।- ১৩০২০ কাঠগোদাম-হাওড়া এক্সপ্রেস, ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে কাঠগোদাম থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, ৩০ মিনিটের নিয়ন্ত্রণে চালানো হচ্ছে।- ০৪০৭৪ ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে নয়াদিল্লি থেকে চলা নতুন দিল্লি-সহরসা বিশেষ ট্রেনটি ৬০ মিনিটের নিয়ন্ত্রণে চালানো হচ্ছে।সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিস্বল্প উপত্তি-- ০৫১৫৬ গোরখপুর-ছাপড়া অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে গোরখপুর থেকে ছুটে চলেছে, ছাপড়ার পরিবর্তে ভাটনি স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।- ০৫১৫৫ চাপড়া-গোরখপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চাপড়া থেকে ২৭ মে, ২০২৪-এ চাপড়ার পরিবর্তে ভাটনি স্টেশন থেকে চালানো হবে।জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর পূর্ব রেল, গোরখপুরপ্রেস বিজ্ঞপ্তি নং ০১গোরখপুর, ২৬ মে, ২০২৪ রেলওয়ে প্রশাসন সিওয়ান-পাচরুখী স্টেশনগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিযারিং কাজের জন্য ব্লক নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পুনঃ শিডিউলিং, নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত উপত্তি নিম্নরূপ করা হচ্ছে।পুনর্নির্ধারণ-- ১৫০৪৮ গোরখপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস, ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে গোরখপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, গোরখপুর থেকে ১২০ মিনিটের মধ্যে পুনরায় নির্ধারিত হবে। নিয়ন্ত্রণ-- ১৪৬৭৪ অমৃতসর-জয়নগর এক্সপ্রেস, যা ২০২৪ সালের ২৬ মে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল, লখনউ বিভাগে ৬০ মিনিট বিলম্বে চালানো হচ্ছে।- ১৩০২০ কাঠগোদাম-হাওড়া এক্সপ্রেস, ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে কাঠগোদাম থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, ৩০ মিনিটের নিয়ন্ত্রণে চালানো হচ্ছে।- ০৪০৭৪ ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে নয়াদিল্লি থেকে চলা নতুন দিল্লি-সহরসা বিশেষ ট্রেনটি ৬০ মিনিটের নিয়ন্ত্রণে চালানো হচ্ছে।সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিস্বল্প উৎপত্তি-- ০৫১৫৬ গোরখপুর-ছাপড়া অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে গোরখপুর থেকে ছুটে চলেছে, ছাপড়ার পরিবর্তে ভাটনি স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে।- ০৫১৫৫ চাপড়া-গোরখপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চাপড়া থেকে ২৭ মে, ২০২৪-এ চাপড়ার পরিবর্তে ভাটনি স্টেশন থেকে চালানো হবে।

ড্যালিয়ান রিচ নোয়াপাড়া থেকে দুটি নতুন মেট্রো রেক শীঘ্রই আসতে চলেছেন

কলকাতা, ২৬ মেঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো! ডালিয়ানের আস্তাবল থেকে দুটি অত্যাধুনিক মেট্রো রেক কলকাতায পাঠানো হয়েছে এবং আজ ২৬.০৫.২০২৪ তারিখে নোয়াপাড়া কারশেডে পৌঁছেছে। কলকাতা মেট্রো, ভারতের প্রথম, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয়, ভারতেরও গর্ব। বছরের পর বছর ধরে দেশের প্রথম মেট্রো নেটওয়ার্ক কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে এবং এটি আরও বেশি সংখ্যক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের আনন্দের জন্য, কলকাতা মেট্রোর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা হতে পারে।উপরোক্ত ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য মেট্রো রেলওয়ের নির্মাণ শাখার পাশাপাশি RVNL, KMRCL নামক পাবলিক সেক্টর ইউনিট নিযুক্ত করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো নেটওয়ার্কও। কলকাতা মেট্রোর প্রথম আঠারোটি রেক ।।

পণবন্দিদের মৃত্যু ঘিরে গণবিক্ষোভে চাপ বাড়ছে নেতানিয়াহুর উপরে

২৬ মে ঃ চাপ ক্রমশই বাড়ছে নেতানিয়াহুর উপরে। নিজের দেশেই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে। সম্প্রতি গাজা থেকে ৩ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। তার পর থেকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। এর মধ্যেই এক পণবন্দির পরিবার দাবি করল, নেতানিয়াহুর জন্যই হামাসের হাতে পণবন্দি মহিলাদের ধর্ষিত হতে হচ্ছে। গাজায় জঙ্গিদের হাতে পণবঃদি থাকা ওফের নামে এক মহিলার ভাইঝি ইফত কালডেরন অভিযোগ জানালেন, নেতাননিয়াহু পণবন্দিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তাঁর কথায়, ওঁর জন্যই আমাদের বোন ও মেয়েরা গাজায় ধর্ষিত হচ্ছে। ওঁর জন্যই আমাদের অভিভাবকরা, ভাইরা, ছেলেরা ব্যাপক অত্যাচার ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। তিনি

নেতানিয়াহুকে মনে করিয়ে দিতে চান, পণবন্দিদের মুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি করাটা আপনার কর্তব্য। আপনি তা না করতে পারলে আপনিও ওই অপরাধের অংশ হয়ে যাবেন। যে পণবন্দিরা জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারবেন না, তাঁদের সকলের রক্ত আপনার হাতে লাগবে। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। অপহরণ করে নিয়ে যায় প্রায় দুশোর উপর মানুষকে। সম্প্রতি একটি বডিক্যাম ফুটেজ প্রকাশ করছে ইজরায়েলি টেলিভিশন। তাতে দেখা গিয়েছে, হামাসের হাতে বন্দি রক্তাক্ত মহিলাদের। যা দেখে দেখে শিউরে উঠেছে দেশ। এর পর থেকেই নেতানিয়াহুর উপরে ক্ষোভ আরও বেড়েছে। ভিডিওটি ২২ মে প্রকাশ করা হলেও সেটা তোলা হয়েছে ৭ অক্টোবরই। এদিকে পণবন্দিদের পরিবারগুলি ইজরায়েলের সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, দ্রুত যেন বন্দিদের ফেরানোর বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়। এই মুহূর্তে প্রায় ১২১ জন বন্দি রয়েছেন হামাসের হাতে।

বেপরোয়া গতিতে ১৬ জনকে 'খুন' কানাডা থেকে বিতাড়িত ভারতীয় চালক

২৬ মে ঃ বাসে ধাক্কা মেরে ১৬ জনকে 'খুন করেছিলেন। সেই ভারতীয় ট্রাকচালককে এবার 'বিতাড়িত করল কানাডা। উল্লেখ্য, কানাডায় স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেয়েছিলেন এই ভারতীয়।

২০১৮ সালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন জসকিরাত সিং সিধু। পেশায় ট্রাকচালক জসকিরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গাড়ি থামানোর সিগন্যাল পেয়েও তিনি ট্রাক চালিয়ে গিয়েছেন। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে গিয়ে ধাক্কা মারে তাঁর ট্রাকটি। বাসে থাকা ১৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও ১৩ জন। উল্লেখ্য, ওই বাসটি ছিল এক জুনিয়র হকি টিমের। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই নাবালক। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর থেকেই জসকিরাতকে কানাডা থেকে বিতাড়নের দাবি তুলেছিলেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা। দীর্ঘদিন আইনি লড়াইয়ের পরে অবশেষে শুক্রবার জসকিরাতকে কানাডা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ আদালত। যদিও পাকাপাকিভাবে কানাডায় বসবাস করার অনুমতি বহুদিন আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। জসকিরাতের আইনজীবীর কথায়, কানাডার নাগরিক না হওয়ার কারণেই এত সহজে তাঁকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে আদালত। উল্লেখ্য, আগেও একাধিকবার জসকিরাতের আবেদন খারিজ করেছে কানাডার আদালত। অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের অভিযোগ নেই-এই দাবিতে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতেও আর্জি জানিয়েছিলেন জসকিরাত। কিন্তু তাঁর আবেদনে সাড়া মেলেনি। আদালতের এই রায়ের ফলে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার হারালেন জসকিরাত। তবে তাঁর বিতাড়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে বেশ সময় লাগবে। প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারত-কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। জসকিরাতের বিতা।ন কি সেই আগুনে ঘি ঢালবে?

কিশনগঞ্জে সদর হাসপাতালে উদ্ধার দেহ

কিশনগঞ্জ, ২৬ মে ঃ কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে উদ্ধার হল এক রোগীর ঝুলন্ত দেহ। শনিবার রাতে দেহটি নজরে আসে হাসপাতালের জনৈক কর্মীর। এদিনই সন্ধ্যায় মৃত এই ব্যক্তিকে জখম অবস্থায় রেল লাইনের পাশ থেকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল রেলপুলিশ। আর সেই রাতেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় রোগীর দেহ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, আত্মহত্যা করেছে ওই রোগী।জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম তপন সাহা(৩৫)। তিনি অসমের বাসিন্দা। এদিন বিকেলে কিশনগঞ্জ স্টেশনের দক্ষিণ দিকের আউটারে তপনবাবুকে আহত অবস্থায় প।ে থাকতে দেখে রেল পুলিশ। তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পুলিশ নিয়ে যায় কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে। এদিন রাতেই কিশনগঞ্জ হাসপাতালের অক্সিজেনের সিলিন্ডার রাখার ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কিশনগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কিশনগঞ্জ হাসপাতালে।

কংগ্রেসেকে তীব্র আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর

শিমলা, ২৬ মে ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, হিমাচল প্রদেশের শিমলা এবং মান্ডিতে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেসের দুর্নীতি, কু-শাসন এবং নারীবিরোধী মুখকে তীব্র আক্রমণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী রাজীব বিন্দল, বিরোধী দলনেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জয়রাম ঠাকুর, শিমলার প্রার্থী শ্রী সুরেশ কাশ্যপ, মান্ডির প্রার্থী শ্রীমতি কঙ্গনা রানাউত এবং লাহাউল স্পিতি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী শ্রী রবি ঠাকুর এবং দলের অনেক বরিষ্ঠ নেতা উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেন যে আমার জন্য নাহান নতুন নয় এবং সিরমৌর নতুন নয় কিন্তু আজকের পরিবেশ নতুন। সিরমৌরে এত বড় সমাবেশ আগে কখনও হয়নি এবং মানুষের এই ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাকে সবসময় হিমাচলি করে রাখে। দেশ যখন মোদীকে জানতো না, তখনও হিমাচলের মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করতে কোনও খামতি রাখেনি। সময় বদলেছে কিন্তু মোদী বদলায়নি। হিমাচলের সঙ্গে মোদীর সেই পুরনো সম্পর্ক এবং আমি যেমন বলি হিমাচল আমার বাড়ি, তেমনি আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কারজাইও হিমাচলকে নিজের বাড়ি বলতেন । মান্ডি ও শিমলা সহ গোটা দেশ আবারও মোদী সরকারের স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। জনগণের এক-একটি ভোট ৫০০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে, ৩৭০ ধারার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিয়ে সিএএ কার্যকর করেছে, ভারতকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক মহাশক্তিতে পরিণত করেছে এবং বিধানসভা ও লোকসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, আজ আমি তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকারের জন্য জনগণের কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। আমার পরিবার এবং আমার জাত-সম্প্রদায়ের জন্য নয়, ভারতকে শক্তিশালী এবং বিকশিত করার জন্য আমার আপনাদের আশীর্বাদ দরকার। দেশে পাঁচ দফার নির্বাচনে বিজেপি এবং এনডিএ-র সরকার গঠন করা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে এবং এখন হিমাচল ৪-০ ব্যবধানে হ্যাটট্রিক করতে চলেছে। হিমাচলের মানুষ নিজেদের একটি ভোটও নষ্ট করবে না। হিমাচল প্রদেশ ভারতের একটি সীমান্ত রাজ্য এবং হিমাচলের মানুষ একটি শক্তিশালী এবং মজবুত সরকারের অর্থ জানে। মোদী জনসাধারণের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবেন, কিন্তু জনসাধারণকে কখনই কোনও সমস্যায় পড়তে দেবেন না। মানুষ দেখেছে দুর্বল কংগ্রেস সরকারের শাসনকাল, সে সময় পাকিস্তান ভারতের মাথায় নাচত আর দুর্বল কংগ্রেস সরকার সারা বিশ্বে মিনতি করে বেড়াত। কিন্তু মোদির আমলে এখন ভারত বিশ্বে ভিক্ষা করে না। পাকিস্তান ঘরে ঢুকে জবাব দেয়। কংগ্রেস দেশের পুরনো পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চায়, সে কারণেই ৩৭০ ধারা পুনরুদ্ধার, সিএএ বাতিল এবং পারমাণবিক অস্ত্র বাতিলের ঘোষণা করছে। মোদী অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অঙ্গীকার করেছে। ভারতে প্রতিটি ধর্মের নাগরিকদের জন্য সমান আইন থাকা উচিত কিন্তু কংগ্রেস অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করছে। কংগ্রেস মুসলিম পার্সোনাল আইনের নামে শরিয়াকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

যারা নিজেদের পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকে তাঁরা দেশ গড়তে পারে না, বরং তারাই দেশ গড়তে পারে যারা মাটি থেকে উঠে পাহাড়ের মতো উচ্চতায় পৌঁছায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, হিমাচলের সুউচ্চ পাহাড় আমাকে সাহস রাখতে শিখিয়েছে এবং বরফের পাহাড় আমাকে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে শিখিয়েছে। এই পাহাড় আমাকে গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে থাকতে শিখিয়েছে এবং আমি মা ভারতীর অপমান সহ্য করতে পারি না, কিন্তু কংগ্রেস পার্টি মা ভারতীকে অপমান করা থেকে বিরত থাকে না। ভারত মাতা কি জয় এবং বন্দে মাতরম বলতে কংগ্রেসের সমস্যা আছে। একই কংগ্রেস নিজেদের রক্ষার জন্য ভারতের সীমান্ত এলাকা ছেড়েছিল এবং একই কংগ্রেস শত্রুর ভয়ে সীমান্ত এলাকায় রাস্তা তৈরি করতে ভয় পেয়েছিল। মোদীর মেজাজের সঙ্গে এমন ভীরু ভাবনা মেলে না। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে মোদী কংগ্রেসের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এখন সীমান্তে শত শত কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে, যা সেখানে বসবাসরত সৈন্যদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশনের নামে কংগ্রেস প্রাক্তন সেনাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং বছরের পর বছর ধরে প্রতারণা করেছে। আমি যখন ২০১৩ সালে রেওয়ারিতে আমার প্রথম সমাবেশে প্রাক্তন সৈন্যদের সামনে ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তখন ভয়ে কংগ্রেস, ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন বাস্তবায়নের নামে রাতারাতি ৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছিল এবং কংগ্রেস এই বরাদ্দ করে প্রাক্তন সেনাদের অনুভূতির সাথে মজা করেছে, কিন্তু মোদী ইতিমধ্যেই ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন বাস্তবায়ন করে সৈনিকদের ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছেন, তাই জনসাধারণ বলে যে মোদী যে গ্যারান্টি দেয় তা পূরণ হয়।

বাড়িতে আগুন ধরিয়ে পলাতক স্বামী

রামপুরহাট, ২৬ মে ঃ স্বামীকে বাড়ির মধ্যে তালাবন্ধ করে আটকে রেখে বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেওয়র অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বাড়ি আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান স্বামী।

অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ২৬ সকালে বীরভূমে নলহাটি থানার ছোট হাজারপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে স্ত্রী রজিনা বিবির সঙ্গে অশান্তি চলছিল স্বামী মান্নার শা'র। এদিন সকালে বাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন মান্নার। সেই সময় স্ত্রী বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে বাইরে থেকে বা।তিতে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। এদিকে এদিকে গরম আবহাওয়া অনুভব করে ঘুম ভেঙে মান্নার দেখেন বাড়িতে আগুন জ্বলছে। এরপর দরজা ভেঙে তিনি বাইরে বেরিয়ে চিৎকার শুরু করেন। তাঁর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোটর সাইকেল সহ গৃহস্থালির আসবাবপত্র। ক্ষতির পরিমান প্রায দুই লক্ষ টাকা। আগুনের ধোঁয়া দেখে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভিযে ফেলেন। বাড়ির মালিক মান্নার শা'র আভিযোগ তিনি বাড়ির মধ্যে ঘুমিযে ছিলেন। সেই সময় তার স্ত্রী রোজিনা বিবি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায় ।। যদিও আগুন লাগার পর দেখা মেলেনি অভিযুক্ত স্ত্রী রোজিনা বিবির। অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে রামপুরহাট থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। খবর দেওয়া হয় নলহাটি থানায়।

মান্নার শা বলেন, সকালে স্ত্রীর কথা মতো বাজার থেকে সবজি কিনে এনে দিয়েছি। তারপর একটু জিরিয়ে নিতেও গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছি। সেই সময় স্ত্রী দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। স্ত্রীর আমন কাজ করা উচিত হয়নি।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়লো হাওড়াতেও একাধিক সতর্কতা রেলের

২৬ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' এর প্রভাব পড়ল হাওড়াতেও। রবিবার সকাল থেকেই হাওড়ায় ফেরি পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ ছিল। দুপুর থেকেই শুরু হয় অবিরাম বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। হাওড়া ব্রিজে দিনের আলোয় গাড়ি চলছে হেডলাইট জ্বেলে এমন ছবিও দেখা যায়। হাওড়া পুরসভায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষজনকে সতর্ক করা হয়েছে। গঙ্গার ভরা কোটালে এদিন হাওড়া জেটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝ।রে প্রভাবে গঙ্গাতেও দেখা দেয় তীব্র জলোচ্ছ্বাস। সতর্কতা হিসেবে বেলুড় মঠের মা সারদা ঘাট এদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'রেমাল' ঘূর্ণিঝ।রে সতর্কতায় এদিন ভিন্ন ছবি ধরা পড়ে হাওড়ার শালিমার স্টেশনে। সেখানে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হয় ট্রেনের চাকা। সাইক্লোনের সতর্কতায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিলও করা হয়। এর পাশাপাশি কারশেড বা বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা বগিগুলো ঝড়ের দাপটে এদিক ওদিক ছিটকে যাতে না যায়, সেজন্য মোটা লোহার শিকল দিয়ে ট্রেন বেঁধে রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের বেগে রেললাইন থেকে ট্রেন গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিংবা রেলের বগি অন্য লাইনে উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আগাম একাধিক ব্যবস্থা নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। আমফানের সময়ে ঝড়ের দাপটে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা এড়াতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শালিমার স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনে লোহার জক এবং চেন তালা দিয়ে বাঁধা হয় দূরপাল্লার ট্রেনগুলি। আয়লা এবং আমফানে ঝড়ে ক্ষতি হযেছিল ট্রেনের। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শালিমার স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলিকে চেন তালা দিয়ে বাঁধা হয়।ঘূর্ণিঝ।রে প্রভাব প।লো হাওড়াতেও, একাধিক সতর্কতা রেলের। পুরসভায় কনেন্ট্রাল রুম, বন্ধ ফেরি পরিষেবা।

Name Change

I TAPABRATA BANERJEE,SON OF SAMIR BANERJEE, RESIDING AT FLAT-303,BLOCK-A,272 N.S.C. BOSE ROAD,KOLKATA-700040, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPABRATA BANDYOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024.THAT TAPABRATA BANERJEE AND TAPABRATA BANDYOPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD NAJMUL HAQUE,S/O MD ABDUL WAHED,R/O VIL-PASCHIM MALLICKPUR,P.O-DALAPATIPUR, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712403, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NAZMUL HAQUE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024, THAT MD NAJMUL HAQUE AND MD NAZMUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSHANTA DAS,S/O SUNIL KUMAR DAS,R/O 132/B,KANTADANGA, VILLAGE ROAD FINGAPARA, BHATPARA BARRACK PORE,743129, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHANTA KUMAR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024,THAT SUSHANTA DAS AND SUSHANTA KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JOYDEV DAS ADHIKARI,S/O AMULYYA DAS ADHIKARI,R/O EAST KRISHNAGOPALPUR UTTAR NARAYANPUR KAKDWIP,SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743357, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOYDEB DAS ADHIKARI ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024,THAT JOYDEV DAS ADHIKARI AND JOYDEB DAS ADHIKARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I TANUSHARI DAS ADHIKARI,W/O SUMAN DAS ADHIKARI,R/O EAST KRISHNAGOPALPUR UTTAR NARAYANPUR KAKDWIP,)))SOUTH 24 PARGANAS,PIN-743357,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANUSHRI DAS DAS ADHIKARY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024,THAT TANUSHARI DAS ADHIKARI AND TANUSHRI DAS DAS ADHIKARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি,Bijaya Banerjee, স্বামী-Rupam Banerjee কল্যাণী ১৩১৪৫ কল্যাণী, নদীযা ,পিন কোড নম্বর-৭৪১২৩৫ এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে আমি আমার নাম Bijaya Roy Chowdhury হইতে Bijaya Banerjee তে পরিবর্তন করিলাম যাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যাহা গত ইং ১৪০৬২০২১ তারিখে কল্যানী কোর্টের Ld A.C.J.M এর II (1st class) এফিডেভিট দ্বারা স্বীকৃত।Bijaya Banerjee এবং Bijaya Roy Chowdhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

রেমালের প্রভাব বাগডোগরাতেও, বন্ধ একাধিক বিমান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগু।ড়ি, ২৬ মে ঃ রেমালের প্রভাব আকাশ পথেও। বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেওয়া নিম্নচাপ যখন ক্রমশই ঘুর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে আছড়ে পড়ে সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে, তখন তা নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা পেয়ে এবং রেমালের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ

ইন্ডিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে রবিবার দুপুরের পর থেকে সমস্ত বিমান চলাচল বন্ধ রাখার। যার প্রভাব প।তে চলেছে শিলিগু।ি অর্থা বাগডোগরাতেও। বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারি জেনারেল ম্যানেজার সুভাষ বসাক বলেন, ' দুপুর ১২টা থেকে সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত দমদম-কলকাতা কোনও বিমান চলাচল করবে না। রেমালের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' যে সময় বিমান চলাচল বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে, তাতে ১০টির বেশি বিমান বাতিল হবে, ফলে সমস্যায় প।তে হবে কয়েক হাজার যাত্রীকে।

ভোট দিতে যাওয়ার পথে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়খন্ড, ২৬ ম ঃ ভোট দিতে যাওয়ার পথে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ৭১ বছরের বৃদ্ধের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের পুর্ব সিংভুম জেলার একটি গ্রামে।জানা গিয়েছে সুরেন্দ্রনাথ হাঁসদা নামের ওই ব্যক্তি জামশেদপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোবরবানি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ওই গ্রামেরই প্রধানও ছিলেন তিনি। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, জামশেদপুর শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে এই ঘটনাটি ঘটে।

মৃত ব্যাক্তির ছেলে দীপেন্দ্র হাঁসদা জানান, ওই ব্যক্তি সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ১৩৫-ধলাবেড়া পোলিং বুথে যাচ্ছিলেন ভোট দিতে। গোবরবানি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় হাতির হামলার কবলে পড়েন তিনি।সেই সময় তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং পোলিং বুথের থেকে ১০০ মিটার দূরে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ঠ হয়ে মারা যান। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং তাঁরাই বন দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এবং বন দপ্তরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌছে দেহ উদ্ধার করেন। ময়নাতদন্তের পরে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মৃত বৃদ্ধের ছেলে জানান, বনদপ্তরের তরফ থেকে মৃতদেহের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য তাৎক্ষণিক ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

গরমে চিতাবাঘের খাবারের মেনু বদল, গোরুর বদলে মুরগির মাংস

দুরন্ত বার্তা, মাদারিহাট,২৬ মে ঃ চারিদিকে প্রবল তাপপ্রবাহ। নিয়মিত তাপমাত্রা নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে। গরমে শরীর সুস্থ রাখতে কী খাবেন, কী খাবেন না তা নিয়েও চলছে বিস্তর আলোচনা। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি গরমের আঁচ এসে পড়েছে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রেও। এখানে বর্তমানে ২২টি চিতাবাঘ রয়েছে। গরমে তারাও সামান্য কাহিল হয়ে পড়ছে। শরীর সুস্থ রাখতে এই চিতাবাঘদের খাবারের দিকে এবার বিশেষ নজর দেওয়া হল। এতদিন তাদের দেওয়া হত গোরুর মাংস। এবার বদল আনা হয়েছে মেনুতে। চিতাবাঘদের দেওয়া হচ্ছে মুরগির মাংস। এমনকি তাদের যাতে ডায়ারিযা. না হয়, সেইজন্য দেওয়া হচ্ছে ওআরএস। হঠাৎ মেনুতে বদল? জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিসক উপল শর্মা জানালেন, গোরুর মাংস অত্যন্ত গরম। সেইজন্য চিতাবাঘদের খাবার মেনু থেকে গোরুর মাংস আপাতত বাদ দেওযা. হযেছে। পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে মাথাপিছু তিন কেজি করে মুরগির মাংস। জলের সঙ্গে দিনে দু'বার মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওআরএস। বৃহস্পতিবার অবশ্য নিয়ম মেনে চিতাবাঘদের উপোসে রাখা হয়। এদিকে মুরগির মাংস পেয়ে খুশি মিঠুন, মনারা। মিঠুন এখানকার সবচেয়ে বয়স্ক চিতাবাঘ। মনা কনিষ্ঠতম। এদের রক্ষক হিসেবে রয়েছেন অভিজ্ঞ বিট অফিসার পার্থসারথি সিনহা। পার্থ এবং উৎপলের যত্নে এখানকার চিতাবাঘগুলি বার্ধক্যেও তরতাজা রয়েছে। এর আগে এখানে রাজা নামের একটি চিতাবাঘ ২৬ বছর বয়সে মারা যায়। একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের ক্ষেত্রে এই বয়সে মৃত্যু মানে একজন মানুষের শতবর্ষ পার। মিঠুনের বয়স বার্ধক্যের কোটায়, তবুও চিতাবাঘটি এখনও তরতাজা। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির এই জঙ্গলের পরিবেশ বন্যপ্রাণীদের বসবাসের অনুকূল। গোটা এনক্লোজারটি ঘিরে রয়েছে শাল, সেগুন, মেহগনি, শিরীষ ইত্যাদি গাছ। এই এনক্লোজারের কোল ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে বুড়িতোর্ষা নদী। এই উপাদানগুলি তীব্র গরমেও খানিকটা রক্ষাকবচের কাজ করছে বলে জানালেন পার্থ। গরমের আঁচ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাচ্ছে এখানকার চিতাবাঘগুলি। এদিকে এই নর্থ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রটিকে মিনি চিড়িয়াখানা হিসেবে গড়ে তোলার কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রকের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব সৌরভ চৌধুরী। আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি একটি মাস্টার প্ল্যান জমা করা হবে রাজ্যের কাছে। রাজ্য অনুমোদন দিলে তারপর তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে।

সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, ০৩ টি সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী মহিলা

২৬ মে ঃ জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অন্তর্গত আইসিপি পেট্রাপোল, ১৪৫ ব্যাটালিয়নের সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা সোনা পাচারের চেষ্টা

ব্যর্থ করে এবং ০৩ টি সোনার বিস্কুট সহ একজন বাংলাদেশী মহিলা ভ্রমণকারীকে ধরার চেষ্টা করছিলেন এই সোনার বিস্কুটগুলো তার শরীরে লুকিযে. বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার করে। জব্দ করা সোনার বিস্কুটগুলির ওজন ৩৫২.৭৩০ গ্রাম এবং আনুমানিক বাজার মূল্য ২৫,৯০,৮০২- টাকা। উল্লেখ্য ২৩ মে বিএসএফও ৮৫ লক্ষ্য টাকা মূল্যের ১.২ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করেছিল। তথ্য অনুযায়ী একজন বাংলাদেশী যাত্রীর তল্লাশির সময় বিএসএফ জওয়ানরা মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে একজন মহিলা যাত্রীর নীচের অংশে কিছু ধাতব পদার্থের উপস্থিতি সনাক্ত করে। মহিলা কনস্টেবল তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য কাছের একটি টয়লেটে নিয়ে যান যেখানে তল্লাশির সময় শরীরের নীচের অংশ (মলদ্বার) থেকে ০৩ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। পরে স্বর্ণের বিস্কুট জব্দ করে যাত্রীকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃত যাত্রী হলেন হাসি খানম, স্ত্রী-মোহাম্মদ সবুর খান বাবু, আরও ৮৩৩৮৩৪, রোড-১২ধা, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ। জিজ্ঞাসাবাদে হাসি খানম জানায়, পানা নামের এক বাংলাদেশি তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ০৩ পিস সোনার বিস্কুট নিয়ে যেতে বলে এবং এক অজ্ঞাত ব্যক্তি কলকাতার নিউ মার্কেটে এসে ওই সোনার বিস্কুটগুলো নিযে.যেতে বলে বিস্কুট নাও। এর সফল ডেলিভারির জন্য ১০,০০০ টাকা দিতে হবে। স্বর্ণ নেওয়ার পর শরীরের মলদ্বারে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু আইসিপি পেট্রাপোলে বিএসএফ চেক পয়েন্টে পৌঁছলে বিএসএফ কর্মীরা তাকে সোনার বিস্কুটসহ ধরে ফেলে। আটক নারী যাত্রী ও জব্দকৃত সোনার বিস্কুট পেট্রাপোলের কাস্টমস বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিএসএফ, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী এ.কে. আর্য, ডিআইজি বিএসএফ জওযা.নদের এই কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি সীমান্তে বসবাসকারী লোকদের কাছে আবেদন করেন যে তারা যদি সোনা চোরাচালান সম্পর্কিত কোনো তথ্য পান তবে তারা বিএসএফের সীমা সাথী হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৯ -এ যোগাযোগ করুন এবং তথ্য দিন। দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত আরও একটি নম্বর জারি করেছে ৯৯০৩৪৭২২২৭ যার উপর স্বর্ণ চোরাচালান সংক্রান্ত হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বা ভয়েস মেসেজ পাঠানো যাবে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

ত্রিপুরায় লাল সতর্কতা জারি, বন্ধ স্কুল, মোতায়েন এনডিআরএফ

আগরতলা, ২৬ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় রেমালের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। এছাড়া জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) মোতায়েনের পাশাপাশি অন্যান্য জরুরি পরিষেবা সহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত এই ঝড় আজ রাতে তীব্র হয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।াজ রবিবার রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, ঘূর্ণিঝড় রেমাল এখন বঙ্গোপসাগরে কেন্দ্রীভূত। রেমাল তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, এটি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আরও তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার খুব সম্ভাবনা। ঘূর্ণিঝড়টি সর্বোচ্চ ১১০ থেকে ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ধাবিত হবে। এর বেগ বেড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটারও হতে পারে। তাঁদের ধারণা, ঘূর্ণিঝড় রেমাল আজ (২৬ মে) রাত ১১টার দিকে খেপুপাড়া এবং সাগরদ্বীপের কাছে আছড়ে পড়বে। রাজস্বসচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে আরও জানান, ত্রিপুরায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আজ ২৬ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রয়েছে। ব্রিজেশ পাণ্ডে বলেন, ভারতের আবহাওযা. দফতর (আইএমডি)-এর জারিকৃত পূর্বাভাস ব্রিজেশ পাণ্ডে বলেন, ভারতের আবহাওযা. দফতর (আইএমডি)-এর জারিকৃত পূর্বাভাস ।০০

বর্ধিত তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের হাইড্রেশন নিশ্চিত করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২৫মেঃ যাত্রা করার সময় ট্রেন যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছ ঃদ্য সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্টেশন চত্বর এবং অন-বোর্ড ট্রেনে স্বচ্ছ পানীয় জল সরবরাহের সফল প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার যাত্রীদের হাইড্রেশনের উপযুক্ত পদ্ধতি প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর এরই উদ্দেশ্যে জোনের বিভিন্ন প্রধান স্টেশনগুলিতে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম), ওয়াটার কুলার ও জলের ট্যাপ পর্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এছাড়াও, নির্বাচিত স্টেশনগুলিতেনিয়মিত বিরতিতে অথবা যখনই প্রয়োজন হয় কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনে ওয়াটার রিফিলং করার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

এইপ্রচণ্ডগরমেসক্রিয়ভূমিকাগ্রহণ করেউত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর পক্ষ থেকে কাটিহার জং., নিউ জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, সামসি, নিউ কোচবিহার, কোকরাঝাড়, হাসিমারা এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ১০০টিরও বেশি

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের সক্রিয় উপলব্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বোতল ও দূরে যাওয়ার জন্য কনটেনারের মধ্যে রিফিলিঙের জন্য স্থাপন করা এই ডব্লিউভিএমগুলি বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ জল প্রদান করে। এই মেশিনগুলির জন্য যাত্রীরাও উচিত মূল্যের বিনিময়ে পানীয় জল ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সুবিধাটি স্টেশনগুলিতে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য উপলব্ধ রয়েছ। যাত্রীরা এর মাধ্যমে ৫ টাকার বিনিময়ে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ জল ক্রয় করে রিফিলিং করতে পারবেন এবং ৮ টাকার বিনিময়ে এক লিটারের জল সহ কনটেনার ক্রয় করতে পারবেন। একইভাবে যাত্রীরা ২০ টাকা দিয়ে ৫ লিটার জল রিফিলিং ও ২৫ টাকার বিনিময়ে ৫ লিটার জল সহ কনটেনার ক্রয় করতে পারবেন।যাতে যাত্রীরা প্রয়োজনের সময়বিনামূল্যে পানীয় জল উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে পারেন তার জন্য ডব্লিউভিএমগুলির পাশাপাশি জোনের প্রতিটি স্টেশনে, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট দূরত্বে পর্যাপ্ত পরিমাণের ওয়াটার কুলার, ওয়াটার ট্যাপ ও টিউব ওয়েল কর্মক্ষম রয়েছে। চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে যাত্রীদের জন্য স্টেশন প্ল্যাটফর্মগুলিতে আনুমানিক ১২৬টি ওয়াটার কুলার, ৮০১৫টি ট্যাপ এবং ৪৯৪টি টিউব ওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্জাব সীমান্ত থেকে উদ্ধার ৫.৪৭কেজির লক্ষাধিক টাকার মাদক

ফাজিলকা, ২৬ মে ঃ পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে লক্ষাধিক টাকার মাদক পাচার হচ্ছিল ভারতে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পঞ্জাবের ফাজিলকার সীমান্তবর্তী এলাকায় তল্লাশি চালায় পঞ্জাব পুলিশ এবং বিএসএফের জওযা.নরা। আর তারপরেই উদ্ধার হয় ৫.৪৭ কেজির হেরোইন। যার বাজারমূল্য ১.০৭ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে ৯ এমএম-এর ৪০টি গুলির কার্তুজ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি গাড়ি এবং বেশকয়েকটি বাইক। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের কোনও এক

জঙ্গি গোষ্ঠীর তরফ থেকে ড্রোনের মাধ্যমে পাচার হচ্ছিল এই মাদকগুলি।

ফাজিলকা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন সীমান্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং ২ জন অন্য জাযগা থেকে এসেছে। সকলেই একটি দল তৈরি করে কাজ করছিল। তবে এদের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অন্যদিকে ওই এলাকায় কড়া নজরদারি ও তল্লাশি শুরু করেছে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী।

কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নতুন পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ মে ঃ এখন থেকে আর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে রোগীদের ওষুধ সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন থেকে কোচবিহার

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এরকম পরিষেবা চালু করার একটি নির্দেশিকা এসেছে। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রোগীকে কোন কোন ওষুধ দেওয়া হল তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহযোগিতায় কম্পিউটারে আপলোড করতে হবে। এতে কোথায় কত পরিমাণ ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, কোন জায়গায় কোন ওষুধ প্রয়োজন সব তথ্য স্বাস্থ্য ভবন সরাসরি পেয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী হাসপাতালগুলিতে ওষুধ পাঠানো হবে।এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেন, ' অনলাইনের মাধ্যমে ওষুধের তথ্য পেয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য ভবনে আর ওষুধ চাইতে হবে না। তালিকা দেখে তারা প্রয়োজনীয় ওষুধ পাঠিয়ে দিতে পারবে। সেই সঙ্গে রোগীদের বিলে ওষুধ খাওয়ার নিয়ম লেখা থাকবে এতে ওঁরা উপকৃত হবেন। ওষুধের জন্য সরকারিভাবে কত টাকার সাহায্য পেলেন তাও বুঝতে পারবেন।'সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে রোগীরা ওষুধ পান। এবার নতুন নিয়মে সেই ওষুধের প্রিন্ট করা বিল মিলবে। অর্থা রোগীকে লিখিতভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হবে তিনি সরকারের কাছ থেকে মোট কত টাকার ওষুধ বিনামূল্যে পেলেন। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটি এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইংটেলিজেন্সের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) মাধ্যমে হবে। বর্তমানে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বহির্বিভাগে প্রায় আ।াই হাজার রোগীকে প্রতিদিন ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ওষুধ দেওয়ার পাঁচটি কাউঃ টার রয়েছে। কিন্তু ফার্মাসিস্ট মাত্র তিনজন। তাঁরা কোনও প্রকারে কাজ সামলাচ্ছেন। প্রতিদিন ওষুধ নেওয়ার জন্য অনেক ভি। হয়। সেখানে কমবেশি ২৫০ রকমের ওষুধ দেওয়া হয়। রোগীকে দেখার পর চিকিসকরা একটি কাগজে ওষুধের নাম লিখে দেন। সেই কাগজ জমা রেখে কাউঃটার থেকে ওষুধ দেওয়া হয়। ফার্মাসিস্টরা ভি।রে মাঝে রোগীদের কোনও রকমে বুঝিয়ে দেন কোন ওষুধ কীভাবে খেতে হবে। তবে অনেক রোগী তা ঠিকমতো বুঝতে পারেন না বলে অভিযোগ। কর্মীসংখ্যা কম থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কার্যত বিপাকে প।ছে। ফলে কর্মী নিয়োগের পরই নতুন পরিষেবাটি চালু সম্ভব বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ভাগবত সপ্তাহ উদযাপন

বীরভূম ২৬ মে ঃপ্রতি বছরের মতো এ বছরও সকলের মঙ্গল কামনার জন্য বীরভূম জেলার দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে রবিবার ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত অর্থা ৭ দিন ব্যাপী ভাগবত পাঠের আযা়োজন করা হয। আজকের ভাগবত পাঠের শুভ সূচনা করেন বরানগর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সংঘপতি গৌরানঃদ মহারাজ। তাই আজ শনিবার বৈকাল ৫ টা থেকে শুরু হয.ভাগবত পাঠ। চলে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত। ভাগবত পাঠ করেন কোচবিহারের সিতাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ শ্রীম স্বামী বিজ্ঞানানঃদ পুরী মহারাজ। এদিন আশ্রমের মহারাজগণ সহ শতাধিক ভক্ত ভাগবতপাঠ শ্রবণ করেন। দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী সত্যশিবানঃদ মহারাজ বলেন, দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের নাটমঃিদরে ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ভাগবত পাঠ চলবে বৈকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের লীলাকথা সাতদিন ধরে পাঠ হবে। তিনি আরও জানান, ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জীবনকথা ঋষি শুকদেব প্রথম শুনিয়েছিলেন মৃত্যু পথযাত্রী পরীক্ষিতকে। পরীক্ষিতের মাত্র সাতদিন আয়ু ছিল। তাই তিনি সাতদিন ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ভগবানের কথা মানুষ যতই শুনবে তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে। আগামী ৩১ মে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের মধ্য দিয়ে এই ভাগবত পাঠের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ওড়িশায় সরকার গড়বে বিজেপি ঃ কনক বর্ধন সিং

ভুবনেশ্বর, ২৬ মে ঃ নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল নয়। এবার ওডিশায় সরকার গঠন করবে ভারতীয়.জনতা পার্টি। এমনই দাবি করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা কনক বর্ধন সিং দেও। তিনি বলেছেন, আমি নিশ্চিত যে ওডিশার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতবে এবং ওডিশায়.সরকার গঠন করবে। আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের শেষ তিন ধাপে মানুষ বিজেপির পক্ষেই ভোট দিয়েছে।

ভারত-ফ্রান্স যৌথ সামরিক মহড়া

শিলং, ২৬ মে ঃ মেঘালয়ের উমরইয়ে বিদেশী প্রশিক্ষণ নোড-এ অনুষ্ঠিত ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়া 'শক্তি'র সপ্তম সংস্করণের আজ রবিবার সমাপ্তি ঘটেছে। এই মহড়ার লক্ষ্য ছিল দুই রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যৌথ কৌশলগত অভিযান এবং আন্ত ঃ কার্যক্ষমতা বাড়ানো। সমাপনী অনুষ্ঠান উভয় দেশের ট্রাই-সার্ভিস প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষণ করেছে। এতে চূড়ান্ত বৈধ মহড়াকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। মহড়া শুরু হয়েছিল গত ১৩ মে, আজ ২৬ মে সামরিক কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে তার সমাপন ঘটেছে।

যাত্রীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে গত অর্থবর্ষে দশটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ চালু করেছে এনএফ রেল

গুয়াহাটি, ২৬ মে ঃ যাত্রীদের সুরক্ষা, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে গত বছর দশটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) চালু করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে। এছড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে আরও বেশি করে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করছে এনএফ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।এ খবর জানিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, এনএফ রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন যথাক্রমে কাটিহার, আলিপুরদুয়ার রঙিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়ায় বিভিন্ন প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের ২৭৯টি কার্যক্ষম এফওবি রয়েছে। ২০২৩-২৪-এর বিগত অর্থবর্ষে জোনের রঙিয়া ও কাটিহার ডিভিশনে মোট ১০টি নতুন এফওবি নির্মাণ করা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে আজারা, পাতিলাদহ, সরভোগ, শিংরা, বকো, বামুনিগাঁও, চাংসারি, ছয়গাঁও এবং বাইহাটা স্টেশনে একটি করে এফওবি নির্মাণ করা হয়েছে। কাটিহার ডিভিশনের হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি নতুন এফওবি নির্মাণ করা হয়েছে।যাত্রীদের জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে লিফ্ট ও এসকেলেটর, এফওবি, আপ-ক্লাসওয়েটিং লাউঞ্জ ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে রেলওয়ে। ট্রেনে যাত্রা করার সময় যাত্রীদের উন্নতমানের সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্দিষ্ট নির্বাচিত স্টেশনগুলিতে ' ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে ৫৬টি নতুন এফওবি নির্মাণ করা হবে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।যাত্রীদের সুরক্ষা, সুবিধা ও স্বাচ্ছ ঃদ্য দিতে গত বছর দশটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) চালু করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে। এছড়া প্রয়োজন অনুযায়ী ।

প্রচন্ড গরমে নাজেহাল হাতিরা

আলিপুরদুয়ার,ঃ প্রচন্ড গরমে নাজেহাল হাতিরা। একটু জলের খোঁজে নদীর ধারে চলে আসছে তারা। আলিপুরদুয়ার জেলার জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে দেখা যাচ্ছে এই ছবি। এ খনও জয়ন্তী আবার কখনও তোর্ষা নদীর ধারে দেখা যাচ্ছে হাতিদের। এমন বীভস গরমে নাজেহাল সকলেই। রাস্তায় দেখা যায়না মানুষজন।সকালে সূর্যের তাপের রেশ থেকে যায় বিকেল পর্যন্ত। রাতেও কমতে চায় না গরম। মানুষের পাশাপাশি নাজেহাল বন্য প্রাণীরা।এদিকে শুকিয়ে যাচ্ছে নদী ও জলাশয়ের জল। অল্প জলেই তৃষ্ণা মেটানোর পাশাপাশি শরীর ভিজিয়ে নিতে দেখা যায় হাতিদের।

করিমগঞ্জে ঘূর্ণিঝড় রেমাল

করিমগঞ্জে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়তে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর জারিকৃত পূর্বাভাসের পরিপ্রক্ষিতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে। গতকাল ২৫ মে আইএমডি-র জারিকৃত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়তে পারে উত্তরপূর্বীয় রাজ্য যথাক্রমে অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে। রেমালের বেশি প্রভাব পড়তে পারে দক্ষিণ অসম, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ মণিপুরে। এছাড়া ২৬ থেকে ২৮ মে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত হবে, সঙ্গে থাকবে ঘূর্ণিঝড়। তাই জেলাবাসীর নিরাপত্তা সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে এবং আপকালীন সহায়তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেঃটার (ডিইওসি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। সে অনুযায়ী যে কোনও জরুরি সহায়তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেরনন্টার এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ)-এর সঙ্গে অবিলম্বে ০৩৮৪৩-২৬৫১৪৪ (ডিইওসি) এবং ০৩৮৪৩-২৮০০০০ (ডিডিএমএ) নম্বরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সম্ভাব্য জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সক্রিয়.পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সে সময় কী করণীয় সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।ইতিমধ্যে জরুরি ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সমস্ত ফিল্ড স্তরের কর্মীদের যে কোনও প্রয়োজনীয়.পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি।

পায়েল কাপাডিয়াকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ মে ঃ কান চলচ্চিত্র উসবে নাম উজ্জ্বল ভারতের। বঙ্গতনয়া অনসূয়া সেনগুপ্ত পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। এবার প্রি সম্মান পেলেন পরিচালক পায়েল কাপাডিয়া । তাঁর পরিচালিত ' উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' ছবির জন্য এই পুরস্কার পেলেন তিনি। পুরস্কার জেতার জন্য পায়েল কাপাডিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী।

লিও মেসি-সুয়ারেজদের ছাড়াই কানাডায় মায়ামির জয়

ওট্টায়া, ২৬ মেঃ লিওনেল মেসির খেলা দেখতেই কানাডার ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস ও ইন্টার মায়ামি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছিল দেদার। এমনকি দাম বাড়ানোর পরও কমেনি টিকিট বিক্রির গতি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচ দেখতে টিকিট কিনেছিল প্রায় ৫৪ হাজার দর্শক। কিন্তু ম্যাচের আগেই দর্শকদের মেসিকে দেখার সব আশায় জল ঢেলে দেয় মায়ামি। লম্বা ভ্রমণের ধকল এড়াতে মেসিকে ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে ম্যাচে দেওয়া হয় বিশ্রাম। মেসিই শুধু নন, এই সফরে নেওয়া হয়নি লুইস সুয়ারজে ও সের্হিও বুসকেতসকেও। মেসিসহ শীর্ষ তারকাদের কাছ থেকে না দেখার হতাশা থাকলেও বিসি প্যালেস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দর্শক উপস্থিতি মোটেই কম ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত খর্বশক্তি মায়ামির বিপক্ষে নিজ দলের জয় দেখে মাঠ ছাড়তে পারেনি আয়োজক

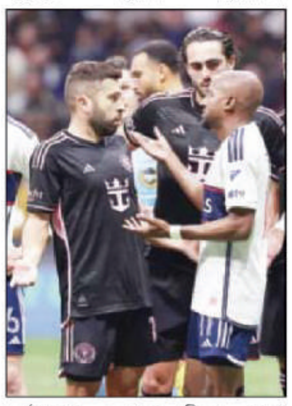

দর্শকেরা। দলের তিন সেরা তারকাকে ছাড়াই ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি। এ ম্যাচে মায়ামি জিতেছে ২-১ গোলের ব্যবধানে। মায়ামির হয়ে প্রথম গোলটি করেন রবার্ট টেলর। পরে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিওনার্দো কাম্পানা। পেনাল্টিতে রায়ান গাল্ড ভ্যাঙ্কুভারের হয়ে এক গোল শোধ করলেও তাতে ঠেকানো যায়নি মায়ামির জয়। ম্যাচে অবশ্য আক্রমণ ও বল দখলে ভ্যাঙ্কুভারই এগিয়ে ছিল। ৫২ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৬টি শট নেয় তাঁরা, যদিও লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র ২টি শট। বিপরীতে মায়ামি ৯ শটের ছয়টিই লক্ষ্যে রাখে এবং সুযোগও কাজে লাগায়। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে জর্দি আলবার ডিফেন্স-ছেঁড়া পাস থেকে দারুণ এক ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে এগিয়ে দেন টেলর। ৫৪ মিনিটে মায়ামির দ্বিতীয় গোলটি ছিল দলীয় এক আক্রমণের ফসল। এবার টেলরের কাছ থেকে বল পেয়ে লক্ষ্যভেদ করেন কাম্পানা। এ জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখল মায়ামি। ১৬ ম্যাচ শেষে ১০ জয়, ৪ ড্র এবং ২ হারে মায়ামির পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলে দুই নম্বরে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৩৩। মায়ামি নিজেদের পরের দুটি ম্যাচ খেলবে ঘরের মাঠে। ৩০ মে মায়ামির প্রতিপক্ষ আটলান্টা ইউনাইটেড। আর ২ জুন তারা আতিথ্য দেবে সেন্ট লুইসকে।

বিশ্বকাপের জন্য আমেরিকা পাড়ি রোহিত-কোহলিদের

মুম্বই, ২৬ মেঃ মিশন বিশ্বকাপ। প্রথম ব্যাচ পাড়ি দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আইপিএল ফাইনালের জন্যই অপেক্ষা ছিল। ২৫ এবং ২৬ মে রাতে দুই ব্যাচে ভারতীয় দলের আমেরিকা রওনা দেয়। প্রথম ব্যাচ রওনা হল। অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ রাহুল দ্রাবিড় সহ অনেকেই প্রথম ব্যাচে রওনা হলেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ মরসুম ভালো কাটেনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। প্লে-অফে জায়গা করে নিতে পারেনি তারা। একদিক থেকে বিশ্বকাপের কথা ভাবলে, তাতে ক্ষতি হয়নি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরা, সূর্যকুমার যাদব এবং হার্দিক পান্ডিয়ার মতো চার গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার প্রথম ব্যাচেই আমেরিকা পাড়ি দিলেন। প্লে-অফে যে চারটি দল জায়গা করে নিয়েছিল তারা হল-কলকাতা নাইট রাইডার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই দলে যাঁরা বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রয়েছেন

তাঁদের দ্বিতীয় ব্যাচে যাওয়ার কথা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ২ জুন। যদিও ভারতের প্রথম ম্যাচ ৫ জুন। নিউ ইয়র্কে নবনির্মিত নাসাউ স্টেডিয়ামে ৫ জুন ভারতের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। একই স্টেডিয়ামে ৯ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। প্রথম ব্যাচে অধিনায়ক রোহিত ছাড়াও বুমরা, সূর্যকুমার যাদব, হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়, ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর মুম্বই বিমানবন্দর থেকে রওনা দেন। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকা আরও প্লেয়ার যেমন-রবীন্দ্র জাডেজা, শিবম দুবে, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলও টিমের সঙ্গে রওনা রয়েছে। বিরাট কোহলি সহ আরও কয়েকজন যেমন যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, যুজবেন্দ্র চাহালরা দ্বিতীয় ব্যাচে রওনা দেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযানে নামার আগে মাত্র একটিই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। প্রাথমিক ভাবে ওয়ার্ম আপ ম্যাচটি ফ্লোরিডায় করার পরিকল্পনা ছিল আইসিসি এবং অন্যতম আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতীয় বোর্ডের অনুরোধেই নিউ ইয়র্কে ম্যাচ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১ জুন নাসাউ স্টেডিয়ামেই সেই ম্যাচ। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। যদিও সেই ম্যাচে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি কতটা হবে বলা কঠিন। সদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেললেও মূল প্র্যাক্টিস নেটেই সারতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আরও একটি সিরিজ হার

কিংগসটন, ২৬ মেঃ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ২৮ রানে। গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৬ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্যাট হাতে অপরাজিত ৩৮ বলে ৬৭ রান করা রোস্টন চেজ বল হাতে ২৬ রানে ১ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। কাল জ্যামাইকার কিংস্টনের স্যাবাইনা পার্কে রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ৫ ওভারে ৮১ রান তুলেও ২০৭ রানের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেমেছে ১৯১ রানে। নিয়মিত অধিনায়ক এইডেন মার্করাম, হাইনরিখ ক্লাসেন, ট্রিস্টান স্টাবস, ডেভিড মিলার কেউই এই সিরিজ খেলছেন না। এরপরও বিশ্বকাপের আগে তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে একটি পরিসংখ্যান২০২২ সালের আগস্টের পর কোনও টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ারপ্লের মধ্যে কুইন্টন ডি কক আউট হলেও ১৮ বলে ৪১ রান করে দলের ভালো শুরু নিশ্চিত করেন। আরেক ওপেনার রিজা হেনড্রিকসও করেছেন ১৮ বলে ৩৪ রান। প্রথম ৮ ওভারেই ১০০ রান

তোলে প্রোটিয়ারা। এরপর কেউই ভালো করতে পারেননি। ২ উইকেটে ১১৩ থেকে ১৬৭ রানে ৭ উইকেট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর। অর্থাৎ ৫৪ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারায় তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনার গুড়াকেশ মোতি কালও দারুণ বোলিং করেছেন। ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট, যা তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা। এ নিয়ে টানা তিনটি ম্যাচে ৩ উইকেট করে পেয়েছেন এই স্পিনার। টস জিতে আগে ব্যাটিং করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ৫ ওভারে রান তোলে মাত্র ৩৬। তবে চতুর্থ উইকেট জুটিতে চেজ ও আন্দ্রে ফ্লেচার ৩৬ বলে তোলেন ৫৬ রান, এরপর পঞ্চম উইকেটে রোমারিও শেফার্ডকে নিয়ে ২৫ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়েন চেজ। তাতেই মূলত ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২০৭ রানের। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথম ফিফটি পেয়েছেন চেজ। শেফার্ড করেছেন ১৩ বলে ২৬, ফ্লেচার ১৮ বলে ২৯। গতকাল প্রায় ৯ মাস পর দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মাঠে নেমেছেন আনরিখ নর্কিয়া। ফেরাটা ভালো হয়নি তাঁর। ৪ ওভারে ৪৭ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা বোলার ছিলেন অভিষিক্ত এনকাবায়োমজি পিটার। ৩২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এই লেগ স্পিনার দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে নেই।

১০ জনের লেভারকুসেন ৩১ বছর পর চ্যাম্পিয়ন

বার্লিন, ২৬ মেঃ বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ফাইনাল শুরু হতে না হতেই দেখেন প্রথম হলুদ কার্ড। প্রথমার্ধের শেষ দিকে আরেকটি। দুই হলুদ কার্ড মিলিয়ে লাল কার্ডের খড়্গ নেমে আসে। বায়ার লেভারকুসেনের আইভরিয়ান ডিফেন্ডার ওদিলন কোসসুনু দলকে বেশ বিপদেই ফেলে রেখে মাঠ ছাড়েন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে লেভারকুসেনকে। বিরতির পর তাই জাবি আলোনসোর দলকে আক্রমণের চেয়ে রক্ষণেই মনোযোগ দিতে হয়েছে বেশি। ভাগ্যিস গোলটি করেছিলেন গ্রানিত জাকা। ম্যাচের ১৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তাঁর বাঁ পায়ের বুলেট গতির শটটাই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। কাইজারস্লাটার্নকে ওই ১-০ গোলে হারিয়ে ৩১ বছর পর জার্মান কাপ জিতে নিয়েছে লেভারকুসেন। এর আগে ১৯৯৩ সালে এই ট্রফি জিতেছিল দলটি। জার্মান বুন্দেসলিগার পর জার্মান কাপ-এক মরসুমে দুটি ঘরোয়া শিরোপা জিতল আলোনসোর লেভারকুসেন। জার্মান ফুটবলে এমন কীর্তি আছে আরও চারটি ক্লাবের-বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, ভেরডার ব্রেমেন ও এফসি কোলনের। শীর্ষ স্তরের ফুটবলে এটি লেভারকুসেনের চতুর্থ শিরোপা, যার দুটিই এল এই মরসুমে আলোনসোর হাত ধরে। সব মিলিয়ে ২০২৩-২৪ মরসুমে ৫৩ ম্যাচ খেলে ৫২টিতেই অপরাজিত থাকল লেভারকুসেন। একমাত্র হারটি এর আগের ম্যাচেই, আতালান্তার বিপক্ষে ইউরোপা লিগের ফাইনালে। তবে জার্মানির প্রথম ক্লাব হিসাবে লিগ ও কাপ মিলিয়ে এক মরসুমে ৪০টি ঘরোয়া ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ঠিক গড়ল

আলোনসোর দল। লেভারকুসেনের সঙ্গে আজ পেরে না উঠলেও কাইজারস্লাটার্নকে বাহবা দিতেই হবে। জার্মান ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের (বুন্দেসলিগা ২) দলটি নিজেদের লিগে খুব একটা ভালো করতে পারেনি। লিগ মরসুম শেষ করেছে পয়েন্ট তালিকার ১৩তম অবস্থানে থেকে। সেই দলই এবারের জার্মান কাপে চমক হয়ে এসেছে। এ প্রতিযোগিতায় এত দিন লেভারকুসেনের চেয়েও সফল ছিল কাইজারস্লাটার্ন। ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালে হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। আজ কাইজারস্লাটান জিতলে আগামী মরসুমের শুরুতে জার্মান সুপার কাপে আবার লেভারকুসেনের মুখোমুখি হতো। কিন্তু ১০ জনের লেভারকুসেনের সঙ্গেও পেরে না ওঠায় নিয়ম অনুযায়ী জার্মান সুপার কাপে বুন্দেসলিগার রানারআপ স্টুটগার্টের বিপক্ষে খেলবে লেভারকুসেন। লেভারকুসেনের জয়ে লাভবান হয়েছে বুন্দেসলিগার আরও দুটি ক্লাব। আলোনসোর দল লিগের পর কাপ শিরোপাও জিতে নেওয়ায় ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জার্মানি থেকে একটি স্লট বেড়ে গেছে। ফলে বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকার সাতে থাকা হফেনহাইম আগামী মরসুমে ইউরোপা লিগের গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নিয়েছে আর আটে থাকা হাইডেনহাইম জায়গা পেয়েছে কনফারেন্স লিগে। চাইলে লেভারকুসেনকে ধন্যবাদ জানাতেই পারে হফেনহাইম ও হাইডেনহাইম।

হার্দিক-নাতাশার বিচ্ছেদ! স্ত্রীর সঙ্গে চলে যাবে সম্পত্তির ৭০ শতাংশও

মুম্বই, ২৬ মেঃ সময়টা ভালো যাচ্ছে না হার্দিক পাণ্ডিয়ার। অধিনায়ক হিসাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরলে তাঁর দল গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে। চেনা ছন্দে নেই তারকা অলরাউন্ডার। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে হার্দিকের সুযোগ পাওয়া নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এরই মধ্যে হার্দিক পাণ্ডিয়ার বিয়ে ভাঙার তুমুল গুঞ্জন উঠেছে।

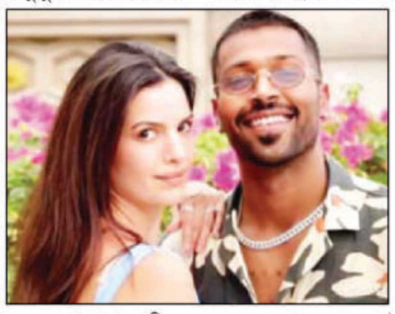

কেরিয়ারের টালমাটালের মাঝেই ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্কের টানাপোড়েনে শিরোনামে উঠে এসেছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। নেটদুনিয়ায় জল্পনা, আগে নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে নাতাশা স্ট্যানকোভিচ পাণ্ডিয়া লিখতেন হার্দিকপত্নী। সম্প্রতি পাণ্ডিয়া পদবি সরিয়ে নেন। হার্দিকের সঙ্গে নিজের সমস্ত ছবিও মুছে দিয়েছেন নাতাশা। যদিও দম্পতির পুত্র অগস্ত্যর সঙ্গে থাকা ছবিগুলো রয়েছে ইনস্টাগ্রামে। এদিকে ডিভোর্সের গুঞ্জনের মাঝেই হার্দিকের সম্পত্তির ৭০ শতাংশ পাবেন নাতাশা, এমন খবরও সামনে এসেছে। যা নিয়ে তারকার ক্রিকেটারের পিছু ছাড়ছে না ট্রোলিং। যদিও হার্দিক বা নাতাশার পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে কোনো তথ্য জানানো হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভাঙলে পাণ্ডিয়া তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ খোয়াতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। অন্যান্য বার আইপিএলের অনেক ম্যাচেই হার্দিকের সমর্থনে গ্যালারিতে হাজির থাকতেন নাতাশা। কিন্তু চলতি মরশুমে আইপিএলের মাঠে একবারও নাতাশাকে মাঠে দেখা যায়নি। নাতাশার সঙ্গে সম্পর্কে ফাটলের বিষয়টি প্রথম সামনে আসে গত ৪ মার্চ। সেদিন ছিল নাতাশার জন্মদিন। স্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছাও জানাননি হার্দিক। আর তারপর থেকেই জল্পনা শুরু, তবে কী তারকা দম্পতির সম্পর্কে চিড় ধরেছে? সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় হার্দিক। ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি তিনি শেয়ার করেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্ত্রীকে নিয়ে কোনও পোস্টই শেয়ার করছেন না হার্দিক। যদিও অনেকের মতে, নেটদুনিয়ায় হার্দিকের পাশাপাশি ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁর স্ত্রীকেও। সেই জন্যই হয়তো স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখা বা সোশ্যাল মিডিয়ায় হার্দিককে নিয়ে পোস্ট করা বন্ধ করে দিয়েছেন নাতাশা। একটি পার্টি চলাকালীন হার্দিক আর নাতাশার প্রেম শুরু হয়েছিল। বেশ কিছুদিন তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। যদিও দু'জনেই প্রথম দিকে সম্পর্কের কথা লুকিয়ে যান। লকডাউন শেষ হওয়ার পর ২০২০ সালে বিয়ে করেন হার্দিক-নাতাশা। চার বছর হতে না হতেই সুখের সংসারে ভাঙনের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল।

ফ্রেঞ্চ কাপ শিরোপার উচ্ছ্বাসে পিএসজিকে বিদায় এমবাপের

প্যারিস, ২৬ মেঃ কিলিয়ান এমবাপেকে পিএসজিতে থেকে যেতে এর আগে একাধিকবার সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। আজ ফ্রেঞ্চ কাপ ফাইনাল শুরুর আগে আরেক দফা এমবাপের সঙ্গে দেখা করতে পিএসজির ড্রেসিংরুমে গেলেন মাখোঁ। তারকা ফরোয়ার্ডের গায়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে কিছুক্ষণ কথাও বললেন। ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট গোল ডট কম যে মুহূর্তটিকে বলছে এমবাপেকে ধরে রাখার 'শেষ প্রচেষ্টা'। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মাখোঁ যে এবার সফল হননি, তা ফাইনাল শেষে এমবাপেকে কাঁধে তুলে নিয়ে সতীর্থদের শূন্যে ভাসানো দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ঘোষণা অনুযায়ী, মরসুম শেষে পিএসজি ছাড়ার কথা এমবাপের। আজ অলিম্পিক লিওঁর বিপক্ষে ফ্রেঞ্চ কাপ ফাইনালই ছিল ২০২৩-২৪ মরসুমে পিএসজির শেষ ম্যাচ। সে হিসেবে প্যারিসের ক্লাবের জার্সিতে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন এমবাপে, বিদায় রাঙালেন শিরোপার উচ্ছ্বাসে। লিলের স্তাদ পিয়েরে মাউরোয় এমবাপের বিদায়ী ম্যাচে অলিম্পিক লিওঁকে ২-১ গোলে হারাল পিএসজি। এ নিয়ে রেকর্ড ১৫তম বারের মতো ফ্রেঞ্চ কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো প্যারিসের ক্লাবটি। এর আগে ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ-এরও শিরোপা জিতেছে তারা। এর অর্থ, পিএসজির কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম মরসুমেই দুটি ঘরোয়া প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতলেন লুইস এনরিকে।

ফাইনালে পিএসজির দুটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ২২ মিনিটে উসমান দেম্বেলের গোলে এগিয়ে যায় প্যারিসিয়ানরা, ৩৪ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন ফাবিয়ান রুইজ। বিরতির পরপরই ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেয় লিওঁ। ৫৫ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করেন লিঁওর আইরিশ সেন্টার-ব্যাক জেইক ও'ব্রায়েন। এই গোলে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরও কয়েক দফা পিএসজির রক্ষণে ভীতি ছড়ায় লিওঁ। নিকোলাস তালিয়াফিকো ও আলেক্সান্দার লাকাজেত সমতাসূচক গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু পিএসজি গোলকিপার জিয়ানলুইজি

দোন্নারুম্মার বীরত্বে তা হয়নি। ফ্রেঞ্চ কাপ ফাইনাল সাধারণত ফ্রান্সের জাতীয় স্টেডিয়ামে স্তাদ দে ফ্রান্সে হয়ে থাকে। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিক সামনে রেখে স্তাদ দে ফ্রান্সের সংস্কারকাজ চলতে থাকায় এবার ফাইনাল হয়েছে লিলের মাঠ স্তাদ পিয়েরেমাউরোয়। আজ ফাইনাল শুরুর আগে পিএসজি ও লিওঁ সমর্থকদের মধ্যকার সংঘর্ষে লিলের রাজপথ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, পিএসজির কমপক্ষে ২০০ এবং লিওঁর ১০০ জন সমর্থক সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন। এ ঘটনায় দুই দলের ২০ জন সমর্থক সামান্য আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে দুটি গাড়িও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাঠে বসে ফাইনাল দেখা প্রেসিডেন্ট মাখোঁ এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। তবে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। বিদায়ী ম্যাচে গোল না পেলেও সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এমবাপেই ছিলেন। সব মিলিয়ে ৭ বছরে পিএসজির হয়ে ১৫টি ট্রফি জিতলেন এমবাপে। কিন্তু একটা আক্ষেপ তাঁর রয়েই গেল। আক্ষেপটা যে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে না পারার, সেটা না বললেও সবাই বুঝে নিতেন।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে এবার যা যা ঘটতে পারে

নোভাক জকোভিচের সামনে একটি রেকর্ড শুধুই নিজের নামে করে নেওয়ার হাতছানি। ইগা সিওনতেককে ডাকছে হ্যাটট্রিক আর রাফায়েল নাদালের 'শেষ'। আজ থেকে শুরু হওয়া এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে আরও যা ঘটতে পারে, দেখে আসা যাক একনজরে-

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

● একলা হবেন জকোভিচ?

পাঁচ বছর বিরতির পর ফ্লাশিং মিডোতে গত বছর আরেকটি শিরোপা জেতেন নোভাক জকোভিচ। সেই শিরোপা জিতে রাফায়েল নাদালকে পেছনে ফেলে গ্র্যান্ড স্লাম একক শিরোপা জয়ে সর্বকালের সেরা হয়ে যান জকোভিচ। পরে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন জিতে ছুঁয়ে ফেলেন মার্গারেট কোর্টের নারী-পুরুষ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড (২৪টি)। রোলাঁ গারোতে আজ থেকে শুরু হওয়া ফ্রেঞ্চ ওপেনের শিরোপা জিতলে রেকর্ডটিতে শুধুই নিজের নাম লিখিয়ে নেবেন জকোভিচ। গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনে নিজের তৃতীয় শিরোপা জিতেছেন তিনি। এতেও একটি রেকর্ডের মালিক হয়েছেন-উন্মুক্ত যুগে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্লামের সব কটিতেই তিনটি করে শিরোপা জিতেছেন জকোভিচ। এবার চতুর্থবারের মতো ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেল আরেকটি রেকর্ডও ধরা দেবে জকোভিচকে। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সবগুলো গ্র্যান্ড স্লাম অন্তত চারবার জিতবেন ৩৭-এ পা দেওয়া সার্বিয়ান তারকা।

● সিওনতেকের হ্যাটট্রিকের সুযোগ

১২ মাস আগে টানা দ্বিতীয়বারের মতো প্যারিসের রানি হয়েছেন ইগা সিওনতেক। কারোলিনা মুখোভাকে ফাইনালে হারিয়ে জেতা এই শিরোপা ফ্রেঞ্চ ওপেনে ছিল সিওনতেকের তৃতীয়। ২০০৭ সালে জাস্টিন হেনিনের পর গত বছর প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রেঞ্চ ওপেনে শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়েছিলেন পোলিশ তারকা। ২০০৭ সালে বেলজিয়ান

তারকা হেনিন প্যারিসে জিতেছিলেন টানা তৃতীয় ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপা। এবার সিওনতেকের সামনে হেনিনের সেই কীর্তিকে ধরে ফেলার সুযোগ। ২০১৪ সালে ইউএস ওপেনে সেরেনা উইলিয়ামসের পর আর কোনও মহিলা খেলোয়াড় কোনও গ্র্যান্ড স্লামেই টানা তিনটি শিরোপা জিততে পারেননি।

● ওসাকার পর সিনার?

নোভাক জকোভিচকে সরিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে ওঠা ইয়ানিক সিনারের সামনে অন্য রকম একটা প্রথমের হাতছানি। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা টানা জিততে পারেন সিনার। ইতালিয়ান এই খেলোয়াড়ের আগে উন্মুক্ত যুগে সর্বশেষ এই কীর্তি গড়েছেন নাওমি ওসাকা। জাপানের টেনিস তারকা নিজের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন ২০১৮ সালের ইউএস ওপেন ও ২০১৯ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। ইউএস ওপেন বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বছরের প্রথম

● গফের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লামের অপেক্ষা

২০২২ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনাল শেষে কাঁদতে হয়েছিল কোকো গফকে। যুক্তরাষ্ট্রের উঠতি তারকা সেবার খুব কাছে গিয়েও জিততে পারেননি নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সেই শিরোপা তিনি জেতেন গত বছরের ইউএস ওপেনে। এবার ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলে মারিয়া শারাপোভার পর ২০ বছর বয়সের মধ্যে দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা প্রথম মহিলা হবেন গফ।

● নাদালের শেষ

২০০৫ সালে প্রথম, সর্বশেষটি ২০২২ সালে। ফ্রেঞ্চ ওপেনে সব মিলিয়ে রাফায়েল নাদাল জিতেছেন ১৪টি শিরোপা। লম্বা ক্যারিয়ারে রোলাঁ গারো নাদালের জন্য 'জাদুকরি' এক জায়গাই। জাদুকরি এই জায়গায় এবারের পর হয়তো আর তাঁকে দেখা যাবে না। আগামী ৩ জুন ৩৮তম জন্মদিন পালন করতে চলা নাদালকে নিয়ে এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে আলোচনাটা এ রকমই। কয়েক বছর ধরে চোটের সঙ্গে লড়াই করে আসা নাদাল এবার প্রথম রাউন্ডেই মুখোমুখি হবেন আলেক্সান্দর জভেরেভের। কে জানে, চোট কাটিয়ে আসা নাদাল এই বাধা পেরিয়ে পরের রাউন্ডে যেতে পারবেন কি না! না হলে যে নিজের প্রিয় ভেন্যুতে বিদায়টা যে খুবই সাদামাটা হবে তাঁর।

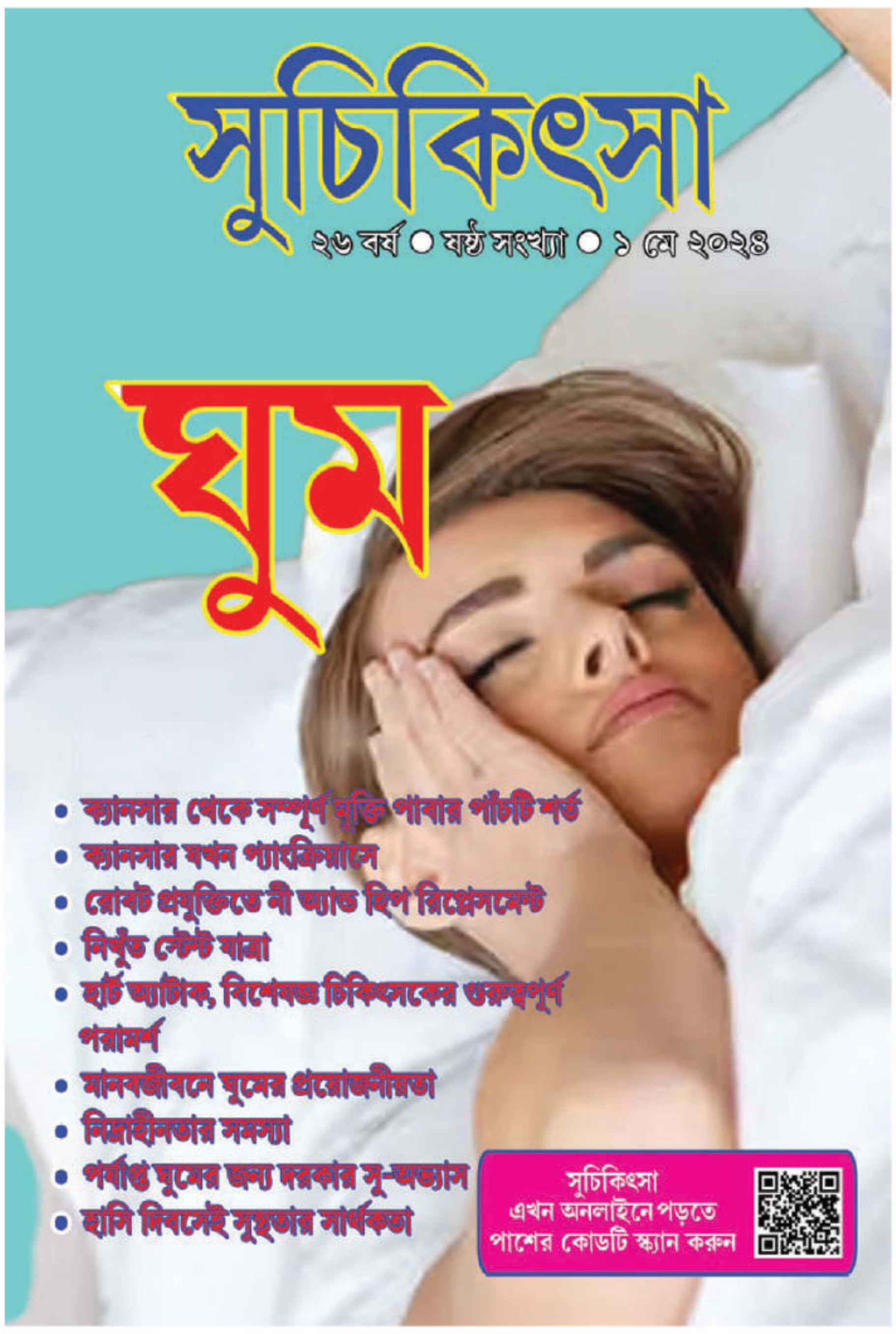

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com